ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ দুই মহিলা-সহ চার মাওবাদীর আত্মসমর্পণ

মনরেগা বাতিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কংগ্রেসের ৭

কলকাতা ৩১ জানুয়ারি ২০২৬ ১৭ মাঘ ১৪৩২ শনিবার উনবিংশ বর্ষ ২৩০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 31.01.2026, Vol.19, Issue No. 230, 8 Pages, Price 3.00

আনন্দপুরের আগুনে প্রতিবাদের স্ফুলিঙ্গ

ভবানীপুরের লড়াইয়ে কড়া তৃণমূল নেত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: দিল্লি সফরের প্রাক্কালে নিজের বিধানসভা কেন্দ্র ভবানীপুরে সংগঠনের হালচাল নিয়ে কার্যত রণমূর্তি ধারণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার সন্ধ্যায় কালীঘাটের বাসভবনে কাউন্সিলর ও বিএলএ-২ স্তরের নেতৃত্বকে ডেকে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন; ভোটার তালিকা ও জনসংযোগে গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না।

বৈঠকে উপস্থিত একাধিক শীর্ষ নেতার সামনেই দলনেত্রী বলেন, এলাকায় ঠিকমতো কাজ না হলে তার দায় এড়ানো যাবে না। খসড়া ভোটার তালিকায় বিপুল সংখ্যক নাম বাদ পড়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি। তাঁর মন্তব্য, এসআইআর চলাকালীন সাধারণ মানুষ যেন হয়রানির শিকার না হন, সেটা নিশ্চিত করাই এখন সবচেয়ে জরুরি। মমতার নির্দেশ, আগামী কয়েকদিন দিন-রাত এক করে মাঠে নামতে হবে। প্রতিটি ভোটারের বাড়িতে পৌঁছে যাচাইয়ের কাজ

মমতার নির্দেশ, আগামী কয়েকদিন দিন-রাত এক করে মাঠে নামতে হবে। প্রতিটি ভোটারের বাড়িতে পৌঁছে যাচাইয়ের কাজ করতে হবে আরও সতর্কভাবে। আসন্ন নির্বাচনকে তিনি আখ্যা দেন ‘দুরাচারের বিরুদ্ধে লড়াই’ হিসেবে। বৈঠকে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়, লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির শুনানিতে যাঁদের ডাকা হয়েছে এবং যাঁদের নাম চূড়ান্ত তালিকায় বাদ যেতে পারে, তাঁদের পূর্ণাঙ্গ তথ্য দ্রুত জমা দিতে হবে।

করতে হবে আরও সতর্কভাবে। আসন্ন নির্বাচনকে তিনি আখ্যা দেন ‘দুরাচারের বিরুদ্ধে লড়াই’ হিসেবে। বৈঠকে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়, লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির শুনানিতে যাঁদের ডাকা হয়েছে এবং যাঁদের নাম চূড়ান্ত তালিকায় বাদ যেতে পারে, তাঁদের পূর্ণাঙ্গ তথ্য দ্রুত জমা দিতে হবে। কাজের স্বচ্ছতা বজায় রাখতে প্রতিদিনের রিপোর্ট বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। দলীয় সূত্রের দাবি, বিশেষ কয়েকটি ওয়ার্ডে সংগঠন মজবুত করতে আলাদা নজরদারিও শুরু হচ্ছে।

বৈঠক শেষে কেউই সংবাদমাধ্যমে কথা বলেননি। রাজনৈতিক মহলের মতে, দিল্লি যাওয়ার আগে নিজের ‘খাসতালুক’ আঁটোসাঁটো করতেই মমতার এই কড়া পদক্ষেপ।

আনন্দপুরের অগ্নিকাণ্ডের প্রতিবাদে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

গ্রেপ্তার মোমো সংস্থার দুই কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন: আনন্দপুরের অগ্নিকাণ্ডের পর চার দিন পেরিয়ে গিয়েছে। এখনও নিখোঁজ ২৭ জন! শুক্রবার পর্যন্ত ঘটনাস্থল থেকে ২১টি দেহাংশ উদ্ধার হয়েছে। তবে মৃতের সংখ্যা ঠিক কত, তা এখনও স্পষ্ট নয়। উদ্ধার হওয়া দেহাংশগুলি কাদের, তা-ও জানা যায়নি। সেগুলি ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। ঘটনাস্থলে এখনও চলছে দেহাংশ খোঁজার কাজ। শুক্রবার বারুইপুর পুলিশ জেলার এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, আনন্দপুরে ২৭ জনের নামে থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়েছে। উদ্ধার হয়েছে ২১টি দেহাংশ। তবে এখনও পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা কত, তা বলা যাচ্ছে না। নিহতদের শনাক্ত করতে দেহাংশগুলি ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি (সিএফএসএল)-তে পাঠানো হয়েছে। ডিএনএ পরীক্ষার পরে নিহতদের সঠিক পরিচয় নির্ধারণ করা যাবে। বারুইপুর পুলিশ জেলার সুপার নিজেও সিএফএসএল-এ গিয়েছিলেন, যাতে যত দ্রুত সম্ভব পরীক্ষাগুলি করানো যায়। অন্য দিকে, শুক্রবারও ঘটনাস্থল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে আরও কোনও দেহাংশ পাওয়া যায় কি না। ডেকরেটার্সের গুদামের টিনের শেড উপড়ে ধ্বংসস্তূপ সরানোর কাজ চলছে। এরই মধ্যে আনন্দপুরের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় বৃহস্পতিবার রাতে মোমো সংস্থার গুদামের ম্যানেজার মনোরঞ্জন শিট এবং ডেপুটি ম্যানেজার রাজা চক্রবর্তীকে নরেন্দ্রপুর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

‘ছবি কথা বলে’, নিশানা শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: আনন্দপুরের অগ্নিকাণ্ডের প্রতিবাদে শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টের অনুমতি নিয়ে ক্ষুদিরাম মেট্রো স্টেশন থেকে নরেন্দ্রপুর থানার উদ্দেশে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ মিছিলের নেতৃত্ব দেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। হাতে ছিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি-সহ প্ল্যাকার্ড, তাতে লেখা; ‘ছবি কথা বলে’। মিছিল থেকে শুভেন্দুর অভিযোগ, ‘যে মোমো কারখানায় ভয়াবহ আগুন লেগে প্রাণহানি হয়েছে, তার মালিকের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বিদেশ সফরে গিয়েছিলেন। অথচ আজও সেই মালিক গ্রেপ্তার হয়নি।’ তাঁর প্রশ্ন, গোডাউনের মালিক গ্রেপ্তার হলেও এক্ষেত্রে প্রশাসন নীরব কেন?

তাঁর দাবি, এই মর্মান্তিক ঘটনা কোনও দুর্ঘটনা নয়, বরং দীর্ঘ দিনের প্রশাসনিক গাফিলতি ও নিয়মভঙ্গের ফল। বক্তব্য রাখতে গিয়ে শুভেন্দু বলেন, এই আগুন মানবসৃষ্ট বিপর্যয়। বারবার সতর্কতা উপেক্ষা করে অগ্নি-নিরাপত্তা বিধি, এনওসি ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা হয়েছে। মিছিল থেকে মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা নিয়েও তীব্র প্রশ্ন তোলা হয়। শুভেন্দুর কথায়, ‘ঘটনার পর কয়েকদিন পেরিয়ে গেলেও মুখ্যমন্ত্রী এখনও ঘটনাস্থলে যাননি। তিনি কাদের রক্ষা করতে চাইছেন?’ শুভেন্দুর অভিযোগ, ‘ক্ষতিগ্রস্তরা তাঁর ভোটব্যাঙ্ক নয় বলেই তিনি রাজধর্ম পালন করেননি।’ শুভেন্দু স্পষ্ট জানান, ‘এই ঘটনা ২০২৬-এর ভোটে বড় ইস্যু হবে।’ তাঁর দাবি, অবিলম্বে দোষীদের চিহ্নিত করে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

শোকাহত প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি: আনন্দপুরের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু ও আহতের ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলির প্রতি সমবেদনা জানিয়ে তিনি ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দেন। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে, মৃতদের নিকটাত্মীয়দের জন্য প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে দু’ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তা এবং আহতদের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়া হবে।

আনন্দপুরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি অত্যন্ত মর্মান্তিক। যাঁরা তাঁদের প্রিয়জনকে হারিয়েছেন, তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা। আহতরা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন, এই প্রার্থনা করি। প্রধানমন্ত্রী জাতীয় তহবিল থেকে নিহতদের প্রত্যেকের নিকটাত্মীয়কে ২ লক্ষ টাকা করে অনুদান দেওয়া হবে। আহতদের ৫০,০০০ টাকা করে দেওয়া হবে। — নরেন্দ্র মোদী

প্রধানমন্ত্রী এই প্রসঙ্গে বলেন, ‘আনন্দপুরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি অত্যন্ত মর্মান্তিক। যাঁরা তাঁদের প্রিয়জনকে হারিয়েছেন, তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা। আহতরা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন, এই প্রার্থনা করি।’ তিনি আরও লেখেন, ‘প্রধানমন্ত্রী জাতীয় তহবিল থেকে নিহতদের প্রত্যেকের নিকটাত্মীয়কে ২ লক্ষ টাকা করে অনুদান দেওয়া হবে। আহতদের ৫০,০০০ টাকা করে দেওয়া হবে।’ এই ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন সুকান্ত মজুমদার, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ও প্রাক্তন পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি সভাপতি। তিনি বলেন, ‘মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্ত মানবিক দায়বদ্ধতার এক দৃঢ় উদাহরণ। শোকের মুহূর্তে কেন্দ্রের এই সহায়তা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে মানসিক শক্তি জোগাবে।’ তাঁর কথায়, ‘দুর্যোগের সময় পশ্চিমবঙ্গের মানুষের পাশে থাকার যে অঙ্গীকার, এই পদক্ষেপ তারই প্রতিফলন।’

রাজনৈতিক মহল মনে করছে, এই আর্থিক সহায়তা শুধু তাৎক্ষণিক সাহায্য নয়, বরং বিপর্যয়ের সময় সমবেদনা ও সংহতির স্পষ্ট বার্তা। প্রশাসনিক স্তরেও দ্রুত সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে।

পূর্ব কলকাতার শহরতলি অঞ্চল আনন্দপুরের নাজিরাবাদে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় যাঁদের মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করে রাজ্য সরকার। গত মঙ্গলবার এ কথা জানান রাজ্যের পুরমন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। শুক্রবার পর্যন্ত আনন্দপুরকাণ্ডে ২৭ জনের নামে নিখোঁজ ডায়েরি হয়েছে। বারুইপুর পুলিশ জেলার এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, মোট ২১টি দেহাংশ উদ্ধার হয়েছে।

প্রশাসনিক ত্রুটি: বোস

নিজস্ব প্রতিবেদন: আনন্দপুরের নাজিরাবাদের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পাঁচ দিন পর ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। শুক্রবার সকালে ধ্বংসস্তূপ ঘুরে দেখে তিনি উদ্ধারকাজের অগ্রগতি, নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও প্রশাসনের ভূমিকা সম্পর্কে সরেজমিনে তথ্য সংগ্রহ করেন। দমকলকর্মীদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি গোটা ঘটনার বাস্তব চিত্র প্রত্যক্ষ করেন রাজ্যপাল।

ঘটনার পর এলাকা জুড়ে ১৬৩ ধারা জারি করে প্রশাসন। ১০০ মিটারের মধ্যে জমায়েতে নিষেধাজ্ঞা লাগু করা হয়। শুক্রবার পরিদর্শনের পরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যপাল বলেন, ‘এই দৃশ্য অত্যন্ত ভয়াবহ। বহু নিরীহ মানুষের প্রাণহানি হয়েছে। আইন মেনে অগ্নি-নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকলে এমন বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব ছিল।’ তাঁর কথায় উঠে আসে ফায়ার অ্যালার্ম, নির্বাপণ ব্যবস্থা ও জরুরি বহির্গমনের ঘাটতির প্রসঙ্গ। তিনি আরও জানান, ‘আমি কাউকে অভিযুক্ত করছি না, তবে প্রশাসনিক ত্রুটি না থাকলে একই ধরনের ঘটনা বারবার ঘটে না।’

ব্যারাকপুরের গান্ধিঘাটে মহাত্মা গান্ধির প্রয়াণ দিবসের অনুষ্ঠানে গিয়েও রাজ্যপাল স্পষ্ট করেন, ‘এটা নিছক দুর্ঘটনা কি না, তা তদন্তসাপেক্ষ। গাফিলতি থাকলে সত্য সামনে আসবেই।’ দায় কার? এই প্রশ্নে তিনি বলেন, ‘উত্তর খোঁজার দায়িত্ব নিরাপত্তা ও তদন্তকারী সংস্থার।’ তাঁর কথায়, ‘এই ঘটনা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক, বেদনাদায়ক। এই ঘটনা আমাদের সকলকেই নাড়া দিয়েছে। এই দুর্ঘটনা আকস্মিক নয়। এই ধরনের ঘটনা যাতে পুনরাবৃত্তি না-ঘটে, সেটা সুনিশ্চিত করা উচিত।’ রাজ্যপাল আরও বলেন, সরকার এবং

এই দৃশ্য অত্যন্ত ভয়াবহ। বহু নিরীহ মানুষের প্রাণহানি হয়েছে। আইন মেনে অগ্নি-নিরাপা ব্যবস্থা থাকলে এমন বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব ছিল। আমি কাউকে অভিফু করছি না, তবে প্রশাসনিক ত্রুটি না থাকলে একই ধরনের ঘটনা বারবার ঘটে না। এটা নিছক দুর্ঘটনা কি না, তা তদন্তসাপেক্ষ। গাফিলতি থাকলে সত্য সামনে আসবেই। — সিভি আনন্দ বোস

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দেখা উচিত, এই সমস্ত জায়গায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঠিকঠাক আছে কি না।

অপর দিকে, আনন্দপুরের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা নিয়ে রাজ্যের দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু বলেন, দুঃখজনক ঘটনা। তবে দমকল বিভাগ অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে কাজ করেছে। বিরোধীরা কে, কোথায় কী বলছে, তার উত্তর দেওয়ার দরকার নেই। মন্ত্রীর কথায়, দুর্ঘটনা যে কোনও সময় ঘটতেই পারে। কিন্তু যাঁরা ব্যবসা করেন, তাঁদের দায়-দায়িত্ব অনেক আছে। সেক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের সতর্ক হওয়া উচিত।

সাত দিনে শুনানি শেষের নির্দেশ নির্বাচন কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী সাত দিনের মধ্যে শেষ করতে হবে এসআইআরের শুনানি এবং তার কাগজপত্র আপলোডের কাজ। এমনটাই জানাল নির্বাচন কমিশন। এসআইআর শুনানি নিয়ে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের সঙ্গে বৈঠক করে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ। সেখানেই এই নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। পাশাপাশি তারা জানিয়েছে, এবার শুনানিকেন্দ্র থেকে সরানো হচ্ছে মাইক্রো অবজার্ভারদের। সেই সঙ্গে এসআইআরের শুনানির পরে সেই সংক্রান্ত তথ্য আপলোড হয়ে গেলে এ বার থেকে তা ‘সুপার চেকিং’ করবেন রাজ্যে নিযুক্ত বিশেষ পর্যবেক্ষকরা।

যে সব নোটিস এখনও ভোটারদের বাড়িতে পাঠানো হয়নি, সেগুলি অবশ্যই ১ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৫টার মধ্যে পাঠাতে হবে এবং তার প্রমাণ বিএলওদের দ্বারা আপলোড করতে হবে। সব ধরনের শুনানি এবং শুনানির কাগজপত্র আপলোডের কাজ আগামী সাত দিনের মধ্যেই শেষ করতে হবে। যে সব মামলার শুনানি আগেই হয়েছে, সেগুলির হাজিরার তথ্য এবং ভোটারদের থেকে নেওয়া কাগজপত্র ২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে আপলোড করতে হবে। আগামী ২-৩ দিনের মধ্যে শুনানি কেন্দ্রে থাকা মাইক্রো অবজারভারদের সরিয়ে দিয়ে ভোটার তালিকা দেখভালের কাজে লাগানো হবে। তাঁরা রোল অবজার্ভারদের সঙ্গে কাজ করবেন। জেলা নির্বাচন আধিকারিকদের খেয়াল রাখতে হবে, যাতে কোনও

যে সব নোটিস এখনও ভোটারদের বাড়িতে পাঠানো হয়নি, সেগুলি অবশ্যই ১ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৫টার মধ্যে পাঠাতে হবে এবং তার প্রমাণ বিএলওদের দ্বারা আপলোড করতে হবে। সব ধরনের শুনানি এবং শুনানির কাগজপত্র আপলোডের কাজ আগামী সাত দিনের মধ্যেই শেষ করতে হবে। যে সব মামলার শুনানি আগেই হয়েছে, সেগুলির হাজিরার তথ্য এবং ভোটারদের থেকে নেওয়া কাগজপত্র ২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে আপলোড করতে হবে।

নিয়ম ভাঙা না-হয় এবং সব মামলা নিয়ম মেনে নিষ্পত্তি হয়।

শুনানির যে তথ্য আপলোড করা হচ্ছে, সেগুলি মাইক্রোঅবজার্ভারেরা পরখ করে দেখছেন। অনলাইনে আপলোড হওয়া সেই সব নথি, তথ্য ও সিদ্ধান্ত এ বার বিশেষ পর্যবেক্ষকেরা ‘সুপারচেকিং’ করবেন। এই সব নির্দেশ সব ইআরও এবং এইআরওদের জানাতে হবে, যাতে তারা ঠিক ভাবে কাজ করেন।

কমিশন সূত্রে খবর, এসআইআরের শুনানিতে পিছিয়ে রয়েছে মুর্শিদাবাদ, মালদহ। ওই দুই জেলা-সহ রাজ্যের সব জেলায় শুনানির কাজ এবং তার কাগজপত্র আপলোড আগামী সাত দিনের মধ্যে শেষ করতে বলল কমিশন। আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি শুনানির শেষ দিন। ওই মাসের ১৪ তারিখ চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ হওয়ার কথা। কমিশন সূত্রে খবর ছিল, শুনানির দিন বৃদ্ধি করা হতে পারে। তবে এই নিয়ে এখনও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসেনি কমিশন।

গত ৪ নভেম্বর থেকে পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশের ১২টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এসআইআর চলছে। পশ্চিমবঙ্গে খসড়া তালিকা প্রকাশিত হয় ১৬ ডিসেম্বর। তার পর শুনানি পর্ব শুরু হয়েছে। খসড়া তালিকা থেকে শুনানির জন্য ডাকা হয়েছে ১ কোটি ২৬ লক্ষ ১৭ হাজার ৫৫৮ জন ভোটারকে। তার মধ্যে ৩১ লক্ষ ৬৮ হাজার ৪২৬ জন ছিলেন নো-ম্যাপিং তালিকায়। ২০০২ সালের ভোটার তালিকার সঙ্গে যাঁরা কোনও ভাবেই নিজেদের যোগ দেখাতে পারেননি, তাঁরা নো ম্যাপিং তালিকাভুক্ত। এ ছাড়া তথ্যগত অসঙ্গতির কারণে শুনানিতে ডাকা হচ্ছে ৯৪ লক্ষ ৪৯ হাজার ১৩২ জনকে।

রাজ্যে শাহ

নিজস্ব প্রতিবেদন: দু’দিনের সফরে রাজ্যে এসে পৌঁছেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শুক্রবার সন্ধ্যায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাঁর আগমন ঘিরে বিজেপি শিবিরে তৎপরতা চোখে পড়ে। বিমানবন্দর থেকেই তিনি নির্ধারিত গন্তব্যে রওনা দেন। এই সফরে একাধিক সাংগঠনিক কর্মসূচি রয়েছে তাঁর। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যের নির্বাচনী প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে তিনি বিজেপির কোর কমিটির সদস্যদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসবেন। পাশাপাশি বিভিন্ন জেলার সাংগঠনিক নেতৃত্ব ও কর্মীদের নিয়ে আলাদা বৈঠকেরও সূচি রয়েছে। বিজেপির এক শীর্ষ নেতা বলেন, ‘ভোটের আগে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতেই এই সফর। প্রতিটি জেলার কাজকর্ম খুঁটিয়ে দেখা হবে।’ এছাড়াও উত্তর ২৪ পরগনার শিল্পাঞ্চলে একটি জনসভায় যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর।

নতুন ডিজি পীযূষ পাণ্ডে, কলকাতার নগরপাল সুপ্রতিম

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য পুলিশের পরবর্তী মহানির্দেশক নিয়োগ ঘিরে দীর্ঘ দিনের টানাপড়েনের অবসান হল। রাজীব কুমারের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই রাজ্যের নতুন ভারপ্রাপ্ত ডিজি হিসেবে আইপিএস পীযূষ পাণ্ডের নাম চূড়ান্ত করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজীব কুমারের মেয়াদ শেষ হচ্ছে ৩১ জানুয়ারি। তার আগেই রাজ্য পুলিশের শীর্ষপদে দায়িত্ব বণ্টনের সিদ্ধান্ত নিল নবান্ন।

প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, পীযূষ পাণ্ডেকে ভারপ্রাপ্ত ডিজি করার পাশাপাশি রাজ্য পুলিশের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল করা হয়েছে। কলকাতা পুলিশের কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সুপ্রতিম সরকারকে। এডিজি

আইনশৃঙ্খলা পদে দায়িত্ব পেলেন বিনীত গোয়েল। এদিকে, পীযূষ পাণ্ডের ছেড়ে আসা ডিরেক্টর সিকিউরিটি পদে গেলেন কলকাতার বর্তমান পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা। রাজ্য পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্সের এডিজি হয়েছেন জাভেদ শামিম।

রাজ্য পুলিশের শীর্ষস্তরে এই রদবদলকে আসন্ন সময়ের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও প্রশাসনিক সমন্বয়ের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে প্রশাসনিক মহল। বিশেষ করে, ভোটের আবহে রাজ্য পুলিশের নেতৃত্বে এই পরিবর্তন যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

রাজ্য প্রশাসনেও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরে রদবদল হল। সর্বশিক্ষা ও গ্রন্থাগার দপ্তরের সচিব রাজেশ কুমার অবসর গ্রহণ করছেন। তাঁর জায়গায় ওই দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে শিক্ষা সচিব বিনোদ কুমারকে। এই দায়িত্ব তিনি অতিরিক্ত ভাবে সামলাবেন। বন দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব পদে নিযুক্ত হলেন মনীশ জৈন। তিনি এতদিন সেচ দপ্তরের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। সেচ দপ্তরের দায়িত্ব এবার দেওয়া হয়েছে কৃষ্ণ গুপ্তাকে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি, Kamala Bibi, D/O. Rejaul Karim, গ্রাম ও পোঃ- মহালন্দী, থানা- কান্দি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন ৭৪২১৩৬, পঃ বঃ গত ২২.০১.২০২৬ তারিখে বহরমপুর নোটারি পাবলিকে এফিডেভিট বলে আমার বাবা Rezaul Karim ও Rejaul Karim ও Seikh Rejaul Haque ও Rejaul Haque Seikh এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন।

নাম-পদবী

আমি, দেবাশীষ মুখার্জী [প্যান নং ADPPM3690Q], পুত্র প্রয়াত আভাষ কুমার মুখার্জী, আবাসিক 29E/1A, ফ্ল্যাট সি, ২০৩, বীরপাড়া লেন, ঘুঘুডাঙ্গা, কলকাতা- ৭০০০৩০, পশ্চিমবঙ্গ, ঘোষণা করছি যে আমি দেবোপমা মুখোপাধ্যায়ের পিতা, যিনি বিবাহের পরে দেবোপমা গাঙ্গুলী [প্যান CMRPM2141K] নামেও পরিচিত।

এটা স্পষ্ট করা হচ্ছে যে আমার মেয়ের শিক্ষাগত শংসাপত্রে ভুলভাবে দেবাশীষ মুখোপাধ্যায় হিসেবে আমার নাম লেখা হয়েছিল। এই মর্মে একটি হলফনামা যথাযথভাবে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ফার্স্ট ক্লাস, আলিপুরের সামনে (নং ২৮৬১ তারিখ ২৭শে জানুয়ারী ২০২৬) দেওয়া হয়েছে যে দেবাশীষ মুখার্জী, দেবাশীষ মুখোপাধ্যায় এবং দেবাসিস মুখার্জী একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম-পদবী

আমি BUDDHADEB GHOSH, পিতা-Dayal Ghosh, গত ২১/০৮/২৫ তাং প্রথমশ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট, কালনা এর এফিডেভিডে আমার কন্যা TITHI GHOSH ও TITHE GHOSH একই ব্যক্তি হলো।

নাম-পদবী

গত ১৫/০১/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১০৭৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Kaushik Kumar (old name) S/o. Debabrata Dutta, R/o. Olaichanditala, Chinsurah, Hooghly-712103, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Kaushik Kumar নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Kaushik Kumar Dutta (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Kaushik Kumar Dutta & Kaushik Kumar S/o. Debabrata Dutta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০২/০১/২০২৬, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Dhirendra Nath Santra ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Gopal Santra ও G. Ch. Santra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৯/০১/২০২৬, নোটারী পাবলিক, শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ০৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Partha Pratim Chaudhuri S/o. Tarun Kumar Chaudhuri ও Partha Pratim Chaudhury S/o. T. Kr. Chaudhury সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৯/০১/২০২৬, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Manjima Mukherjee D/o. Suman Mukherjee ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স-এ আমার নাম Manjima Mukherjee W/o. Amiya Biswas-এর পরিবর্তে Manjima Mukherjee D/o. Suman Mukherjee লিপিবদ্ধ করিতে চাই।

নাম-পদবী

গত ০৩/০১/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ১১৪৫২ নং এফিডেভিট বলে আমি Sadik Mahammad Sarkar S/o. Anoyar Ali Sarkar ও Sadik Md Sarkar S/o. Anoyar Ali Sarkar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩০/০১/২০২৬ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৪৩৬৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Kerima Bibi W/o. Ohab Mallick, R/o. Dedhara, Dhaniakhali, Hooghly-712302, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার ও আমার স্বামীর নাম আমার পূর্বের ভোটার কার্ডে (Epic No. WB/27/191/186449) ও ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে (191 Dhaniakhali Assembly, Part No. 63, Sl. No. 613, Hooghly) Kerima Mallick (কেরিমা মল্লিক) W/o. Ohar লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আমি Kerima Bibi W/o. Ohab Mallick ও Kerima Mallick W/o. Ohar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত। আমার মাতার নাম আমার পাসপোর্টে Marjina Bibi W/o. Fakir Mahammad ও মাতার ভোটার কার্ডে (Epic No. WB/27/191/072090) Marjina Khatun Sekh W/o. Phakir Sekh ও ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে (191 Dhaniakhali Assembly, Part No. 25, Sl. No. 248, Hooghly) Sekh Marjina Khatun W/o. Fakir লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আমার মাতা Marjina Bibi W/o. Fakir Mahammad ও Marjina Khatun Sekh W/o. Phakir Sekh ও Sekh Marjina Khatun W/o. Fakir সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত।

AFFIDAVIT

আমি **আবুল হোসেন ফকির** পিতা- মোকসেদ আলি ফকির নিবাস গ্রাম + পোষ্ট-পিছলদহ, থানা- শ্যামপুর, হাওড়া আদালতে, ইংরেজি ২৯/০১/২০২৬ তারিখে এফিডেভিট দ্বারা স্বীকৃত হয়ে এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে আবুল হোসেন ফকির পিতা মোকসেদ আলি ফকির ও আব্দুল হোসেন সেখ পিতা মোকসেদ সেখ এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

CHANGE OF NAME

I, **Matangini Sikder,** D/O Amal Sikder (father) and Nisha Sikder(Mather), residing at 262/A, BhindBangan Road, Kanchrapara, P.O.- Kanchrapara, P.S.- Bizpur, Dist- North 24 Parganas, Pin-743145,W.B. hereby declare that in her birth Certificate my and my father title name and my mother name and title has been wrongly recorded as **"Matangini Sikdar"** in place of **"Matangini Sikder"** and my father title as **"Amal Sikdar"** in place of **"Amal Sikder"** and my mother name and title as **"Sumana Sikdar"** in place of **"Nisha Sikder"**. That **"Matangini Sikdar"** and **"Matangini Sikder"** and **"Amal Sikdar"** S/o Late Satish Sikder and **"Amal Sikder"** S/o Late Satish Sikder is the same and one identical person who is my father. And also **"Nisha Sikder"** w/o. Amal Sikder and **"Sumana Sikdar"** w/o. Amal Sikder is the same and one identical person who is my mother, through an affidavit 1st class Judicial Magistrate Barrackpur, dt. 15.07.2025.

আমি Kartick Chandra Ghosh পিতা- Late Bimal Ghosh ঠিকানা Vill- Dafarpota, P.O+P.S- Bhimpur, Dist- Nadia, Pin- 741167, W.B গত 28/01/26 তারিখে কৃষ্ণনগর ১ম শ্রেণী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট বলে আমার পিতা Bimal Ghosh, Bimal Kumar Ghosh ও Bimal Chandra Ghosh একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলেন। (Land Deed No: I-7008, dt. 12/12/1990, Khatian No-2036, Plot No. 3059 & 3064, J.L.No- 127, Dafarpota Mouza, P.S- Kotwali now Bhimpur, Dist- Nadia).

AFFIDAVIT

I, **Pintu Sardar** S/O Kamrujjaman Sardar residing at Vill. & P.O.- Harekrishnapur, P.S.- Sagarpara, Dist.- Murshidabad, PIN-742305 do hereby declare vide affidavit serial no. 1955 dated 29.01.2026 in the Court of Ld. Judicial 1st Class Magistrate at Berhampore, Murshidabad that my beloved Son's actual name is Aabdulla Al Mamun Sardar and it is recorded in his Aadhar Card and his date of birth is 13/02/2006 but his name has been wrongly written as Abdulla Al Mamun in his birth certificate being no. 085, date of Reg. - 27/03/2006. Aabdulla Al Mamun Sardar and Abdulla Al Mamun is the same and one identical person.

AFFIDAVIT

আমি Malek Sk পিতা- Sajed Sk ঠিকানা- গ্রাম- রামেশ্বরপুর, পোস্ট-মোল্লাহাট, থানা- শ্যামপুর, জেলা -হাওড়া মহামান্য হাওড়া ফার্স্ট ক্লাস আদালতের এফিডেভিট নং (J/4211) dt ২৯/০১/২০২৬) মারফত ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম Malek Sk যা আমার ভোটার কার্ড Vide no. YWJ 2051472, আধার কার্ড vide no-9500 1570 6929. কিন্তু আমার রেশন কার্ড ID নং- RSKY-1 535334026 তে Malek Sk পিতা Sajed Sk এর স্থানে Sk Malek পিতা Sajet রয়েছে। এছাড়া ২০০২ এর ভোটার লিস্ট (পার্ট নং-১৪৭ সিরিয়াল নং-২৯৯, শ্যামপুর বিধানসভা তে SK Abdul Khalek পিতা- Khalek Sajed রয়েছে। তাই আমি জানাচ্ছি যে, Malek Sk পিতা- Sajed Sk এবং Sk Malek পিতা- Sajet এবং SkAbdul Khalek পিতা- Khalek Sajed এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। উল্লেখ্য আমার চার পুত্র যথাক্রমে (১) Aktar Sk, (২) Sk Altalb Ali (৩) Sk Akkas Ali, (৪) Mehebulsk এবং কন্যা Marufa Khatun ও স্ত্রী Anowara Sk রয়েছে।

AFFIDAVIT

আমি Sekh Ashadul Mallick পিতা- Sk Jakir Hossain ঠিকানা গ্রাম- কাঁঠিলাবাড়, পোস্ট ও থানা-শ্যামপুর, জেলা-হাওড়া মহামান্য হাওড়া ফার্স্ট ক্লাস আদালতের এফিডেভিট নং (J/4209 dt.29/01/2026) মারফত জানাচ্ছি যে, আমার পিতা- SkJakir Hossain পিতা- Lt Reasot Hossain যা তার আধার কার্ড vide no.4188 9952 6822, ভোটার কার্ড vide no. NCL1678089 তে লিপিবদ্ধ। কিন্তু ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে (পার্ট নং- 186. সিরিয়াল নং- 120, শ্যামপুর বিধানসভা) Sk Jakir Hossain রয়েছে। কিন্তু আমার ভোটার কার্ড নং (YW, 1827096) তে পিতার স্থানে Jakir Hossen এর জায়গায় Jakir Mallick রয়েছে। আবার আমার আধার কার্ড নং -9147 1137 0002 তে নাম SkJakir Hossen এর স্থানে Sekh Jakir Mallick রয়েছে। তাই Sekh Asadul Mallick পিতা- sk. Jakir Hossain এবং Sekh Asadul Mallick পিতা- Sekh JaKir Mallick এবং Sekh Asadul Mallick পিতা- Jakir Mallick এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম -পদবী পরিবর্তন

আমি, **Md Samsul**, পিতা- Md Khalil, সাকিন- হামিদবাটি, পোঃ- দশঘরা, থানা- ধনিয়াখালি, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৪০২, আমার ভোটার কার্ডে ভুলবশত আমার নাম **Md Samsul, পিতা- Md Aslam Ali** হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এছাড়া ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় আমার ও আমার পিতার নাম যথাক্রমে Samsul, পিতা- Khalil হিসেবে নথিভুক্ত আছে। কিন্তু আমার প্রকৃত নাম ও সঠিক বানান হলো Md Samsul, পিতা- Md Khalil, যা আমার আধার কার্ড, প্যান কার্ড ও রেশন কার্ডে বর্ণিত আছে। হুগলী জেলার চুঁচুড়াস্থিত এলডি ১ম শ্রেণীর বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে গত ২৯/০১/২০২৬ তারিখে সম্পাদিত একটি হলফনামা (নং- ৪০১৮) বলে আমি ঘোষণা করছি যে, **Md Samsul, পিতা- Md Khalil; Md Samsul, পিতা- Md Aslam Ali** এবং **Samsul, পিতা- Khalil** একই ও অভিন্ন ব্যক্তি।

AFFIDAVIT

আমি Pranati Pachhal স্বামী- Uday Pachhal ঠিকানা গ্রাম ও পোস্ট- বাঙালপুর, থানা- বাগনান, জেলা -হাওড়া মহামান্য উলুবেড়িয়া ফার্স্ট ক্লাস আদালতের এফিডেভিট নং (40, dated- 02/01/2026) মারফত ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম Pranati Pachhal যা আমার ভোটার কার্ড vide no.-HRC0200253 এবং আমার পঃ বঃ গ্রামীণ ব্যাংকের পাশবুক vide A/C no.10140110033187 এবং স্বাস্থ্য সাথী কার্ড vide no. RSKY-12011633634 রয়েছে। কিন্তু ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে (পার্ট নং -৩৮, সিরিয়াল নং -৩১৬, বাগনান বিধানসভা) তে আমার ডাক নাম Astobala Pachhal স্বামী Uday Pachhal (ভোটার আই ডি নং- WB/25/ 170/072320) আছে। আমি জানাচ্ছি যে, Pranati Pachhal স্বামী Uday Pachhal এবং Astobala Pachhal স্বামী Uday Pachhal এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। **বিঃদ্রঃ** -ভুল তথ্য দিলে u/s 229 B.N.S.তে দায়বদ্ধ থাকবো।

এতদ্বারা জানানো যায় যে, আমার মক্কেলগন রাজেশ সাউ, রমেশ সাউ, রীতা দেবী, রেনু দেবী, রেখা দেবী, রিঙ্কু দেবী এবং ১) গায়ত্রী সাউ, ২) সুনীতা সাউ, ৩) টুম্পা সাউ গত ইংরাজীর ৩০.০৫.২০০৮ এডিএসআর. শ্রীরামপুর দলিল নং I-০৩৬১২/ ০৮ আমমোক্তার নং-IV -০০১১১/ ০৬ তাং ২৮.০৩.২০০৬ এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর আমমোক্তার গ্রহীতা ১) গায়ত্রী সাউ, ২) সুনীতা সাউ, ৩) টুম্পা সাউআপোষবিভাগ বন্টননামা করেন।

<u>তপশীল জমির পরিচয়</u>

জেলা-হুগলী, থানা-শ্রীরামপুর, মৌজা-মাহেশ, জে.এল. নং- ১৫, আর.এস. দাগ নং ১৩৩৩/৬১১০, ১৩৩৩/৬১১১, ১৩৩৩/ ৬১১২, ১৩৩৫, জমির পরিমান ০৮ কাঠা ০৮ ছটাক ৩২ বর্গফুট। উক্ত আমমোক্তার বিষয়ে কারোর কোনও আপত্তি থাকিলে আগামী ২১ দিনের মধ্যে শ্রীরামপুর বি.এল.আর. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

Md. Afzal Hussain
Advocate
Serampore Court
Enrl. No.- F-1643/1636/1990

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রী প্রশান্ত ঘোষ ওরফে প্রশান্ত শেখর ঘোষ**, পিতা ৺সুধাংশু শেখর ঘোষ, **২)শ্রীমত্যা রত্না ঘোষ**, স্বামী ৺শশাঙ্ক শেখর ঘোষ, **৩)শ্রীমত্যা জয়ন্তী মিত্র**, স্বামী ৺শ্যামসুন্দর মিত্র, **৪)শ্রীমতী সোমা ঘোষ**, স্বামী শ্রী কৌস্তভ ঘোষ, **৫)শ্রীমত্যা অঞ্জলি ঘোষ** স্বামী ৺হর প্রসাদ ঘোষ, **৬)শ্রী চন্দন কুমার দেব** পিতা ডঃ প্রশান্ত কুমার দেব, **৭)শ্রীমতী স্বপ্না কর** স্বামী শ্রী আশীষ কুমার কর, **৮)শ্রী সুপ্রতিক বাসু** পিতা ৺অজিত কুমার বাসু, **৯)শ্রীমতী মৌমিতা নাগ** স্বামী শ্রী দেবরাজ নাগ, মহাশয়/ মহাশয়াগণ বিগত ইং ২০১৬ সালে এ.আর.এ.- III, কলকাতা অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-06200/2016 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী সুশান্ত ঘোষ ওরফে সুশান্ত শেখর ঘোষ** পিতা ৺সুধাংশু শেখর ঘোষ, সাকিম FE466, সেক্টর-III, সল্টলেক, বিধাননগর, আই.বি. মার্কেট, কলকাতা-৭০০১০৬) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমি বিগত ইং ২১/০৫/২০২৪ তারিখে ডি.এস.আর-I, সদর, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-04644/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী বিশ্বজিত দাস**, পিতা ৺মনীন্দ্র নাথ দাস, সাকিম ঘনশ্যামপুর, পলতাগড়, সিঙ্গুর, হুগলী- ৭১২৪০৯ মহাশয়কে ৭০ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। তপশীল – জেলা হুগলী, থানা দাদপুর, মৌজা দাঁড়পুর, জে.এল. ৬৪, হাল এল. আর ৯২, ১২৪, ১৩৩, ১৩৪, ১৫০, ১৬১, ২৪৯, ২৮৮ ও ২৮৯ নং খতিয়ান হইতে ১)আর.এস. তথা হাল এল.আর. ১১৪ নং দাগে ডোবা জমি ষোল আনায় ১৪ শতক, ২)আর.এস. ৩১৮ নং তথা হাল এল.আর. ৩৪৩ দাগে পুকুর পাড় জমি ষোল আনায় ১৪ শতক,৩)আর.এস. ৫৫৩ নং তথা হাল এল.আর. ৫৯১ দাগে শালি জমি ষোল আনায় ২৭ শতক, ৪)আর.এস. ৫৬০ নং তথা হাল এল.আর. ৫৯৮ দাগে শালি জমি ষোল আনায় ১৫ শতক, একুনে মোট ৭০ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **শ্রী বিশ্বজিত দাস**, পিতা ৺মনীন্দ্র নাথ দাস, উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/ করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **শ্রী সুশান্ত ঘোষ ওরফে সুশান্ত শেখর ঘোষ, (আমমোক্তার)**

NOTICE

My Client Surendra Saw, S/o Late Chaman Saw of has lost Original chain Deed being no. I-3363 for the year 1998 standing in his name Ganesh Tanti and a G.D.E no. 451 dated 04.12.25 is lodge before Jamuria I.C. The property is not mortgaged in any Bank or financial Institution. If any person found the lost Deed Please contact with my client Mob No. 7908901352.

Swarnendu Halder
(Advocate)

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রীমতী কনক নলিনী সরকার**, স্বামী নির্ম্মল চন্দ্র সরকার, সাকিম ঘনশ্যামপুর, পলতাগড়, সিঙ্গুর, হুগলী- ৭১২৪০৯, মহাশয়া বিগত ইং ১১/০৯/২০১৯ তারিখে ডি.এস.আর.-II, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-00104/2019 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী উজ্জ্বল ব্যানার্জী**, পিতা শম্ভুনাথ ব্যানার্জী, সাকিম ২১ এন.কে. ব্যানার্জী স্ট্রীট, রিষড়া, হুগলী-৭১২২৪৮) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি, সাকিম মহিষডাঙ্গা, আটি, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫ নিবাসী আসগার আলি মনসুরআলি মন্ডল, পিতা প্রয়াত মনসুর আলি আজার আলি মন্ডল, মহাশয়কে তিনটি পৃথক পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। <u>তপশীল</u>- জেলা হুগলী, থানা দাদপুর, মৌজা দাঁড়পুর, ৬৪ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ১২১ নং খতিয়ান হইতে ১)বিগত ইং ১১/০৯/২০২৪ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-07706/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে হাল এল.আর. ৮৮ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৭৫ শতকের মধ্যে ৫০ শতক তন্মধ্যে কমবেশী ২৫ শতক, ২)বিগত ইং ১১/০৯/২০২৪ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-07710/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে হাল এল.আর. ৮৮ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৭৫ শতকের মধ্যে ৫০ শতক তন্মধ্যে কমবেশী ২৫ শতক, এবং ৩)বিগত ইং ২৭/০৮/২০২৫ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-07970/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে হাল এল.আর. ৩০০ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৭৫ শতকের মধ্যে কমবেশী ৩৫ শতক, সম্পত্তি বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **আসগার আলি মনসুরআলি মন্ডল**, পিতা প্রয়াত মনসুর আলি আজার আলি মন্ডল, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-**শ্রী উজ্জ্বল ব্যানার্জী (আমমোক্তার)**

বিজ্ঞপ্তি

জেলা নদীয়া মোকাম কৃষ্ণনগর
সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন)
৩য় আদালত, নদীয়া।
<u>টাইটেল সুট নং - ১০১/২০১৪</u>

বাদী- শ্রী মধুসূদন মন্ডল দীগর
-বনাম-
বিবাদী-শ্রী নব কুমার ঘোষ দীগর

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, বেরেমোড় কালাচাঁদ তলা, পোঃ- শ্রীপল্লি, থানা- বর্ধমান, জেলা- বর্ধমান, পিন-৭১৩১০৩ নিবাসী মৃত অমূল্য কুমার বিশ্বাস মহাশয়ের বিরুদ্ধে আনীত উপরোক্ত মোকর্দ্দমায় তাহার স্ত্রী ভানুমতি বিশ্বাস, দুই পুত্র অলোক বিশ্বাস ও তাপস বিশ্বাস এবং এক কন্যা শুভ্রা গড়াই অমূল্য কুমার বিশ্বাস মহাশয়ের মৃত্যুর পর তাহার স্থানে ওয়ারেশ কায়েম হইয়া ৫(এ) থেকে ৫(ডি) নং বিবাদী হইতেছেন, যথাক্রমে ৫(এ) ভানুমতি বিশ্বাস, স্বামী- মৃত অমূল্য কুমার বিশ্বাস, ৫(বি) অলোক বিশ্বাস, পিতা- মৃত অমূল্য কুমার বিশ্বাস, উভয়ের সাং- বেরেমোড কালাচাঁদ তলা, পোঃ- শ্রীপল্লি, থানা- বর্ধমান, জেলা, বর্ধমান, পিন- ৭১৩১০৩, ৫(সি) তাপস বিশ্বাস, পিতা- মৃত অমূল্য কুমার বিশ্বাস, সাং- সোদপুর সম্মিলনী, কাটি বাবার সুখচর আশ্রমের নিকটে, পিন-৭০০১১০, ৫(ডি) শুভ্রা গড়াই, স্বামী- বিপ্লব গড়াই, পিতা- মৃত অমূল্য কুমার বিশ্বাস, সাং- বেনাচিতি, ধুনরা ফ্লেট, দুর্গাপুর, পিন-৭১৩২১৩'।

এ বিষয়ে আপনাদের কোনো আপত্তি থাকিলে আগামী ধার্য্য ২৫/০২/২৬ তারিখে আদালতে আসিয়া আপত্তি প্রদান করিবেন অন্যথায় আদালত আইনানুযায়ী আদেশ প্রদান করিবে।

নিবেদন ইতি

রাম সোরেন
সেরেস্তাদার
সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন) ৩য় আদালত,
কৃষ্ণনগর, নদীয়া
১১-৪-২৫

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৩১ শে জানুয়ারি। ১৭ ই মাঘ। শনি বার। ত্রয়োদশী তিথি। জন্মে মিথুন রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দ্র র ও বিংশত্তরী বৃহস্পতি র মহাদশা কাল। মৃতে ত্রিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে দিনটি কাটাতে হবে। ধৈর্য ধরে, বুদ্ধির দ্বারা, দিনটি অতিবাহিত করতে হবে। বৈবাহিক জীবনে খুব ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে, পরিবারে কলহ বিবাদ বৃদ্ধি। অনাত্মীয় এক বন্ধুর দ্বারা, বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। অন্যের যুক্তিকে মানার আগে একবার নিজেও যুক্তি প্রয়োগ করুন শুভ হবে। দেবী তারার ১০৮ নাম বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : ব্যবসায় নতুন পথের সম্ভাবনা কর্মে শান্তির বাতাবরণ। যে কাজের জন্য এতদিন বসেছিলেন, সেই কাজের নতুন পথের সম্ভাবনা। বান্ধবের দ্বারা উপকার। অনাত্মীয় বন্ধু দ্বারা উপকার। প্রতিবেশী স্বজনের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। পুরাতন এক বান্ধবীর ফোন কল ফ্যাক্স- ই-মেইল দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।আজ ভগবান দেবদেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদানে সুখবৃদ্ধী।

মিথুন রাশি : তৃতীয় ব্যক্তির গুপ্ত ষড়যন্ত্র থেকে সতর্ক থাকতে হবে। কর্মে অশুভ বাতাবরণ আছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা প্রতিপালন করা দরকার। একসঙ্গে একসাথে অনেক কাজের দায়িত্ব চেপে আসলে মানসিক অসুস্থতা বোধ করবেন। ধৈর্য ধারে চলতে হবে, নিশ্চয়ই সম্মান বৃদ্ধি হবে।মা দুর্গাদেবী চরণে ১০৮ রঙিন পুষ্প প্রদানে সুখবৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : বন্ধু বান্ধবের দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। যে কাজটি শেষ হলো তার সম্মান বৃদ্ধি যোগ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্মে সম্মানিত করবেন। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা শিক্ষকতা- অধ্যাপনা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ ব্যবসায়ীদের অর্থ বৃদ্ধি যোগের প্রবল সম্ভবনা। গৃহ-বাস্তু বিষয় যে দুশ্চিন্তা ছিল তার অবসান হবে। ১০৮ দূর্বা ভগবান গণেশ চরণে প্রদান করুন সুভত্ত বৃদ্ধি হবে। সিংহ রাশি সতর্কতা আজ পরিবারের মধ্যে অশান্তির বাতাবরণ থাকবে।

সিংহ রাশি: শ্বশুরবাড়ির দুজন সদস্য দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। যে কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন সেই কাজ পালন না করার জন্য তর্ক বিবাদে পরিণত হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভত্ত বৃদ্ধি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বিলম্ব হবে। ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি হবে। ভগবান গনেশজীর চরণে ১০৮ দুর্গা প্রদানে সুখ বৃদ্ধি হবে। কন্যা রাশি খুব উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। আপনার উৎসাহ

কন্যা রাশি : আজকে নতুন পথ দেখাবে। ব্যবসায় নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পরিকল্পনা। এক স্বজনের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা, সন্তানের দ্বারা সম্মান। প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। মন্দিরে প্রদীপ প্রদানে সর্বসুখ বৃদ্ধি। তুলা রাশি কোন পুরাতন বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। যাকে এতদিন ভরসা করেছিলেন তিনি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবেন।

তুলা রাশি: এক প্রতিবেশীর দারা শুভত্ত বৃদ্ধি হবে।ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথ। ততঅর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। যারা অলংকার শিল্পে আছেন, যারা তরল পদার্থের ব্যবসা করেন। শ্বশুরবাড়ির একজন প্রবীন সদস্য দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। আজ মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্জালনে সুখ-বৃদ্ধি নিশ্চিত।

বৃশ্চিক রাশি : একটু ধৈর্য ধরে অন্যের কথা শুনে, নিজের মতামত প্রকাশ করলে, শান্তির বাতাবরণ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ থাকলেও, অশান্তির কালো মেঘও থাকবে। পরিবারে সন্তানের কারণে সাময়িক দুশ্চিন্তা থাকবে। গৃহ শিক্ষকের কারণে সাময়িক চিন্তা থাকবে। এক অনাত্মীয় দ্বারা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল একটু বাধাগ্রস্থ হবে। ধৈর্য রাখলে শুভ হবে। দেবী মা বগলা ১০৮ হলুদ পুষ্প নিবেদনে সুখবৃদ্ধি নিশ্চিত।

ধনু রাশি : তর্ক-বিতর্কের সম্ভাবনা। যারা চিকিৎসক, যারা অধ্যাপনা করেন, আজকের দিনটি তারা সতর্ক থাকলে শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ থাকলেও সুখ প্রাপ্তি হবে। সন্তানের দ্বারা কিছু দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি হবে, বিদ্যালয়ে এবং কোন ইনস্টিটিউশন এর প্রধানের সঙ্গে তর্কবিতর্ক সম্ভাবনা প্রবল। যানবাহন সাবধানে চালানো ভালো, ধৈর্য রেখে ঠান্ডা মাথায় রাস্তায় বের হওয়া ভালো। দেবী দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প প্রদানে বাধা কাটবে।

মকর রাশি : প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা উপকার হবে পরিবারে। সন্তানের সাথে শুভ সমঝোতা। শান্তির বাতাবরণ পরিবারে। এক অনাত্মীয় দ্বারা উপকার সাধিত হবে। পরিবারে যে পুজো দীর্ঘদিন হয়ে এসেছে, তা বন্ধ থাকার কারণে কিছু অশুভ যোগ আছে, সেই পুজোটিকে আবার শুভারম্ভ করতে হবে। দেবী দুর্গা চরণে ১০৮ বিশ্বপত্র প্রদানে শুভ।

কুম্ভ রাশি : দূরে থাকা নিকট আত্মীয় দ্বারা সুখবৃদ্ধি। ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে যারা অসুস্থতায় হসপিটালে বা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছিলেন, আজ সুস্থতার পূর্ণ লক্ষণ। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন, তাদের শুভ। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ তৈরি হবে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। ১০৮ বিল্বপত্র মা দুর্গার চরণে দিলে শুভ প্রাপ্তি হবে।

মীন রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। ছাত্রছাত্রী যারা উচ্চবিদ্যা যোগে অধ্যায়ন করেন, তাদের সুযোগ বৃদ্ধি, ছাত্র-ছাত্রী যারা নিম্নবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের গৃহ শিক্ষকের সহায়তা দ্বারা আজ বড় সাফল্য অপেক্ষা করছে। ব্যবসায়ীদের আজ একটি বড় চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা। জমি বাড়ি কৃষি জমি বিষয় শুভ। প্রবীন নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যা মুক্তির পথ দেখা যাবে। আজ মন্দিরে গিয়ে সাতটি প্রদীপ জ্বালান, আপনার নাম গোত্র বলে শুভ হবে।

(শুভ কর্ম্ম- শ্রী শ্রী নিত্যানন্দ ত্রয়োদশীব্রত, পরম আরাধ্যা শ্রী শ্রী মাতা ব্রহ্মানন্দ তীর্থনাথের আবির্ভাব দিবস)

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রী মদন মোহন দত্ত** পিতা ৺সত্যচরন দত্ত, সাকিম ইছাপুর প্রকাশ্য গোপীনগর, গোপীনগর, ধনিয়াখালী, হুগলী-৭১২৪০২, হাল সাকিম ২৪৮/২ জি.টি রোড, বাহির শ্রীরামপুর, বৈদ্যবাটী (এম), মল্লিকপাড়া, শ্রীরামপুর, হুগলী-৭১২২০৩, মহাশয় বিগত ইং ১৬/০৯/২০২১ তারিখে এ.ডি.এস.আর., ধনিয়াখালী, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-03113/2021 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে, আমাকে (**শ্রী শংকর দত্ত** পিতা ৺রাধারমন দত্ত, সাকিম ইছাপুর প্রকাশ্য গোপীনগর, গোপীনগর, ধনিয়াখালী, হুগলী-৭১২৪০২,) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমি বিগত ইং ১৪/১১/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., ধনিয়াখালী, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-04664/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী কৃষ্ণ মান্না** পিতা শ্রী স্বপন মান্না, সাকিম ইছাপুর প্রকাশ্য গোপীনগর, গোপীনগর, ধনিয়াখালী, হুগলী-৭১২৪০২, মহাশয়কে ১১ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। <u>তপশীল</u>- জেলা হুগলী, থানা ধনিয়াখালী, মৌজা গোপীনগর, ৪৩ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৬৪৮ নং কৃষি খতিয়ানে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ২০/৯৪৬ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ২০ শতকের মধ্যে ০.৫৫০০ অংশে ১১ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **শ্রী কৃষ্ণ মান্না** পিতা শ্রী স্বপন মান্না, মহাশয় তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও ধনিয়াখালী ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **শ্রী শংকর দত্ত (আমমোক্তার)**

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রীমতী কনক নলিনী সরকার**, স্বামী নির্ম্মল চন্দ্র সরকার, সাকিম ঘনশ্যামপুর, পলতাগড়, সিঙ্গুর, হুগলী- ৭১২৪০৯, মহাশয়া বিগত ইং ১১/০৯/২০১৯ তারিখে ডি.এস.আর.-II, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-00104/2019 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী উজ্জ্বল ব্যানার্জী**, পিতা শম্ভুনাথ ব্যানার্জী, সাকিম ২১ এন.কে. ব্যানার্জী স্ট্রীট, রিষড়া, হুগলী-৭১২২৪৮) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি, সাকিম ঘনশ্যামপুর, পলতাগড়, সিঙ্গুর, হুগলী-৭১২৪০৯ নিবাসী **শ্রী বিশ্বজিত দাস**, পিতা প্রয়াত মনিন্দ্রনাথ দাস, মহাশয়কে তিনটি পৃথক পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। <u>তপশীল</u>- জেলা হুগলী, থানা দাদপুর, মৌজা দাঁড়পুর, ৬৪ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ১২১ নং খতিয়ান হইতে ১)বিগত ইং ১১/০৯/২০২৪ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-07707/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে হাল এল.আর. ৩০০ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৭৫ শতকের মধ্যে কমবেশী ২৫ শতক, ২)বিগত ইং ২৭/০৮/২০২৫ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-07971/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে হাল এল.আর. ৩০০ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৭৫ শতকের মধ্যে কমবেশী ১৫ শতক, এবং ৩)বিগত ইং ২৭/০৮/২০২৫ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-07972/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে (ক)হাল এল.আর. ৮৮ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৭৫ শতকের মধ্যে কমবেশী ৫ শতক, (খ)হাল এল.আর. ৩৪২ নং দাগে ডোবা জমি ষোল আনায় ২৬ শতকের মধ্যে ০.১৪২৯ অংশে কমবেশী ৪ শতক, সম্পত্তি বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী বিশ্বজিত দাস**, পিতা প্রয়াত মনিন্দ্রনাথ দাস, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/ করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে। ইতি-**শ্রী উজ্জ্বল ব্যানার্জী (আমমোক্তার)**

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **শ্রী কল্যানজিৎ রায় ওরফে কল্যান রায়**, পিতা ৺পীযুষ রায় ওরফে পীযুষ গোপাল রায় সাকিম বৈঁচীগ্রাম, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫, সাবেক বেডন ষ্ট্রীট, কোলকাতা – ৭০০০০৬, মহাশয় বিগত ইং ২৩/০৯/২০২২ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-00080/2022 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমাকে (**তুষার কান্তি মন্ডল** পিতা ৺কার্ত্তিক মন্ডল, সাকিম বৈঁচীগ্রাম, পান্ডুয়া, হুগলী- ৭১২১৩৫) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ০৪/০৭/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-03908/ 2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী ফাল্গুনী রায়** স্বামী রজত শুভ্র রায়, সাকিম বৈঁচীগ্রাম, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫, মহাশয়াকে ৩২ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। <u>তপশীল</u> - জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা বৈঁচীগ্রাম, ২০ নং জে.এল ভুক্ত, ১)আর.এস. ৫৪৬১ নং তথা হাল এল.আর. ৫৭৪৫ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৯১ শতকের মধ্যে হাল এল.আর. ৪৩৭ নং খতিয়ান হইতে ০১ শতক ও হাল এল.আর. ২৯২৮ নং খতিয়ান হইতে ১২ শতক এবং ২)হাল এল.আর. ২৯২৮ নং খতিয়ান হইতে আর.এস. ৫৪৬০ নং তথা হাল এল.আর. ৫৭৪৪ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৩৪ শতকের মধ্যে ০.২৫০০ অংশে ০৯ শতক এবং ৩)হাল এল.আর. ৩৪৪/১, ৪৩৭ ও ২৯২৮ নং খতিয়ান হইতে আর.এস. ৫৪৩৭ নং তথা হাল এল.আর. ৫৭২১ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ১৮ শতকের মধ্যে ০.৫০০০ অংশে ১০ শতক, একুনে তিন বন্দে মোট ৩২ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রীমতী ফাল্গুনী রায়** স্বামী রজত শুভ্র রায়, তাহার খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-**তুষার কান্তি মন্ডল (আমমোক্তার)**

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

<u>উত্তর ২৪ পরগনা</u>

<u>অ্যাড কানেক্সন</u>
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

<u>এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র</u>
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

<u>হুগলি</u>

<u>মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,</u>
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

<u>জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,</u>
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

<u>নদিয়া</u>

<u>টাইপ কর্ণার,</u>
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

রাজ্যের নিট ঘরোয়া উৎপাদনে বৃদ্ধি ৯.৮৬ শতাংশ, পিছিয়ে বাংলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে বর্তমান মূল্যে পশ্চিমবঙ্গের নিট রাজ্য ঘরোয়া উৎপাদন ৯.৮৬ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬.৩২ লক্ষ কোটি টাকায়। বৃহস্পতিবার সংসদে পেশ হওয়া অর্থনৈতিক সমীক্ষার পরিসংখ্যান অনুযায়ী, আগের অর্থবর্ষে এই বৃদ্ধির হার ছিল ৮.৯৪ শতাংশ। অর্থাৎ এক বছরে রাজ্যের আর্থিক বৃদ্ধির গতি কিছুটা বাড়লেও, শতাংশের হিসেবে দেশের একাধিক বড় রাজ্যের তুলনায় এখনও পিছিয়ে রইল বাংলা।

অর্থনৈতিক সমীক্ষার পরিসংখ্যান সংযোজনীতে জানানো হয়েছে, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে পশ্চিমবঙ্গের নিট রাজ্য ঘরোয়া উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১৪.৮৫ লক্ষ কোটি টাকা। চলতি অর্থবর্ষে তা বেড়ে ১৬.৩২ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। তবে বর্তমান মূল্যে বৃদ্ধির হারের নিরিখে তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রের মতো রাজ্যের তুলনায় কমই রয়েছে বাংলার অগ্রগতি।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে তামিলনাড়ু ১৫.৭৬ শতাংশ বৃদ্ধির সঙ্গে দেশের শীর্ষে রয়েছে। উত্তরপ্রদেশে নিট রাজ্য ঘরোয়া উৎপাদন বেড়েছে ১২.৬৪ শতাংশ এবং মহারাষ্ট্রে ১১.৮৫ শতাংশ। পূর্ব ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায়ও পিছিয়ে রয়েছে বাংলা। বিহারে নিট রাজ্য ঘরোয়া উৎপাদনের বৃদ্ধি ১৩.০৭ শতাংশ এবং ওড়িশায় ১৩.০৪ শতাংশ। ঝাড়খণ্ডেও বৃদ্ধির হার ১০.৮৮ শতাংশ, যা বাংলার তুলনায় বেশি।

তবে কিছু রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান ভালো। পঞ্জাবে নিট রাজ্য ঘরোয়া উৎপাদনের বৃদ্ধি হয়েছে ৯.১২ শতাংশ এবং দিল্লিতে ৯.২৮ শতাংশ, যা বাংলার ৯.৮৬ শতাংশ বৃদ্ধির চেয়ে কম। দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে কর্ণাটকে ১২.৭৯ শতাংশ এবং অন্ধ্রপ্রদেশে ১২.২৮ শতাংশ বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গিয়েছে। অর্থনৈতিক সমীক্ষার তথ্য বলছে, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের তুলনায় বাংলার আর্থিক বৃদ্ধির হার কিছুটা ঘুরে দাঁড়ালেও, অতিমারি পরবর্তী পুনরুদ্ধারের সময় ২০২১-২২ অর্থবর্ষে যে ১৭.৫৫ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছিল, তার থেকে এখনও অনেকটাই নীচে রয়েছে রাজ্যের নিট ঘরোয়া উৎপাদনের গতি।

প্রয়াত বিশিষ্ট সাংবাদিক সুব্রত বিশ্বাস

কলকাতা: বিশিষ্ট সাংবাদিক, প্রেস ক্লাব সদস্য সুব্রত বিশ্বাসের প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করল প্রেস ক্লাব, কলকাতা। শুক্রবার ৩০ জানুয়ারি দুপুর আড়াইটে নাগাদ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি ক্যানসার রোগে আক্রান্ত ছিলেন। বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। তিনি রেখে গেলেন স্ত্রী ও পুত্রকে। প্রায় তিনদশক তিনি 'সংবাদ প্রতিদিন' সংবাদপত্রে ভারতীয় রেলের সংবাদদাতার দায়িত্বে ছিলেন। দায়িত্বশীল সুব্রত বিশ্বাস তাঁর সংবেদনশীল ও সহানুভূতিশীল ব্যক্তিত্বের জন্য সাংবাদিক মহলে বেশ জনপ্রিয় ছিলেন। সকলে তাঁকে রেল সুব্রত নামে বেশি চিনত।

নতুন রেকে নতুন গতি

কলকাতা: কলকাতা মেট্রোর ইতিহাসে সম্প্রতি যুক্ত হল এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। নোয়াপাড়া কারশেড থেকে যাত্রা শুরু করল সম্পূর্ণ নতুনভাবে আধুনিকীকৃত এক শক্তি-সাশ্রয়ী রেক। দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি উন্নত প্রপালশন ব্যবস্থার ফলে এই রেক চালানো যাবে আধুনিক সিগন্যাল ব্যবস্থায়, কমবে বিদ্যুৎ খরচ, কমবে দূষণও। মেট্রো কর্তৃপক্ষের দাবি, এতে বছরে লক্ষাধিক টাকা সাশ্রয়ের পাশাপাশি পরিবেশের উপর চাপও উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে। একই সঙ্গে এদিন যাত্রী পরিষেবায় যুক্ত হয়েছে আরও একটি নতুন ডালিয়ান রেক, যেখানে বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয়েছে প্রবীণ ও বিশেষভাবে সক্ষম যাত্রীদের সুবিধায়। আধুনিকীকরণের এই উদ্যোগে শহরের যাতায়াতে গতি ও স্বস্তি, দুই বাড়বে বলে মনে করছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ।

বন্দে ভারত স্লিপারে আসছে আমিষ মেনু, জানাল রেল মন্ত্রক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনে খাবার নিয়ে যাত্রীদের অভিযোগকে গুরুত্ব দিতে বাধ্য হল ভারতীয় রেল। এতদিন পর্যন্ত এই প্রিমিয়াম ট্রেনে আমিষ খাবারের কোনও বিকল্প না থাকায় সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে সরাসরি রেল দপ্তর পর্যন্ত অসন্তোষ জানাচ্ছিলেন বহু যাত্রী। অবশেষে রেলের তরফে জানানো হয়েছে, খুব শিগগিরই বন্দে ভারত স্লিপারেও 'ননভেজ' খাবার যুক্ত করা হবে। রেল সূত্রের বক্তব্য, শুরুর পর্যায়ে শুধুমাত্র নিরামিষ মেনুতেই পরিষেবা চালু করা হয়েছিল। তবে যাত্রীদের চাহিদা ও প্রতিক্রিয়া বিচার করেই মেনুতে পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জানা যাচ্ছে, রাজধানী বা দুরন্ত এক্সপ্রেসের মতোই মানসম্মত আমিষ খাবার পরিবেশন করা হবে এই ট্রেনেও।

উল্লেখ্য, কামাখ্যা, হাওড়া রুটে চলা বন্দে ভারত স্লিপারের ক্ষেত্রে 'লোকাল কুইজিন' দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে তা পুরোপুরি মিলছিল না। রেল আধিকারিকদের দাবি, স্থানীয় স্বাদের সঙ্গে যাত্রীদের পছন্দের সামঞ্জস্য রাখাই লক্ষ্য। নতুন মেনু চালু হলে এই অভিযোগ অনেকটাই মিটবে বলেই মনে করছে সকলে।

সুন্দরবনে বন্যপ্রাণ সুরক্ষা আরও কঠোর করতে পরিকাঠামো সাজানোর উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সুন্দরবনে সংরক্ষিত বনাঞ্চলে বন্যপ্রাণ সুরক্ষা আরও মজবুত করতে রাজ্য সরকার পরিকাঠামো ঢেলে সাজানোর কাজে হাত দিয়েছে। এই পরিকল্পনার আওতায় টাইগার রিজার্ভের বিভিন্ন রেঞ্জ ও বন শিবিরে একাধিক জায়গায় সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হবে। পাশাপাশি, বনকর্মীদের ব্যবহারের জন্য নতুন ওয়াকি-টকি সেট কেনার পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। নজরদারি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার পাশাপাশি রিজার্ভের ভিতরে কিছু মৌলিক পরিকাঠামো উন্নয়ন কাজও প্রস্তাবিত হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে বন দপ্তরের কাজে ব্যবহারের জন্য স্টিলের স্টোরেজ ইউনিট সরবরাহ এবং সজনেখালির একটি নজরদারি টাওয়ারের মেরামতির কাজ। বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্গম ও নদীঘেরা এলাকাগুলিতে নজরদারি, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং মাঠপর্যায়ের কর্মীদের কাজের পরিবেশ উন্নত করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

বন দপ্তরের আধিকারিকদের মতে, সংবেদনশীল ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলিতে নজরদারি বাড়ানো, অবৈধ অনুপ্রবেশ ও পাচারের মতো বেআইনি কাজ রুখতে এবং বন শিবিরের আশপাশের গতিবিধি পর্যবেক্ষণে এই ক্যামেরাগুলি সহায়ক হবে। সুন্দরবনের মতো বিস্তীর্ণ ও প্রতিকূল ভূখণ্ডে নির্ভরযোগ্য বেতার যোগাযোগ অত্যন্ত জরুরি বলে মনে করছে দপ্তর। নতুন সরঞ্জামের মাধ্যমে টহলদারি, বন্যপ্রাণীর চলাচল সংক্রান্ত তথ্য আদানপ্রদান এবং জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত সমন্বয় করা সহজ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ওই টাওয়ারে কাঠামোগত সংস্কার করা হবে, যাতে পর্যবেক্ষণমূলক দায়িত্বে থাকা কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়। বর্তমান অর্থবর্ষে বরাদ্দ পাওয়া সাপেক্ষে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই কাজগুলি সম্পূর্ণ করার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ৩১ জানুয়ারি ২০২৬, ১৭ মাঘ ১৪৩২ শনিবার

বিকাশ ভবন থেকে সিইও দপ্তর, এসএফআই ও বিএলও বিক্ষোভে উত্তাল কলকাতার রাজপথ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শুক্রবার শহরের দুই প্রান্তে দুই পৃথক বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠল কলকাতার রাজপথ। রাজ্যের প্রশাসনিক কেন্দ্র বিকাশ ভবন অভিযানে নামে বামপন্থী ছাত্র সংগঠন এসএফআই। স্কুলে স্কুলে পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ ও শিক্ষাব্যবস্থাকে দুর্নীতিমুক্ত করার দাবিতে এই অভিযান চালানো হয়। অন্যদিকে, সেবকের মংপুতে তিস্তা নদীতে ঝাঁপ দিয়ে এক বিএলও-র আত্মঘাতী হওয়ার ঘটনার প্রতিবাদে নির্বাচন কমিশনের সিইও দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখায় 'বিএলও ঐক্য মঞ্চ'।

সিইও দপ্তরের সামনে বিএলও ঐক্য মঞ্চের বিক্ষোভেও ছিল তীব্র উত্তেজনা। মৃত বিএলও-র পরিবারের দাবি, নির্বাচন সংক্রান্ত অতিরিক্ত কাজের চাপ ও প্রশাসনিক হেনস্তার কারণেই তিনি চরম সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন। বিক্ষোভকারীদের দাবি, বিএলও-দের উপর অমানবিক চাপ বন্ধ করে পর্যাপ্ত বিশ্রাম ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। দাবি না মানা হলে আগামী দিনে আন্দোলন আরও তীব্র হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা। বিএলও সংগঠনের সদস্যরা প্রতিবাদস্বরূপ মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের ছবিতে কালো কালি লাগিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

অন্যদিকে, দুপুরের দিকে বিকাশ ভবন চত্বরে পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে এগোনোর চেষ্টা করলে শুরু হয় ধস্তাধস্তি। মুহূর্তের মধ্যেই এলাকা খণ্ডযুদ্ধের চেহারা নেয়। এসএফআই-এর অভিযোগ, পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে তাঁদের একাধিক কর্মী আহত হয়েছেন। যদিও পুলিশের দাবি, আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে ন্যূনতম বলপ্রয়োগ করা হয়েছে। এসএফআই নেতৃত্বের অভিযোগ, রাজ্যের স্কুলগুলিতে ভয়াবহ শিক্ষক সংকট চলছে এবং নিয়োগ দুর্নীতির জেরে হাজার হাজার চাকরি বাতিল হওয়ায় শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংসের মুখে।

ভোটার তালিকা সংশোধন ঘিরে প্রশাসনিক চাপের অভিযোগ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া (এসআইআর) ঘিরে এবার গুরুতর অভিযোগ তুললেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, ভোটার তালিকা যাচাইয়ের নামে প্রশাসনের একাংশকে বেআইনি নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, যা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য মারাত্মক বিপজ্জনক।

শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্য অনুযায়ী, দক্ষিণ ২৪ পরগনার এক অতিরিক্ত জেলাশাসকের নামে ছড়িয়ে পড়া একটি হোয়াটসঅ্যাপ বার্তায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, এই মুহূর্তে কোনও অবস্থাতেই 'নট ভেরিফায়েড' অপশন ব্যবহার করা যাবে না। বিভ্রান্তি হলে ঊর্ধ্বতন

কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। প্রতিদিন ৩০০০ যাচাইয়ের লক্ষ্যমাত্রা যেকোনও মূল্যে পূরণ করতেই হবে। বিরোধী দলনেতার অভিযোগ, এই নির্দেশ মানে কার্যত যাচাই না করেই ভোটারকে বৈধ ঘোষণা করার চাপ। তাঁর দাবি, এতে ভুয়ো ও অযোগ্য নাম তালিকায় থেকে যাওয়ার আশঙ্কা বাড়ছে এবং তা শাসক দলের ভোটব্যাংক রাজনীতিকে রক্ষা করার কৌশল। তিনি আরও বলেন, রাজ্য সরকার জেলা প্রশাসনকে ব্যবহার করে নির্বাচন কমিশনের স্বচ্ছ ভোটার তালিকা তৈরির উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করছে। প্রকৃত যাচাই হলে অতীতের অনিয়ম সামনে চলে আসবে, এই ভয় থেকেই নাকি এমন তৎপরতা। এই প্রেক্ষিতে শুভেন্দু অধিকারী নির্বাচন কমিশনের কাছে স্বতঃপ্রণোদিত তদন্ত, সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের ভূমিকা খতিয়ে দেখা এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর প্রশাসনিক ও আইনি পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন। তাঁর মতে, গণতন্ত্র রক্ষায় এই অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত এখন সময়ের দাবি।

ব্যারাকপুরের সিপি হলেন প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের নতুন কমিশনার হলেন প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী। তিনি ছিলেন হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের সিপি। আকাশ মঘারিয়াকে হাওড়া পুলিশ কমিশনার হিসেবে নিযুক্ত করা হল। ব্যারাকপুরের সিপি মুরলীধরকে করা হল বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের কমিশনার। বিধাননগরের পুলিশ কমিশনার মুকেশকে মুর্শিদাবাদ রেঞ্জের আইজি পদে বদলি করা হয়েছে। মুর্শিদাবাদ রেঞ্জের ডিআইজি সৈয়দ ওয়াকার রাজাকে নদিয়া ও রানাঘাট রেঞ্জের ডিআইজি পদে নিযুক্ত করা হয়েছে।

ডিআইজি ট্র্যাফিক আলোক রাজোরিয়াকে বারাসাত রেঞ্জের ডিআইজি হিসেবে বদলি করা হয়েছে। কোটেশ্বর রাওকে চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের কমিশনার পদে নিযুক্ত করা হয়েছে। চন্দননগরের পুলিশ কমিশনার পদ থেকে সরিয়ে অমিত পি. জবালগিকে ডিআইজি, বর্দ্ধমান রেঞ্জ করা হয়েছে।

বুথ নিরাপত্তা নিয়ে ইসির ভূমিকায় প্রশ্ন, জবাবদিহি চাইল হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যের বুথ নিরাপত্তা ঘিরে উদ্বেগ বাড়ছে। সেই প্রেক্ষিতেই বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের দায়ের করা জনস্বার্থ মামলায় নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে কড়া প্রশ্ন তুলল কলকাতা হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ নির্বাচন কমিশনকে এক সপ্তাহের মধ্যে লিখিত বক্তব্য জমা দেওয়ার নির্দেশ দেয়। শুনানিতে প্রধান বিচারপতি স্পষ্ট ভাষায় মন্তব্য করেন, বুথের নিরাপত্তা নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব। তাঁরা নিজেরা নির্দেশ না দিয়ে কেন আদালতের উপর দায় চাপাতে চাইছে? আদালতে কমিশনের আইনজীবী দাবি করেন, নিরাপত্তা সমীক্ষার দায়িত্বে থাকা ম্যাকিনটোশ বার্ন সংস্থা আর্থিক জটিলতার কারণে কাজ ছেড়ে দেয়। তাঁর বক্তব্য, সংস্থাটি প্রায় ৪০ শতাংশ কাজ শেষ করেই সরে গেছে, ফলে বিষয়টি এখন রাজ্যের দায়িত্ব। এর পাল্টা মামলাকারীর পক্ষ থেকে বলা হয়, রাজ্য সরকার প্রকৃত অবস্থা স্পষ্ট করুক এবং ন্যূনতম নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কার্যকর পদক্ষেপ নিক। ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, এই পর্যায়ে কোনও পক্ষের বিরুদ্ধে মন্তব্য করা হবে না, তবে কমিশনের ব্যাখ্যা জরুরি।

উল্লেখ্য, রাজ্যে প্রায় ৮৩ হাজার বুথ রয়েছে। আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই ভোট। সেই কারণে শমীক ভট্টাচার্য আদালতের দ্বারস্থ হয়ে দাবি করেন, নির্বাচনের আগে প্রতিটি বুথের নিরাপত্তা সমীক্ষা ও সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হোক। প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের নির্দেশ দেওয়ার আর্জিও জানানো হয়।

ব্লু লাইনে স্বস্তির হাওয়া, শহিদ ক্ষুদিরামে তৈরি ক্রসওভার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দীর্ঘদিনের অচলাবস্থার পরে অবশেষে গতি ফিরছে ব্লু লাইন মেট্রোর পরিষেবায়। যাত্রী ভোগান্তির মূল কারণ হয়ে ওঠা রেক ঘোরানোর জট কাটাতে বড় পদক্ষেপ নিল মেট্রো কর্তৃপক্ষ। শহিদ ক্ষুদিরাম স্টেশনে নতুন ক্রসওভার নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হওয়ায় এখন থেকেই সেখানে ট্রেন ঘোরানো সম্ভব হচ্ছে। ফলে টালিগঞ্জ স্টেশনে অকারণে দাঁড়িয়ে থাকা কিংবা হঠাৎ যাত্রা বাতিলের ঘোষণায় যাত্রীদের নেমে পড়ার সমস্যা আর থাকছে না। গত বছর কবি সুভাষ স্টেশনের পরিকাঠামোয় গুরুতর ত্রুটি ধরা পড়ার পর নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে স্টেশনটি বন্ধ করে দেয় মেট্রো রেল। তার জেরেই দক্ষিণেশ্বর, শহিদ ক্ষুদিরাম রুটে পরিষেবা বারবার ব্যাহত হচ্ছিল। বিশেষ করে পিক আওয়ারে ট্রেনের অনিয়মে ক্ষোভ বাড়ছিল নিত্যযাত্রীদের। নতুন ক্রসওভার চালু হওয়ায় সেই চাপ অনেকটাই কমবে বলে মনে করছেন রেল কর্তারা। পাশাপাশি সিগন্যাল ব্যবস্থায় আধুনিক প্রযুক্তি সংযোজন করায় ট্রেন চলাচল হবে আরও মসৃণ ও সময়ানুবর্তী। যাত্রীদের কাছে এটি নিঃসন্দেহে স্বস্তির খবর। উল্লেখ্য, গত জুলাইয়ের শেষে নিউ গড়িয়া সংলগ্ন কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশনের একাধিক পিলারে ফাটলের কারণে বন্ধ করে দিতে হয়। ওই স্টেশন থেকে যাত্রীদের ওঠানামা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে উত্তর-দক্ষিণ মেট্রোর প্রান্তিক ওই স্টেশন থেকে ট্রেন ঘোরানো নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। পরিস্থিতির মোকাবিলায় মেট্রো কর্তৃপক্ষ শহিদ ক্ষুদিরাম স্টেশন থেকে ট্রেন ঘোরানোর ব্যবস্থা করার কথা জানিয়েছিলেন। এই অবস্থায় ক্ষুদিরামের ক্রসওভারের কাজ সম্পন্ন হয়েছে বলে রেল সূত্রের খবর। দিন দশেক ধরে মেট্রো সেখান থেকে ঘোরানো হচ্ছে। পরীক্ষামূলকভাবে সিগন্যাল ব্যবস্থা সহ অন্য ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে কিনা দেখে নেওয়া হয়েছে বলে খবর।

স্টলে নিজের লেখা বই হাতে নিয়ে অভিনেত্রী উষশী চক্রবর্তী। কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় অদিতি সাহার তোলা ছবি।

স্ত্রীকে মারধরের অভিযোগে ধৃত প্রসিদ্ধ বিরিয়ানি ব্যবসায়ী অনির্বাণ দাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: পুলিশের হাতে ধৃত ব্যারাকপুরে বাসিন্দা প্রসিদ্ধ বিরিয়ানি ব্যবসায়ী অনির্বাণ দাস। অভিযোগ, শুক্রবার মোহনপুর থানার সামনেই চুলের মুঠি ধরে স্ত্রীকে পেটানোর অভিযোগ ওঠে অনির্বাণ দাসের বিরুদ্ধে। স্ত্রী সুমনা দাসের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ অনির্বাণ দাসকে গ্রেপ্তার করেছে। প্রসঙ্গত, ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসে মধ্যমগ্রামের বাদামতলার বাসিন্দা গুদাম মালিককে মারধর ও আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে ভয় দেখানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন বিরিয়ানি ব্যবসায়ী অনির্বাণ দাস। প্রসঙ্গত, ব্যারাকপুরের প্রসিদ্ধ বিরিয়ানি ব্যবসায়ী বাপি দাসের ছেলে অনির্বাণ দাস। কয়েকমাস আগে বাবার ব্যবসা থেকে সরে গিয়ে নিজের আলাদা বিরিয়ানি ব্যবসা শুরু করেন অনির্বাণ দাস। সম্প্রতি ব্যবসায়ীর পারিবারিক ঝামেলা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরালও হয়েছিল। ব্যবসায়ীর পরিবারের অভিযোগ, স্ত্রী সুমনা দাস সোনার গয়না নিয়ে ব্যবসায়ীর গাড়ির চালক সমীর সেনের সঙ্গে পালানোর পরিকল্পনা করেছিলেন। দিঘা, পুরী ঘুরে তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে মুম্বই পালানোর ছক কষেছিল গাড়ি চালক সমীর। কিন্তু বৃহস্পতিবার এয়ারপোর্ট থানার পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যান চালক সমীর সেন। এয়ারপোর্ট থানা ধৃতকে ব্যারাকপুরের মোহনপুর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। এদিকে এদিন মোহনপুর থানার সামনে স্ত্রীকে দেখতে পেয়ে মারধর করার অভিযোগ উঠেছে বিরিয়ানি ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে। যদিও পুলিশ তৎক্ষণাৎ ওই বিরিয়ানি ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করেছে। সুমনা দাসের দাবি, গাড়ির চালকের নামে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এমনকী তাঁর বিরুদ্ধেও মিথ্যা মামলা করা হয়েছে। সুমনা

দেবীর অভিযোগ, ১৭ বছর ধরে তাঁর ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করেছেন স্বামী অনির্বাণ দাস। সুমনার দাবি, এত বছর ধরে তিনি অত্যাচার সহ্য করেছেন। কিন্তু ইদানিং মাত্রাতিরিক্ত নির্যাতনের কারণে স্থির করেন স্বামীর সঙ্গে তিনি আর থাকবেন না। সেই কারণেই মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, এদিন থানার সামনে চুলের মুঠি ধরে তাঁকে মারধর করেন স্বামী অনির্বাণ দাস। তাঁর বক্তব্য, চালকের সঙ্গে তিনি দিঘা, পুরী ঘুরতে গিয়েছিলেন। ওকে সেটা প্রমাণ দিতে হবে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে অনির্বাণ দাস ও সমীর সেনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পাইপলাইনের কাজের জেরে আজ সাময়িক জল-বিরতি দক্ষিণ কলকাতায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পাইপলাইন মেরামতি ও পরিকাঠামোগত উন্নয়নের কাজে আজ শহরের একাধিক এলাকায় পানীয় জল পরিষেবা সাময়িকভাবে বন্ধ থাকছে। কলকাতা পুরনিগমের মাসিক অধিবেশনে এই বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়ে মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, উচ্চ ব্যাসের পাইপলাইনে নতুন সংযোগ, ভালভ বসানো ও জরুরি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গার্ডেন রিচ ওয়াটার ওয়ার্কস থেকে জল সরবরাহ বন্ধ রাখতে হচ্ছে। পুরনিগম সূত্রে জানা গিয়েছে,

আজ সকাল সাড়ে ন'টা থেকে দুপুর ও বিকেল পর্যন্ত জল মিলবে না। রবিবার থেকে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক পরিষেবা ফিরবে। এর প্রভাব পড়বে দক্ষিণ কলকাতা-সহ গার্ডেন রিচ, টালিগঞ্জ, বেহালা, যাদবপুর, জোকা ও সংলগ্ন পুরএলাকায়।

জলসংকট সামাল দিতে জলের গাড়ি নামানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। মেয়রের কথায়, গ্রীষ্মের আগে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ না হলে ভবিষ্যতে বড় সমস্যায় পড়তে হবে। এদিন অধিবেশনে ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহার নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। জবাবে তিনি জানান, নতুন বুস্টার পাম্পিং স্টেশন তৈরি হচ্ছে, যেখান থেকে দিনে ৪০ মিলিয়ন গ্যালন জল সরবরাহ করা যাবে, মূলত বহুতলের বাড়তে থাকা চাহিদা মেটাতেই এই ব্যবস্থা।

যাদবপুরে প্রশাসনিক অদলবদলে বাদ পড়লেন মনোজিৎ মণ্ডল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মেয়াদ সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারক সংস্থা এগজিকিউটিভ কাউন্সিলে বদল ঘটাল উচ্চশিক্ষা সংসদ। সরকারি মনোনীত প্রতিনিধি মনোজিৎ মণ্ডলকে সরিয়ে তাঁর জায়গায় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গৌতম পালকে। চার বছরের জন্য মনোনয়ন পেলেও আড়াই বছর কাটতেই এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হল। বিশ্ববিদ্যালয় মহলে জল্পনা, সাম্প্রতিক এক বিতর্কই এই বদলের নেপথ্যে। কিছুদিন আগে উপাচার্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যের সঙ্গে মনোজিতের কথোপকথনের একটি অডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। যদিও উপাচার্যের দাবি, ওই অডিও কৃত্রিমভাবে তৈরি। বিষয়টি নিয়ে থানায় অভিযোগও দায়ের হয়েছে। মনোজিৎ মণ্ডল বলেন, টেপ ভাইরাল হওয়ার পর থেকেই আমাকে সরানোর কথা শুনছিলাম। শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে কথা বললেও কোনও স্পষ্ট কারণ জানানো হয়নি। প্রশাসনিক এই সিদ্ধান্তে যাদবপুরে নতুন করে প্রশ্ন উঠছে; নীতি নির্ধারণে স্বচ্ছতার মানদণ্ড ঠিক কতটা অটুট?

ভোট-হিংসা মামলা ডিভিশন বেঞ্চে ফেরায় প্রশ্ন প্রধান বিচারপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০২১ সালের বিধানসভা ভোট-পরবর্তী হিংসা সংক্রান্ত মামলাগুলির শুনানি ঘিরে শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টে তীব্র প্রশ্নের মুখে পড়ল বিচারপ্রক্রিয়ার গতিপথ। প্রধান বিচারপতি স্পষ্ট ভাষায় জানতে চান, পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চে শুনানি ও রায় হয়ে যাওয়ার পর মামলাগুলি ডিভিশন বেঞ্চে এল কীভাবে? এজলাসে উপস্থিত আইনজীবীরা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে না পারায় বিষয়টি আরও জটিল হয়ে ওঠে।

উল্লেখ্য, ভোটের পরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে হিংসার অভিযোগে একাধিক মামলা দায়ের হয়। সেই সব মামলার শুনানির জন্য তৎকালীন প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ সিবিআই তদন্ত ও ক্ষতিপূরণ-সহ গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছিল। অথচ এদিন ১৪টি মামলা ডিভিশন বেঞ্চে ওঠায় আদালত বিস্ময় প্রকাশ করে।

প্রধান বিচারপতির নির্দেশ, রেজিস্ট্রি এই বিষয়ে আদালতকে স্পষ্ট দিশা দেখাক। পাশাপাশি, সব পক্ষের আইনজীবীদের এতদিনের রায় ও আদেশ খতিয়ে দেখে মতামত জমা দিতে বলা হয়েছে। আগামী সপ্তাহে মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে।

মাঘে শীতের গতি থমকে, দুই বঙ্গে ভোগাবে কুয়াশা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মাঘ পড়তেই দক্ষিণবঙ্গে শীতের যে কামড় থাকার কথা, বাস্তবে তার দেখা মিলছে না। আবহাওয়ার এই অস্বাভাবিক আচরণের নেপথ্যে একের পর এক পশ্চিমি ঝঞ্ঝার প্রভাবের কথাই তুলে ধরেছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। আজকেও দিনের আকাশ থাকবে পরিষ্কার। কলকাতা ও আশপাশে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৬-২৭ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন ১৬ ডিগ্রির আশেপাশেই ঘোরাফেরা করবে বলে পূর্বাভাস। আবহাওয়াবিদদের কথায়, উত্তর-পশ্চিম ভারতের জম্মু-কাশ্মীর লাগোয়া এলাকায় সক্রিয় পশ্চিমি ঝঞ্ঝা রয়েছে। তার রেশেই নতুন করে আরেকটি সিস্টেম ঢুকছে। পাশাপাশি দক্ষিণ-পূর্ব উত্তরপ্রদেশ থেকে কর্ণাটক পর্যন্ত বিস্তৃত অক্ষরেখা ও উত্তর-পূর্ব বিহারের ঘূর্ণাবর্ত মিলিয়ে শীতের স্বাভাবিক ছন্দ ভেঙে পড়েছে। ফলে সকাল ও রাতে হালকা ঠান্ডা থাকলেও, বেলা বাড়তেই উধাও শীত। দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলায় শনিবার ভোরে হালকা কুয়াশার সম্ভাবনা থাকলেও দিনের দিকে তার প্রভাব কমবে। উপকূলবর্তী জেলায় রাতের তাপমাত্রা থাকবে ১৫-১৭ ডিগ্রির মধ্যে, পশ্চিমের জেলাগুলিতে নামতে পারে ১১-১৪

ডিগ্রিতে। উত্তরবঙ্গে পরিস্থিতি কিছুটা আলাদা। দার্জিলিং পাহাড়ে শনিবার হালকা তুষারপাত ও দু'এক পশলা বৃষ্টির ইঙ্গিত মিলেছে। দার্জিলিংয়ের পার্বত্য এলাকায় তাপমাত্রা থাকবে ৪ থেকে ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার-সহ একাধিক জেলায় ঘন কুয়াশার সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের মতে, আপাতত শীতের প্রত্যাবর্তনের আশা ক্ষীণই।

মাধ্যমিক স্তরে বাড়ছে স্কুলছুটের সংখ্যা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এ বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার পরিসংখ্যান ঘিরে নতুন করে উদ্বেগে শিক্ষামহল। তথ্য বলছে, নবম শ্রেণিতে নাম নথিভুক্ত করা পড়ুয়ার তুলনায় মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসছে লক্ষাধিক কম ছাত্রছাত্রী। ফলে স্পষ্ট হচ্ছে, অষ্টম পেরোনোর পরেই বড় অংশের পড়ুয়া স্কুলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করছে। শিক্ষা প্রশাসনের একাংশের মতে, প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিকে মিড ডে মিল পড়ুয়াদের স্কুলমুখী রাখে। কিন্তু নবম শ্রেণিতে উঠতেই সেই সহায়তা বন্ধ হয়। তার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে শিক্ষক সংকট। বহু স্কুলে নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক না থাকায় নিয়মিত ক্লাস হয় না। ফলে পড়ুয়াদের আগ্রহ দ্রুত কমে যায়। শিক্ষাবিদ দেবাশিস সরকার বলেন, শ্রেণি যত উপরের দিকে যাচ্ছে, স্কুলছুটের হার তত বাড়ছে। এটা শিক্ষাব্যবস্থার দুর্বলতার ইঙ্গিত। অনেক পড়ুয়া বাধ্য হয়ে শ্রমে যুক্ত হচ্ছে, আবার যাদের সামর্থ্য রয়েছে তারা সরকারি স্কুল ছেড়ে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পথ নিচ্ছে।

যদিও পর্ষদের বক্তব্য, নবমে রেজিস্ট্রেশন আর মাধ্যমিকে পরীক্ষার্থীর সংখ্যার ফারাক নতুন নয়। তবু প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে; স্কুলের আঙিনা ছেড়ে পড়ুয়ারা ঠিক কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে?

সম্পাদকীয়

জিডিপি বৃদ্ধির হার উর্ধ্বমুখী, ইঙ্গিত দিল আর্থিক সমীক্ষা

২০২৬-২৭ আর্থিক বছরে জিডিপি বৃদ্ধির পূর্বাভাস। এই পূর্বাভাসে খুশির হাওয়া প্রশাসনিক ও ব্যবসায়ীক মহলে। সদ্য সংসদে পেশ করা আর্থিক সমীক্ষায় এই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। যা নিয়ে আত্মবিশ্বাসী কেন্দ্রীয় সরকার। আপাতত যেটুকু তথ্য মিলেছে তাতে জিডিপি বৃদ্ধির হার ৬.৮ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭.২ শতাংশের মধ্যে থাকবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। যা দেশের শক্তিশালী আর্থিক ভিত্তি, স্থিতিশীল বৃদ্ধির ইঙ্গিত দিচ্ছে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এই সমীক্ষায় সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সরকারের রূপায়িত নীতিগত সংস্কারের প্রভাবও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সরকারের আশা, এই বছর দেশের অর্থনীতি প্রত্যাশার থেকেও বেশি বৃদ্ধি পেয়ে ৭.৪ শতসংশ হতে পারে। ভারত জাপানকে ছাড়িয়ে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে বলেও এই সমীক্ষায় ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। আর্থিক সমীক্ষায় দেশের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও ইতিবাচক তথ্য উঠে এসেছে। সেখানে বলা হয়েছে ১৫ বছর বা তার বেশি বয়সীদের বেকারত্বের হার অনেকটাই কমেছে। ২০১৭-১৮ সালের ৬ শতাংশ থেকে কমে ২০২৩-২৪ সালে ৩.২ শতাংশ হয়েছে। শহরাঞ্চলের বেকারত্বের হারেও সামান্য উন্নতি হয়েছে, এমনই বলছে আর্থিক সমীক্ষা। এখানে আরও বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাথমিক লক্ষ্য হল দেশের নিরাপত্তা ও পরিকাঠামোর বিকাশ। গত বছর কেন্দ্র মূলধন খাতের ৭৫ শতাংশই ব্যয় করেছে প্রতিরক্ষা, রেলপথ ও সড়ক পরিবহণে। দেশে বিদেশি বিনিয়োগের শীর্ষে আছে পরিষেবা ক্ষেত্র। এই ছাড়া কম্পিউটার, হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার খাতেও বিপুল বিনিয়োগ এসেছে। তবে সমীক্ষায় গবেষণা, উন্নয়ন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। যা সম্প্রসারিত করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। আগামী রবিবার পয়লা ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করতে চলেছেন দেশের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। তার আগে এই আর্থিক সমীক্ষার ফলাফল বিশেষজ্ঞদের নজর কাড়ছে।

শব্দছক ৫৮

রবি দাস

পাশাপাশি: ১. বিশ্রী ৫. শোণিত-কণা ৮. কারণহীন ৯. আদেশের বশবর্তী ১২. আজ ১৩. ময়ূরপুচ্ছ ১৫. সোচ্চার ১৬. প্রশাখা ১৭. সমুদ্র ১৮. মাথার সম্পূর্ণ চুল উঠে যাওয়া ১৯. সোয়াদ ২০. হঠাৎ জোরে বিক্ষিপ্ত বায়ু প্রবাহ
ওপর-নিচ: ১. ঘটকের কাজ ৩. বলা হয়েছে ৪. রত্ন ৫. যুদ্ধের সময়ে বাজা বাজনা ৬. মেয়ে ৭. কামনা করার বিষয় ১০ কণ্ঠ ১১. বিয়ের রাতে বিয়ের পর বরের ঘর ১২. অবসন্ন ১৩. কদলী ১৪. পথচলা মানুষ ১৬. তরল ধাতু ১৮. পয়সার একশো মাত্রা

সমাধান ৫৭ — পাশাপাশি: ২. তালবাদ্য ৫. করলা ৭. মাড় ৮. পতি ৯. হাসপাতাল ১১. ভোর ১২. কুল ১৩. বাম ১৪. দাঁড় ১৬. বহিরাগত ১৮. শশা ১৯. চর ২০. পূরণ ২১. হৃতরাজ্য
ওপর-নিচ : ১. অকপট ২. তালা ৩. বাতাস ৪. গাড়ল ৬. রতি ৭. মাতাল ৯. হার ১০. পাকুড় ১১. ভোমরা ১৩. বাহির ১৪. দাঁত ১৫. দশানন ১৬. বচন ১৭. গর্বিত ১৮. শর ২০ পূজ্য

আজকের দিন

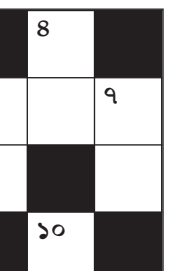

- **১৯৪৮** — মহাত্মা গান্ধীর হত্যার পর ব্যাপক দাঙ্গা শুরু হয়।
- **১৯৬১** — প্রথম শিম্পাঞ্জি হোমিনিড হ্যামকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মহাকাশে উৎক্ষেপণ করে।
- **১৯৬৩** — ময়ূরকে ভারতের জাতীয় পাখি ঘোষণা করা হয়।
- **১৯৯৭** — আইএনএস বিক্রান্তকে বাতিল করা হয়।

জন্মদিন

১৯৭১ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ দেবশ্রী চৌধুরীর জন্মদিন।*
১৯৭৫ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী প্রীতি জিন্টার জন্মদিন।*
১৯৮৭ *ক্রিকেট খেলোয়াড় ঋতুরাজ গায়কোয়াড়ের জন্মদিন।*

প্রীতি জিন্টা

কলকাতা উত্তর ও দক্ষিণ নির্বাচনী বিপণি

দ্রব্য যখন ধর্ষণ

সুবীর পাল

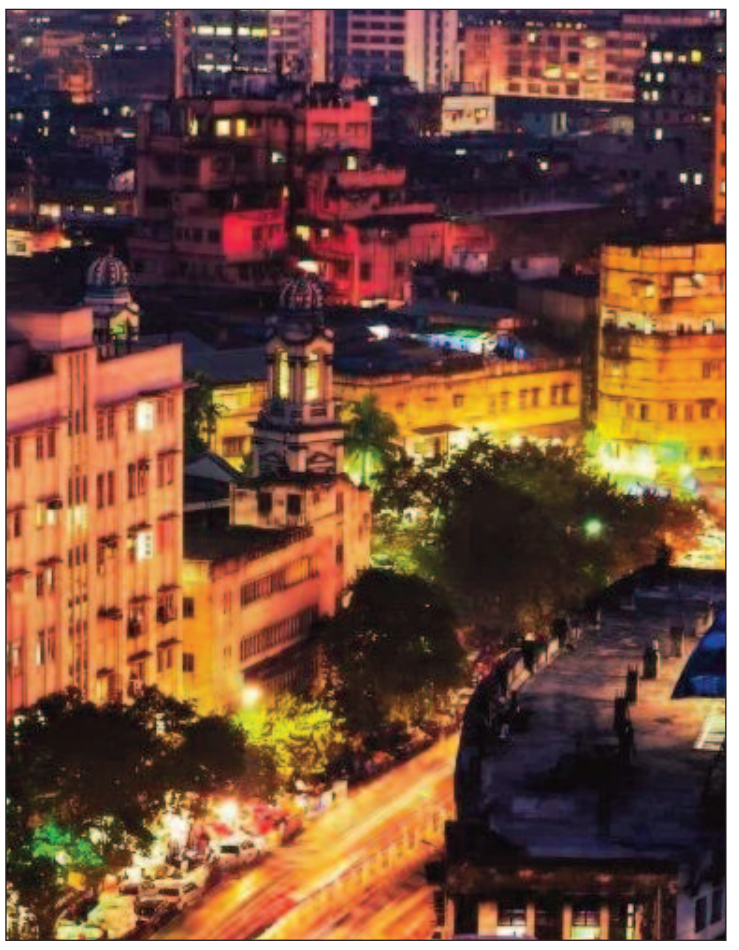

শাসকের প্রশ্রয়ে ধর্ষণ কেচ্ছার অভিযোগ এখানেই শেষ নয়। কলকাতা উত্তর লোকসভা কেন্দ্র যদি ধর্ষণ কাণ্ডে বিদ্ধ হয়ে থাকে, তো কলকাতা দক্ষিণ সংসদীয় আসনটাইবা কেন তৃণমূলী যৌন লালসার অভিযোগে পিছিয়ে থাকে? নারী নিরাপত্তা হীনতা যে এইসব এলাকায় অন্যতম ভোট ইস্যু হতে চলেছে তা গত ডিসেম্বরের শেষ স্পেলে বুঝিয়ে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ স্বয়ং। কলকাতার মাটিতে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, 'নারী লাঞ্ছনা এখানে আতঙ্কের চর্চা বিন্দু। এখানকার মুখ্যমন্ত্রী পরামর্শ দেন যাতে নারীরা সন্ধ্যা সাতটার পর ঘরের বা হোস্টেলের বাইরে না বের হোন। আমরা কি মোঘল আমলে বাস করছি? নারীদের দিনরাত নিরাপত্তা দেওয়া একটা সাংবিধানিক দায়িত্ব। আরজিকর হাসপাতাল মামলা, সাউথ ক্যালকাটা ল'কলেজ মামলার মতো একাধিক নারী নিগ্রহে রাজ্যবাসী অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশাসনিক দায়িত্ব সামলাতে ব্যর্থ হয়েছেন।'

একটিমাত্র স্লোগান। টলে গিয়েছিল সমগ্র বিশ্ব। এমন সম্মিলিত কণ্ঠ-নিনাদ সাম্প্রতিক কালে যে বাংলার মানুষ দেখেনি তা অবশ্যই হলফ করে বলা যেতে যেতে পারে। অথচ সেই নিনাদ আজ অনেকটাই স্তিমিত হয়ে এলেও একটি মাত্র দুর্ভাগা উপেক্ষিত পিতামাতাকে অহরহ আজও কাঁদিয়ে চলেছে তো চলেছেই। এসব নিয়ে রাজনীতি তো কম হলো না। সিপিএম ক্যাশ করতে চাইলো সংগঠনকে চাগিয়ে তোলার নিশানায়। তৃণমূল স্বদায়িত্ব পরিহার করে নিজেদের গা বাঁচিয়ে গেল ধাপ্পাবাজির খেলা হবে ময়দানে। কিছু চিকিৎসক তো ডোনেশনের হিসেব নিয়ে গৃহযুদ্ধতেই ব্যস্ত। আর বিজেপি যে নিরপেক্ষ প্রতিবাদের নামে দূরবীনকেই প্রাধান্য দিতে ব্যস্ত ছিল অদ্ভুত রকম ভাবে। এসবের মধ্যেই দরজায় কড়া নাড়ছে আরও এক নির্বাচন। এসবের সাক্ষ্যভূম কলকাতা উত্তর।

মনে কি পড়ে সেই দুনিয়া কাঁপানো বঙ্গজ দম্পতির কণ্ঠ নিঃসৃত শব্দ 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস?'

মাত্র তিনটি শব্দ। একটি তো বাক্য। এক্কেবারে খাঁটি গাওয়া ঘিয়ের মতো বিশুদ্ধ একটা ইংরেজি প্রবাদ বলা যেতেই পারে এটিকে। ভারতবর্ষের প্রধান রাষ্ট্রীয় ভাষা হিন্দি। তবু এদেশের বহু নিরক্ষর নাগরিক এই ইংরেজি প্রবাদটিতে মুখর হয়ে উঠেছিলেন। মর্মার্থটা পুরোপুরি বুঝেই। শুধুই কি নিরক্ষর আমজনতা? মোটেও না। সমগ্র দেশের আট থেকে আশির সবার মুখে মুখে রাগত ধিক্কারে একটাই স্লোগান, উই ওয়ান্ট জাস্টিস। এই কলতান এখানেই থেমে থাকেনি। এমনটা হোক কলরবে মুখরিত হয়েছে প্রতিটি মহাদেশের সঙ্গে বিশ্বের প্রত্যেকটি রাষ্ট্রেও। এ হেন বিশ্ব বাসিন্দার কণ্ঠ সিন্ধু সুনামির কেন্দ্রিভূত বিন্দু একটি জায়গা থেকেই উৎসারিত হয়েছে সাম্প্রতিক সময়ে। এক অতি তস্য ছাপোষা মাঝবয়সী দম্পতির হৃদয় নিংড়ানো আর্তনাদের তিল তিল নিনাদের জঠর থেকে। এই স্বামী স্ত্রী একযোগে আপোষহীন স্বরে বলেছিলেন, 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস। উই ওয়ান্ট জাস্টিস। উই ওয়ান্ট জাস্টিস...' এখনও সুযোগ পেলেই বলে চলেছেন তাঁরা, 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস।' এর অনুররণে তামাম পৃথিবী উদ্বেলিত হয়েছিল প্রশান্ত মহাসাগরের তুমুল জোয়ারের মতো। অথচ কি অদ্ভুত ভাবেই না নিরুত্তাপ থেকে গেল এখানকার রাজ্য সরকার তথা তৃণমূল শাসক দল। এখন তো স্যোশাল মিডিয়া ছয়লাপ একটি স্লোগানে, 'রাষ্ট্র চায়নি, তাই মেয়েটি বিচার পায়নি।' স্লোগানের ব্যাকগ্রাউন্ডে রক্তমাখা স্টেথোস্কোপের ছবি। এরপরেও কি মনে করিয়ে দিতে হবে ওই দম্পতি আদতে কারা? উনারা যে এক ফুটফুটে সৎ খুন হওয়া ধর্ষিতা নারী চিকিৎসকের হতভাগ্য মা ও বাবা। যাঁদের অন্তঃকরণেই প্রতিটি ক্ষণ সত্ত্বায় আজও প্রবল প্রলয়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছে অহরহ কবিগুরুর লেখা সেই ঐতিহাসিক আক্ষেপ, 'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।' আমাদের একপেষে বঙ্গজ অস্মিতার নির্লজ্জ তোষামোদির পাষাণতলে।

সেই অলুক্ষণে অভিশপ্ত দিনটি হলো ২০২৪ সালের ৯ আগস্ট। সময়টা সম্ভবত ভোর রাতের আশেপাশে। ঘটনাস্থলের সেন্টার ফর গ্র্যাভিটি হলো কলকাতা উত্তর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত কাশীপুর-বেলগাছিয়া বিধানসভা আসন অন্তর্গত আরজিকর হাসপাতালের চারতলায় অবস্থিত চিকিৎসকদের বিশ্রামকক্ষ। কি হয়েছিল? তাও কি বলে দিতে হবে? বলার প্রয়োজন অবশ্যই হবে না। কারণ উৎকণ্ঠিত বিশ্ববাসী ইতিমধ্যে সবই জানেন ও বোঝেন। তবু এই লেখ্য ভূমে আলোচনার স্বার্থে আরও একবার না সংক্ষেপে স্মরণ করি। কারণ সামনেই বিধানসভা ভোট অনুষ্ঠিত হবে এ রাজ্যে। নিশ্চয়ই সংবিধান মেনে নির্বাচন কমিশন কলকাতা উত্তর লোকসভা এলাকার কাশীপুর- বেলগাছিয়া আসনেও একই সময়ে একই রকমে ভোট অনুষ্ঠিত করবেই করবে। আবার যেখানে এই ইস্যুতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সিবিআইয়ের ডাক পেয়েছিলেন বর্তমানের তৃণমূল বিধায়ক অতীন ঘোষ। সুতরাং বিধায়ক মহাশয়ের তথাকথিত উন্নয়ণের ডঙ্কা জমানায় অনেকের অপছন্দ হলেও এই মুহূর্তে যে এ হেন নারকীয় ঘটনা অবধারিত ভাবেই 'স্মরণে আসে মোরে... নয়ণে বারি ঝরে।'

এক যুবতী চিকিৎসক কর্মরত অবস্থায় ধর্ষিতা শুধু হননি সেই দিনে, একইসঙ্গে খুনও হয়েছিলেন। সেই কবি ঠাকুরের ভাষা। কারণ নিজস্ব ভাষা এখানে নিথর। 'কি যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে।' হয়তো মৃত্যুর আগে ওই অবিবাহিতা চিকিৎসক শেষতম অস্ফূট স্বগোক্তি করেছিলেন ব্রুটাসীয় হতাশায় সহকর্মীদের উদ্দেশ্যে, 'লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে।' ওই মৃতা ধর্ষিতা চিকিৎসক হয়ে উঠেছিলেন অচিরেই তিলোত্তমা নগরীর অভয়া।

প্রতিবাদে মধ্যরাতে লক্ষ লক্ষ আবালবৃদ্ধবনিতার মিছিল রাতের পর রাত। বিচার চেয়ে গান রচনা হলো, 'আর কবে আর কবে আর কবে।' অভয়ার মা বাবা সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আঙ্গুল তুলে বললেন, 'হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দুর্নীতির আড়ল করতে আমাদের মেয়ের উপর বর্বরোচিত আক্রমণ করে পরিকল্পিত ভাবে খুন করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জেনেবুঝে প্রশ্রয় দিয়েছেন অপরাধীদের। আমাদের আর্থিক ঘুষ দিয়ে মুখ বন্ধ করতে চেয়েছিলেন তিনি।' শাসক তৃণমূলের বিপক্ষে আমজনতার ক্ষোভ দিকে দিকে এমন পর্যায়ে গণ আন্দোলনের চেহারা নিয়েছিল তখন যে, তেরো বছরের শাসনামলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই প্রথম কোনও আন্দোলনকারীদের সঙ্গে ফেস টু ফেস একেবারে গ্রাউন্ড লেবেলে আলোচনায় বসতে বাধ্য হয়েছিলেন।

শাসকের প্রশ্রয়ে ধর্ষণ কেচ্ছার অভিযোগ এখানেই শেষ নয়। কলকাতা উত্তর লোকসভা কেন্দ্র যদি ধর্ষণ কাণ্ডে বিদ্ধ হয়ে থাকে, তো কলকাতা দক্ষিণ সংসদীয় আসনটাইবা কেন তৃণমূলী যৌন লালসার অভিযোগে পিছিয়ে থাকে? নারী নিরাপত্তা হীনতা যে এইসব এলাকায় অন্যতম ভোট ইস্যু হতে চলেছে তা গত ডিসেম্বরের শেষ স্পেলে বুঝিয়ে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ স্বয়ং। কলকাতার মাটিতে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, 'নারী লাঞ্ছনা এখানে আতঙ্কের চর্চা বিন্দু। এখানকার মুখ্যমন্ত্রী পরামর্শ দেন যাতে নারীরা সন্ধ্যা সাতটার পর ঘরের বা হোস্টেলের বাইরে না বের হোন। আমরা কি মোঘল আমলে বাস করছি? নারীদের দিনরাত নিরাপত্তা দেওয়া একটা সাংবিধানিক দায়িত্ব। আরজিকর হাসপাতাল মামলা, সাউথ ক্যালকাটা ল'কলেজ মামলার মতো একাধিক নারী নিগ্রহে রাজ্যবাসী অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশাসনিক দায়িত্ব সামলাতে ব্যর্থ হয়েছেন।'

উল্লেখ্য, কলকাতা দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে অবস্থিত কসবা বিধানসভার ভিতরে রয়েছে সাউথ ক্যালকাটা ল'কলেজ। আইন বিভাগের পড়ুয়া এক ছাত্রীর অভিযোগ, গত ২৫ জুন রাতে প্রথমে কলেজের ইউনিয়ন রুমে তাঁকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছিল। পরে তাঁকে ধর্ষণ করা হয় রক্ষীর ঘরে টেনে নিয়ে গিয়ে। এমনকি তাঁকে হকিস্টিক দিয়ে বেধড়ক পেটানো হয়। কলেজের গেট জবরদস্তি বন্ধ করিয়ে রক্ষীকে সেই সময়ে বাইরে বসিয়ে রাখা হয়েছিল বলেও অভিযোগ করেন তিনি। কলেজ প্রাক্তনী তথা ধর্ষক যে তৃণমূল ঘনিষ্ঠ তা নিয়ে সমালোচনার বন্যাও বয়ে গিয়েছিল তখন। অনেকেই আবার আগ বাড়িয়ে টিপন্নীও কাটেন হাটে বাজারে এইসব ধর্ষণ কাণ্ডকে জড়িয়ে। তাঁদের মতে, এখানকার শাসকেরা হাথরাস বা উন্নাও প্রসঙ্গকে হাতিয়ার করে গলার শিরা ফুলিয়ে বাজার গরম করতে সদা ব্যস্ত। কিন্তু নিজেদের কেন্দ্রে তাঁদের প্রশ্রয়কারীরা ধর্ষণে অভিযুক্ত হলে মনিপুর গুজরাটের উদাহরণ দেখানো হয় স্টিরিও টাইপ হুক্কাহুয়ায়। এটাই হলো রাজ্য শাসকের, টেকেন ফর গ্র্যান্টেড মার্কা আত্মসন্তুষ্টি। এই তৃণমূলী জনপ্রতিনিধিদের মনে রাখা দরকার, স্থানীয় ভোটদাতারা কিন্তু উন্নাও, হাথরাস বা মনিপুর, গুজরাটের কোনও বুথে গিয়ে ভোট দেন না। ইভিএমের বোতাম টিপতে তাঁরা বাস্তবে গিয়ে অপেক্ষা করেন এলাকার ভোটের লাইনে, বলে একরাশ ক্ষোভ উগড়ে দেন সমালোচকেরা।

২০০৯ সালে কলকাতা উত্তর-পশ্চিম কেন্দ্রটির পুনর্বিন্যাস ঘটিয়ে নামকরণ করা হয়েছিল কলকাতা উত্তর লোকসভা ক্ষেত্র। সেই বছর থেকে শুরু করে তারপর ২০১৪, ২০১৯ ও ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটেও এখানে তৃণমূলের সবুজ আবীর মাখানোর পরম্পরাটা ছিল যেন ছিল একতরফা খুশির অধিকার। এমনকি দলটি গঠন করার পরপরই এই কেন্দ্র থেকে তৃণমূল চওড়া হাসি হেসেছিল ১৯৯৮ সালে। ২০২৪ সালের লোকসভা যুদ্ধে এখানে মোট ভোটার ছিল ১৫,০৫,৩৫৬ জন। ৯২,৫৬০টি ভোট নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির থেকে বেশি পায় তৃণমূল। ৪৭.৪৪ শতাংশ বা ৪,৫৪,৬৯৬ জন এলাকাবাসী নিজস্ব ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন টিএমসির জন্য। বিজেপির প্রাপ্তির ছিল সেক্ষেত্রে ৩,৬২,১৩৬ বা ৩৭.৭৮ু ভোট।

স্থানীয় এই লোকসভার মধ্যে রয়ে গেছে সাতটি বিধানসভা ক্ষেত্র। সেগুলো হলো চৌরঙ্গি, এন্টালি, বেলেঘাটা, জোড়াসাঁকো, শ্যামপুকুর, মানিকতলা এবং কাশীপুর-বেলগাছিয়া। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সবগুলোতেই জিতে যায় তৃণমূল। এ হেন জিতের ব্যবধান ছিল পর্যায়ক্রমে ৪৫,৩৪৪, ৫৮,২৫৭, ৬৭,১৪০, ১২,৭৪৩, ২২৫২০, ২০,২৩৮, ৩৫,৩৯০ সংখ্যক ভোট।

গতবারের বিধানসভা নির্বাচনের ফ্লেবার কিন্তু এবার এখানে পুরোপুরি উধাও। তৃণমূলের থিঙ্কট্যাঙ্ক ভেবেই নিয়েছে, আগত নির্বাচনেও তারা একটি আসন হারানোর মতো পরিস্থিতিতে নেই। কিন্তু বিজেপির নয়া সমীকরণ হলো, এখান থেকে কমসে কম চারটি বিধায়ক নির্বাচিত করে আনতেই হবে। দুই পক্ষের আশায় অবশ্য বাদ সেধেছে আনপ্রেডিক্টেবল জনতা জনার্দন। কোনদিকে যে অবশেষে তাঁরা ঝুঁকবেন তার গ্যারান্টি কেই বা দিতে পারেন এই মুহূর্তে?

অন্যদিকে কলকাতা দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রটি বরাবরই বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। ১৯৫২ সালে প্রথম নির্বাচনে আজকের বিজেপি তথা তদানীন্তন জনসঙ্ঘের হয়ে জয় পেয়েছিলেন গেরুয়া শিবিরের তৎকালীন প্রাণপুরুষ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। আবার রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই আসন থেকে টানা ছয়বার সাংসদ হোন কখনও কংগ্রেসের হয়ে কখনও বা তৃণমূলের পক্ষে। এছাড়া এটি রাজ্যের মধ্যে একটি মাত্র লোকসভা ক্ষেত্র যেখানে তৃণমূল আজ পর্যন্ত একবারও পরাজিত হয়নি। অর্থাৎ ১৯৯৮, ১৯৯৯, ২০০৪, ২০০৯, ২০১৪, ২০১৯, ২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচন ও ২০১১ সালের উপনির্বাচনে টিএমসির বিজয় পতাকা অব্যাহত রয়েই গেছে। গত লোকসভা নির্বাচনে এখানকার মোট ভোটারের সংখ্যা ছিল ১৮,৪৯,৫২০ জন। এরমধ্যে তৃণমূল প্রার্থী ৬,১৫,২৭৪টি ভোট পেয়েছিলেন ৪৯.৪৮ু জনসমর্থন হাসিল করে। পক্ষান্তরে বিজেপির প্রার্থীকে ভোট দিয়েছিলেন ৪,২৮, ০৪৩ জন। যা শতাংশের হারে ৩৪.৪২ শতাংশ। সুতরাং পদ্মবাহিনী এখানে হেরে যায় ১,৮৭,২৩১টি ভোট কম পাওয়ায়।

সাম্প্রতিক এসআইআরের যে প্রাথমিক পর্যায়ে খসরা তালিকা প্রকাশ পেয়েছে তাতে স্থানীয় বিধানসভা কেন্দ্র ভবানীপুর থেকে ৪৪, ৭৮৭ জন ভোটারের নাম ইতিমধ্যে বাদ পড়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই আসনে উপনির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়েছিলেন। আরও চমকপ্রদ তথ্য হলো, মুখ্যমন্ত্রীর ভোটদানের নিজস্ব বুথ মিত্র ইন্সটিটিউশন বা ২০৭ নম্বর বুথ থেকে ১২৭ জন ভোটদাতার নাম স্থান পায়নি উক্ত তালিকায়। ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে সাতটি আসনেই (কসবা, বেহালা পূর্ব, বেহালা পশ্চিম, কলকাতা বন্দর, ভবানীপুর, রাসবিহারী, বালিগঞ্জ) জিতে যায় তৃণমূল। এসবের জয়ের ফারাক সংখ্যানুক্রমে ৬৩, ৬২২, ৩৭,৪২৮, ৫০,৮৮৪, ৬৮,৫৫৪, ২৮, ৭১৯, ২১,৪১৪, ৭৫,৩৫৯ ভোটের।

এই সাতটি কেন্দ্রের মধ্যে ইতিমধ্যেই চব্বিশের নির্বাচন ঘিরে ভবানীপুর আসনটি সবচেয়ে নজর কেড়েছে এখনও পর্যন্ত। কারণ একটাই। মুখ্যমন্ত্রী এখানকার সিটিং এমএলএ। তার উপর এই ভোট কেন্দ্রটি ঘিরে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তথা রাজ্য বিজেপির গুরুত্বপূর্ণ নেতা শুভেন্দু অধিকারী লাগাতার হুংকার দিয়েই চলেছেন একেবারে রুটিন মেনে, 'ভবানীপুরে এবার আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে হারাবোই, যেমনটা গতবারে উনাকে নন্দীগ্রামে পরাজিত করেছিলাম।' শুভেন্দুবাবুর এই চ্যালেঞ্জ ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে পাল্টা তৃণমূলের দাবি, বিজেপি দিবাস্বপ্ন দেখছে ভবানীপুর প্রসঙ্গে, যা সত্যিই হাস্যকর।

একদিকে পদ্মশিবিরের হুংকার অপরপক্ষে জোড়াফুলের ফুৎকার। আর তো কয়েকটি মাস অপেক্ষা। তারপর কোন ফুল প্রস্ফুটিত হবে আর কোন পুষ্প ঝরে পড়বে, তা না হয় ভবানীপুরবাসীই নির্ধারণ করে দেবেন। সুতরাং এখন না হয় গণতান্ত্রিক আপ্ত পরিমণ্ডলে অপেক্ষা করাটাই সবার কাম্য। তাহলে না হয় 'পল পল হর পল' গাইতে গাইতে 'ওয়েট এন্ড সি' দীক্ষায় দীক্ষিত হওয়াটাই এখন আমাদের বাঞ্ছনীয়, কি তাই তো?

চর্চাবাসর ৬৫

স্ব-শৃঙ্খলা, স্ব-আরোপিত দারিদ্র্য এবং সরল জীবনযাপনের মাধ্যমে পার্থিব আনন্দ থেকে ওরা দূরে থাকত। ওরা মানে, রাওয়াল নামে একদল তপস্বী। পাঞ্জাবিতে রাওয়ালপিণ্ডি মানে 'রাওয়ালের গ্রাম'। ১৪৯৩ সালে এই নামকরণ হয়।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বাগনানে বিস্ফোরক শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: 'বাগনানের বিধায়ক টিকিট পেলে হারানোর দায়িত্ব আমার।' শুক্রবার হাওড়ার বাগনানে পরিবর্তন সংকল্প সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনই মন্তব্য করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। উল্লেখ্য, বেশ কয়েকদিন আগে আমতা বিধানসভা কেন্দ্রের একটি সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বাগনানের বিধায়ক তথা হাওড়া গ্রামীণ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অরুনাভ সেন বলেছিলেন, 'রাজ্যের বাইরে থেকে বিজেপির নেতারা বাজার গরম করতে এলে তিনি দেখে নেবেন।' আর এই মন্তব্যের জেরে তোলপাড় শুরু হয়েছিল। এদিনের সভা তারই পালটা বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এদিন বিরোধী দলনেতা আরও বলেন, 'রেলের পরীক্ষায় রাজ্যের সেন্টারগুলিতে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা টুকলি করাবে বলে রেল সমস্ত সেন্টার ওড়িশায় নিয়ে চলে গেছে।' স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতেই তিনি রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনা করেন এবং বিজেপি সরকার রাজ্যের ক্ষমতায় এলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়ন সম্ভব হবে বলে জানান।

বিজেপি করার 'অপরাধে' জল বন্ধের অভিযোগ

গোঘাটে রাজনৈতিক তরজা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: পানীয় জলকে ঘিরে রাজনৈতিক তরজা চরমে উঠল হুগলির গোঘাটে। শাসক ও বিরোধী দলের পাল্টা অভিযোগে উত্তপ্ত গোঘাট ১ নম্বর ব্লকের সাওরা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। বিজেপি করার 'অপরাধে' একাধিক পরিবারকে পানীয় জল থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, এই অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। যদিও অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। অভিযোগ, সাওরা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কয়েকটি পরিবারকে রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণে পানীয় জল সংগ্রহ করতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। স্থানীয়দের দাবি, গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য হিরুলাল বাগ সরাসরি জল নিতে বাধা দিচ্ছেন। এমনকি কেন্দ্রীয় সরকারের জল জীবন মিশন প্রকল্পের আওতায় দেওয়া বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের সংযোগ কেটে দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। এরফলে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন সংশ্লিষ্ট পরিবারের সদস্যরা। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জেরে সাধারণ মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় পরিষেবাকেও হাতিয়ার করা হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়েছে। যদিও সমস্ত অভিযোগ একেবারেই অস্বীকার করেছেন পঞ্চায়েত সদস্য হিরুলাল বাগ। তাঁর দাবি, 'এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। কাউকেই পানীয় জল থেকে বঞ্চিত করা হয়নি।' একই সুরে কথা বলেছেন সাওরা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মিঠু গাঙ্গুলি। তিনি বলেন, 'গ্রাম পঞ্চায়েত সব মানুষের জন্য কাজ করে। রাজনৈতিক পরিচয় দেখে কোনও পরিষেবা দেওয়া বা বন্ধ করার প্রশ্নই ওঠে না।' এদিকে ঘটনার তীব্র প্রতিবাদে সরব হয়েছেন বিজেপি নেত্রী দোলন দাস। তিনি বলেন, 'এটা শুধু অন্যায় নয়, চরম নির্লজ্জতার পরিচয়। রাজনৈতিক মত আলাদা হলেই যদি মানুষকে জল থেকেও বঞ্চিত হতে হয়, তাহলে গণতন্ত্রের মূল্য কোথায়?' গোঘাটের বিজেপি নেতা রাজু রানাও এই ঘটনায় তৃণমূলকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করে বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে তালিবানি শাসন চলছে। পানীয় জল বন্ধ করা চরম অপরাধ।' ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই এলাকায় রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। সাধারণ মানুষের প্রশ্ন, রাজনৈতিক লড়াইয়ের জেরে কি শেষ পর্যন্ত জীবনের অপরিহার্য পরিষেবাও বিপন্ন হবে? এখন দেখার, প্রশাসন এই অভিযোগের তদন্তে কী পদক্ষেপ নেয়।

বিক্ষোভের জেরে বন্ধ পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তা নির্মাণের কাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: স্থানীয় বাসিন্দাদের বিক্ষোভের জেরে বন্ধ হল পথশ্রী প্রকল্পের কাজ। ঘটনাটি ঘটেছে জামুড়িয়া থানার অন্তর্গত তপসী এলাকায়। শুক্রবার জামুড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্রের তপসী পঞ্চায়েতের অন্তর্গত অর্জুন পাড়ায় স্থানীয়দের বিক্ষোভের জেরে পথশ্রী প্রকল্পের অধীনে চলমান রাস্তা নির্মাণ কাজ বন্ধ হল। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, অর্জুন পুকুর বছরের পর বছর ধরে ময়লা-আবর্জনায় ভরা এবং তারা বারবার পঞ্চায়েত প্রধান এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাছে পরিষ্কারের জন্য আবেদন করেছেন, কিন্তু কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, পুকুর পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু করতে দেবেন না। এই বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা জয়ন্ত বাগদি বলেন, স্থানীয় বাসিন্দারা রাস্তা নির্মাণের বিরুদ্ধে নন, তবে এই এলাকার পুকুরটি প্রায় তিন বছর ধরে ময়লা-আবর্জনায় ভরা। প্রশাসনকে অনুরোধ করা হলেও কাজ হচ্ছে না। পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ জগন্নাথ শেঠ বলেন, 'পুকুর পরিষ্কার করা অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু পুকুরটি ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড খনন করেছে এবং তাঁরা আশ্বাস দিয়েছে এটি শীঘ্রই পরিষ্কার করবে। তাই, পঞ্চায়েত ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেডের পুকুর পরিষ্কার করার জন্য অপেক্ষা করছে।'

নাবালিকা ধর্ষণ মামলায় দোষীর ২০ বছরের জেল

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: বিরলতম ঘটনার ক্ষেত্রে বিরলতম সাজা। নাবালিকাকে বারবার ধর্ষণ করে গর্ভবতী করার অপরাধে অভিযুক্তকে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ২ বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল আরামবাগ মহকুমা আদালত। বৃহস্পতিবার, ৩০ জানুয়ারি আরামবাগ মহকুমা আদালতের বিচারক কিষাণ কুমার আগরওয়াল প্রতিবেশী জামাইবাবু মানস বায়েনকে দোষী সাব্যস্ত করে এই রায় ঘোষণা করেন। ঘটনাটি গোঘাট থানার অন্তর্গত কাঁঠালি এলাকার মদনমোহনপুর গ্রামের। যদিও দোষী মানস বায়েনের বাড়ি আরামবাগ পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের বিবেকানন্দ পার্ক সংলগ্ন এলাকায়। সম্পর্কে শালি হওয়া মাত্র ১২ বছরের এক নাবালিকাকে দীর্ঘদিন ধরে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে। পুলিশ ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি গত ৪, ৫ বছর ধরে অভিযোগকারীর বাড়ির পাশেই তার শ্বশুরবাড়িতে বসবাস করছিল। সেই সুযোগে দিনের পর দিন নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন করে সে। ভয়ের কারণে প্রথমে সে কিছু জানাতে পারেনি। পরে তার শারীরিক অসুস্থতা দেখা দেয়। খাওয়ার সময় বমি, অস্বস্তি ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দিলে স্থানীয় চিকিৎসকের পরামর্শে ১১ এপ্রিল ২০২৪ ইউএসজি করানো হয়। পরীক্ষায় জানা যায়, নাবালিকাটি অন্তঃসত্ত্বা। পরবর্তীতে পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদের মুখে নাবালিকা জানায়, আত্মীয় মানস বায়েন দীর্ঘদিন ধরে তার সঙ্গে জোরপূর্বক যৌনমিলন করেছে। ২০২৪ সালের ১৫ এপ্রিল গোঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে গোঘাট থানার পুলিশ মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে এবং অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। সেই থেকে মামলাটি আদালতে বিচারাধীন ছিল। সব দিক বিচার করে, সাক্ষ্যপ্রমাণ ও নথি পর্যালোচনা করে আদালত অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও জরিমানা অনাদায়ে অতিরিক্ত কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন।

গান্ধিজির প্রয়াণ দিবসে রাজবাঁধে ম্যারাথন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: প্রতি বছরের মত এবছরও কাঁকসার রাজবাঁধে ত্রিবর্ন সংঘ ক্লাবের উদ্যোগে ক্লাব প্রাঙ্গনে স্বেচ্ছায় রক্তদান। শিবিরের পাশাপশি ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন সকালে কাঁকসার বাবনা বেড়া বাস স্ট্যান্ড থেকে শুরু হয় দৌড় প্রতিযোগিতা। শেষ হয় রাজবাঁধ স্টেশনের কাছে। এদিন এই ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতায় এলাকার পুরুষ ও মহিলা মিলে প্রায় ৫০ জন প্রতিযোগী অংশ নেয়। পাশাপাশি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের সূচনা করেন ক্লাবের সদস্যরা ও বিশিষ্ট জনেরা। এদিন প্রত্যেক রক্তদাতার হাতে একটি করে গাছের চারা দেওয়া হয়। এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য নব কুমার সামন্ত,দেবদাস বক্সী, ক্লাবের সভাপতি চিন্ময় মণ্ডল, ক্লাবের সম্পাদক তারকেশ্বর মণ্ডল-সহ বিশিষ্টজনেরা। ত্রিবর্ন সংঘ ক্লাবের সদস্য চিন্ময় মণ্ডল জানিয়েছেন, তারা ১৫ বছর ধরে এই দিনটিতে গান্ধীজি কে শ্রদ্ধা জানাতে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। পুরুষ ও মহিলা মিলে প্রায় ৫০জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছেন এদিন।

সিপিআইএম এখন গান্ধিজির শরণাপন্ন: দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: শুক্রবার পিড়াকাটায় পরিবর্তন সংকল্প সভায় তৃণমূল ও সিপিআইএমকে একহাত নিলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। সভার আগে এলাকায় একটি মিছিল করেন বিজেপি কর্মীরা। সভায় বিভিন্ন দলের শতাধিক কর্মী, সমর্থক বিজেপিতে যোগ দেয়। সভার আগে এলাকায় একটি মিছিল করেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নে একাধিক ইস্যু নিয়ে শাসক দল তৃণমূলকে কড়া ভাষায় নিশানা করেন দিলীপ ঘোষ।

তিনি বলেন, 'বামেরা এখন গান্ধীজির শরণাপন্ন হচ্ছেন। শুধু গান্ধীজি, বিবেকানন্দই নয়, এখন শ্যামাপ্রসাদেরও পুজো করতে হবে বামেদের। হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে বসে বামেরা মিটিং করছেন নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচানোর জন্য। সময় খ রাপ এসেছে, তাই সব করতে পারে বামেরা।' এসআইআরের মৃত্যু নিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'কোনও প্রমাণ নেই, তারপরেও দিল্লিতে গিয়েছেন মমতা। তিনি আন্দোলনও করতে পারেন। আসলে এসআইআরের নাম শুনে তৃণমূল মনে মনে মরেই গেছে। যে মরছে তাকেই এসআইআরের সঙ্গে জুড়ে দিচ্ছে। এই ধরনের মিথ্যা ইসু তৈরি করে বাংলার মানুষকে আর বোকা বানানো যাবে না। পশ্চিম বাংলার মানুষ প্রথমেই এসআইআর-এর ফর্ম ফিলাপ করে কমপ্লিট করে দিয়েছে। রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের ভয় দেখিয়ে উল্টো পাল্টা চিঠি দিয়ে গন্ডগোল পাকিয়ে ঘেঁটে দেওয়ার চেষ্টা করছে তৃণমূল।' নাজিরাবাদের ঘটনা প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'রাজ্যের শ্রম মন্ত্রী আছে কিন্তু শ্রম আইন নেই। ১০০ ঘন্টা পেরিয়ে গেছে, এখনো পর্যন্ত বহু মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কত লোক মারা গেছে, কত লোক পুড়ে গেছে কোনও হিসাব নেই। কিছু ছাই নিয়ে গিয়ে আই ওয়াস হচ্ছে। কিন্তু ওই গরিবগুলোর ভবিষ্যৎ কি হবে।' সুজিত বসু বলেছেন, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় দমকল তৎপরতার সাথে কাজ করেছে। সেই প্রসঙ্গেই দিলীপ ঘোষ পাল্টা বলেন, 'তাহলে এত লোকের জীবনহানি হল কেন? অবৈধ নির্মাণ হবে, অবৈধ ব্যবসা হবে, আপনারা কাটমানি খাবেন, তারপর সাধারণ মানুষ মারা যাবে। আপনারা নানারকম দোহাই দিয়ে দেবেন, এটা চলতে পারেনা।'

এসআইআর-এর শুনানিতে হাজির সংশোধনাগারের বিচারাধীন যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: এসআইআর-এর শুনানিতে এবার আনা হল সংশোধনাগারের বিচারাধীন যুবককে। যুবকের নাম নাসিরুদ্দিন বিশ্বাস। তার বাড়ি হিঙ্গলগঞ্জের বিসপুর এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এসআইআরের শুনানির জন্য নাসিরুদ্দিন বিশ্বাসকে আদালতের অনুমতিক্রমে বসিরহাট উপ-সংশোধনাগার থেকে শুক্রবার আনা হয় উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমা হিঙ্গলগঞ্জের কৃষিমান্ডিতে। সেখানেই তার এসআইআরের শুনানি হয়। শুনানি শেষে কেন্দ্র থেকে পুলিশি নিরাপত্তায় যুবককে আবার সংশোধনাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। সম্পূর্ণ পুলিশি নিরাপত্তার মধ্যে সাজাপ্রাপ্ত আসামিকে শুনানি কেন্দ্রে আনা ও ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। শুনানি কেন্দ্রে আসার পর নাসিরুদ্দিন বিশ্বাসকে খোস মেজাজেই দেখা যায়। নিরাপত্তার কারণে তাঁর শুনানি চটজলদি সেরে আবার সংশোধনাগারে নিয়ে যায় পুলিশ।

নোটিস

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, গিরিধর ট্রাকম প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক নির্মীয়মান আবাসিক কমপ্লেক্স যা প্রেমিসেস নং - ১৮৩/১, খান রোড, মানকুন্ডু, ওয়ার্ড নং - ১, ভদ্রেশ্বর পৌরসভা, মৌজা-মানকুন্ডু, জে.এল নং- ৯, হুগলি, পিন- ৭১২১৩৯, থানা - ভদ্রেশ্বর, জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত, স্টেট লেভেল এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট অথরিটি পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র পাইয়াছে। EC Identification no.-**EC25C3801WB5887486N**, তারিখ - **20.01.2026**, উক্ত ছাড়পত্রের প্রতিলিপি পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রন পর্ষদের অফিসে এবং **https://parivesh.nic.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

গিরিধর ট্রাকম প্রাইভেট লিমিটেড
এল.এ-১, সল্টলেক, সেক্টর-৩, কলকাতা-৭০০০৯৮, পশ্চিমবঙ্গ

বৈঙ্ক ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI Relationship beyond banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বারাসত জোনাল অফিস
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
৩য় তল, ডিডি ২, সল্টলেক, সেক্টর ১
বিধাননগর, কলকাতা - ৭০০০৬৪

পরিশিষ্ট - এফ

পরিশিষ্ট ৪ (দ্রষ্টব্য রুল ৮(১))
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া,** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ০৫.০৭.২০২৫ তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রী সহদেব পাল (ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রীমতী রীনা পাল ঘোষ (জামিনদাতা)** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ ৯,২৮,৩২২.৪১ টাকা **(নয় লাখ আঠাশ হাজার তিনশ বাইশ টাকা এবং একচল্লিশ পয়সা)** ০৫.০৭.২০২৫ **থেকে পরবর্তী অধার্য সুদ সহ** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণ বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **২৯ জানুয়ারি ২০২৬** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।

ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে। কোনওরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া** নিকট বকেয়া **৯,২৮,৩২২.৪১ টাকা (নয় লাখ আঠাশ হাজার তিনশ বাইশ টাকা এবং একচল্লিশ পয়সা) ০৫.০৭.২০২৫ থেকে পরবর্তী অধার্য সুদ** এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জমি এবং তদস্থিত ভবন অবস্থিত মৌজা- ঘটিগাছা, জেএল নং ১৬৪, এলআর খতিয়ান নং ৪২২/১, এলআর দাগ নং ৪২১, ৪২১/৮০৭, গ্রাম ঘটিগাছা, পো -বৈদ্যপুর, থানা রানাঘাট, জেলা নদিয়া-৭৪১২৫৬। বৈদ্যপুর ২ নং জিপি অধীন, থানা রানাঘাট, পিন -৭৪১২৫৬। **সম্পত্তির চৌহদ্দি উত্তরে :** দিলীপ পাল এবং বাসুদেব পালের সম্পত্তি। **দক্ষিণে :** সড়ক। **পূর্বে :** গণেশ ঘোষের সম্পত্তি। **পশ্চিমে :** বিশ্বনাথ ঘোষের সম্পত্তি।

স্থান : চাকদা **স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার**
তারিখ : ২৯.০১.২০২৬ **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

বৈঙ্ক ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং অ্যাভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন- ৭১৩২১২, ফোন নং ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩।

দখল নোটিশ
(দ্রষ্টব্য রুল ৮(১)

সরফেসি আইন ২০০২ এর অধীনে এবং ধারা ১৩(১২) এবং ধারা ৯ এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে **ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া সাতগাছিয়া শাখার** অনুমোদিত কর্মকর্তা **শ্রী মহাদেব ঘোষ,** পিতা প্রয়াত ক্ষুদিরাম ঘোষ, গ্রাম এবং পোস্ট খালিশপুর, থানা কালনা, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩৪২২, ভারত এর নিম্নলিখিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪) এর অধীনে গ্যারান্টার, **২০২৬ সালের ২৯ জানুয়ারী,** বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা এই সম্পত্তির সাথে লেনদেন করবেন না এবং সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেনের জন্য ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া চার্জ সাপেক্ষ হবে।

সম্পত্তির বিস্তারিত

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি শ্রী মহাদেব ঘোষ এবং শ্রী মাধব ঘোষ (যৌথ মালিকানা অবিভাজিত) এর নামে, অবস্থিত মৌজা - উতরা, জেএল নং ২৪, থানা কালনা, জেলা পূর্ব বর্ধমান, প্লট নং ৯৫৭, এলআর খতিয়ান নং ৭৫৬, ৭৫৭, **দলিল নং ১-৩১০০-২০০৮ সালের,** পিন - ৭১৩৪২২, এরিয়া ১৭ ডেসিমেল বা ১০.২৮৫ কাঠা। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ৩০ ফুট চওড়া পিডব্লুডি রোড (কালনা থেকে বর্ধমান), দক্ষিণে : পুকুর, পূর্বে : রমেশ ঘোষের জমি। পশ্চিমে : কাশীনাথ পান এর জমি।

তারিখ : ২৯.০১.২০২৬ অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

মানাকসিয়া লিমিটেড

কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার: L74950WB1984PLC038336
রেজিস্টার্ড অফিস : টার্নার মরিসন বিল্ডিং, ৬, লায়ন্স রেঞ্জ, ৩য় তল, কলকাতা-৭০০০০১
ই-মেল: investor.relations@manaksia.com; ওয়েবসাইট: www.manaksia.com
দূরভাষ : +৯১-৩৩-২২৩১ ০০৫৫

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ-তে)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫	নয় মাস সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪
কার্যাদি থেকে মোট আয়	১৮,৪০২.৪৫	৫৪,৭৪০.৭০	১৮,৭৮৯.৬৯
মোট রাজস্ব	২০,১০৬.৫৩	৫৮,৮৬১.৯৭	১৯,৬৫০.৪৭
সুদ, কর, অবচয় এবং ঘাত-শোষণ পূর্ব লাভ/(ক্ষতি) (ইবিআইটিডিএ)	২,৩৯২.২২	৬,৫০৩.৩৫	২,৫২৭.২৬
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (পিবিটি) (কর, ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ব)	২,০৭৩.০৬	৫,৭৭৭.১৭	১,৯০৪.৫৮
ব্যতিক্রমী দফা	-	-	৫৫.৪০
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (পিবিটি) (কর, ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	২,০৭৩.০৬	৫,৭৭৭.১৭	১,৮৪৯.১৮
কর ব্যয়	৬১৮.৭৯	১,৭৩৪.৮১	৫৪৪.৫৪
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (পিএটি) (ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	১,৪৫৪.২৭	৪,০৪২.৩৬	১,৩০৪.৬৪
মোট ব্যাপক আয় [সময়কালের (কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয়ের অন্তর্গত]	৩,০৪৮.০৮	৯,১১৮.৬২	৩,৫৩৬.১৪
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১,৩১০.৬৮	১,৩১০.৬৮	১,৩১০.৬৮
শেয়ার প্রতি আয় (২/- প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়) :			
(ক) মৌলিক ( )	২.২২	৬.১৯	১.৯৫
(খ) মিশ্রিত ( ) ২.২২	৬.১৯	১.৯৫	

স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের মুখ্য সংখ্যা : (লক্ষ-তে)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫	নয় মাস সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪
কার্যাদি থেকে মোট আয়	৪,৫২৭.৯৯	১১,৪০৫.১৫	৩,০৮৭.৪২
মোট রাজস্ব	৫,২১৭.০২	১২,৬৯৬.৭৫	৩,২৬৭.৪৫
সুদ, কর, অবচয় এবং ঘাত-শোষণ পূর্ব লাভ/(ক্ষতি) (ইবিআইটিডিএ)	৭২৯.১৪	১,৪০৯.৪১	৮৭.৬৬
কর পূর্ববর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি) (পিবিটি)	৬৭২.৮৯	১,২৯৭.৩৪	১৫.৭৬
কর পরবর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি) (পিএটি)	৫৩২.৭৬	১,০২৭.৯৮	১২.১৫

দ্রষ্টব্য-

(১) ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের কোম্পানির আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি কর্তৃক পুনরীক্ষিত ও সুপারিশ করা হয়েছে এবং কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্স কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে ৩০ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তাঁদের স্ব-স্ব সভায়। কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ এই সকল ফলাফলের সীমায়িত পুনরীক্ষণ করেছেন এবং এই ফলাফল সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫ ধারা ৩৩ অনুযায়ী প্রকাশিত।

(২) মানাকসিয়া লিমিটেড, এর সাবসিডিয়ারি এবং স্টেপ-ডাউন সাবসিডিয়ারি, মানাকসিয়া ফেরো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, মানাকসিয়া ওভারসিজ লিমিটেড, এমআইএলএল লিমিটেড, মার্ক স্টিল লিমিটেড, ডায়নাটেক ইন্ডাস্ট্রিজ ঘানা লিমিটেড এবং জেব্বা পেপার মিলস লিমিটেড নিয়ে কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফল রয়েছে।

(৩) কোম্পানির পরিচালন পর্ষদ, ২৬ মার্চ, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায়, কোম্পানিজ এ্যাক্ট (''ডিমার্জার স্কিম'') ২০১৩ এর সেকশন ২৩০ থেকে ২৩২ এর অধীনে একটি ব্যবস্থা পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে, কোম্পানির দেশীয় সত্তাগুলির মাধ্যমে সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সহায়ক প্রতিষ্ঠান মানাকসিয়া ফেরো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডে পরিচালিত ধাতব পণ্য ব্যবসার (ডিমার্জার স্কিম হিসাবে সংজ্ঞায়িত) বিচ্ছেদের জন্য।
প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বিএসই লিমিটেড, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি) এর কাছে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আরও অনুমোদন সাপেক্ষে ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইব্যুনাল (এনসিএলটি) এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষকে তাদের অনুমোদনের জন্য দাখিল করা হয়েছে।
প্রয়োজনীয় অনুমোদন প্রাপ্তির অপেক্ষায়, প্রস্তাবিত বিচ্ছেদের কোনও প্রভাব নিশ্চিত করা হয়নি এবং সেই অনুযায়ী ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের আর্থিক বিবৃতিতে তা উল্লেখ করা হয়নি।

(৪) ভারত সরকার বিদ্যমান ২৯টি শ্রম আইনকে একত্রিত করে চারটি শ্রম কোড প্রণয়ন করেছে - মজুরি কোড, ২০১৯; সামাজিক নিরাপত্তা কোড, ২০২০; শিল্প সম্পর্ক কোড, ২০২০; এবং পেশাগত সুরক্ষা, স্বাস্থ্য ও কাজের পরিবেশ কোড, ২০২০। এই কোডগুলি ২১শে নভেম্বর, ২০২৫ থেকে কার্যকর হয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রক এই নিয়ামক পরিবর্তনগুলি বোঝার সুবিধার্থে এবং তাদের আর্থিক প্রভাব মূল্যায়নের জন্য খসড়া কেন্দ্রীয় বিধি এবং এফএকিউ জারি করেছে। বর্তমানে উপলব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে, ম্যানেজমেন্ট মূল্যায়ন করেছে যে শ্রম কোডগুলি থেকে উদ্ভূত আনুপাতিক প্রভাব উল্লেখযোগ্য নয় এবং ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের স্ট্যান্ডঅ্যালোন ও কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলে তা বিবেচনা করা হয়েছে।
শ্রম কোডগুলির অধীনে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য বিধিগুলি এখনও বিজ্ঞপ্তিত হয়নি এবং এই ধরনের বিজ্ঞপ্তি জারির পর, কোম্পানি প্রযোজ্য অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী কর্মচারী সুবিধা বাধ্যবাধকতার ওপর কোনো প্রভাব থাকলে তা পুনরায় মূল্যায়ন ও নথিভুক্ত করবে।

(৫) ৩১শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত অর্থ বছরের জন্য গ্রুপের কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলে রিপোর্ট করা ব্যতিক্রমী ক্ষতির মধ্যে নাইজেরিয়ার মুদ্রার অবমূল্যায়নের ফলে উদ্ভূত বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার জনিত ক্ষতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই ক্ষতিগুলি মূলত নাইজেরিয়ায় গ্রুপের সহায়ক সংস্থাগুলির কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত।

(৬) তুলনামূলক সংখ্যাগুলি পুনর্সজ্জিত/পুনর্বিন্যস্ত/যেখানে প্রয়োজন সাজানো হয়েছে।

(৭) উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে ফাইল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফরম্যাটের সারাংশ। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহের ওয়েবসাইট www.nseindia.com এবং www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.manaksia.com -তে। নিচে প্রদত্ত কিউআর কোড স্ক্যান করে এই ফলাফলগুলোও অ্যাক্সেস করা যেতে পারে:

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
মানাকসিয়া লিমিটেড
স্বা/-
সুরেশ কুমার আগরওয়াল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN: 00520769

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৩০ জানুয়ারি, ২০২৬

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস,৪৪৬/এন, আমস্ট্রং অ্যাভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন- ৭১৩২১২, ই-মেইল: zo.bardhaman@bankofindia.com

বন্ধক রাখা স্বর্ণের গয়না/অলঙ্কার/মুদ্রার পাবলিক নিলামের জন্য বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা নিম্নোক্ত স্বর্ণ ঋণ গ্রহীতা, তাদের বৈধ উত্তরাধিকারী, স্বর্ণালঙ্কার/অলঙ্কার/মুদ্রার ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যক্তি এবং সাধারণ জনগণের নজরে আনা হচ্ছে যে ব্যাঙ্কের বারংবার অনুস্মারক/নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতারা ব্যাংকের পাওনা ঋণ পরিশোধ করছেন না।
এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হচ্ছে যে যদি তারা **১৯.০২.২০২৬** (শেষ কর্মদিবস) এর মধ্যে তাদের সমস্ত বকেয়া স্বর্ণ ঋণ অ্যাকাউন্টে (আপ-টু-ডেট সুদ এবং সমস্ত খরচ চার্জ/ খরচ সহ) জমা দিতে ব্যর্থ হয় তবে **২০.০২.২০২৬ তারিখের সকাল ১০.০০টা** থেকে তাদের অঙ্গীকারবদ্ধ সোনার গয়না/অলঙ্কার/মুদ্রাগুলি শাখা প্রেমিসেসে সর্বজনীন নিলামের জন্য রাখা হবে। এর জন্য, সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের কোনো অসুবিধা বা ক্ষতির জন্য ব্যাংক দায়ী থাকবে না এবং এই বিষয়ে কোনো ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে কোনো অভিযোগ বা প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করা হবে না।
বিডে অংশ নিতে আগ্রহী ব্যক্তিদের বায়না অর্থের জন্য নির্ধারিত সময়/তারিখের আগে শাখা ম্যানেজারের কাছে **৫০০০/- টাকা (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)** জমা দিতে হবে। চূড়ান্ত বিডিংয়ে অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের অবশ্যই ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ব্যাঙ্কে সম্পূর্ণ অর্থ জমা করতে হবে, তা না হলে ব্যাঙ্কে জমা করা তাদের বায়না বাজেয়াপ্ত করা হবে। যদি বিডিং মূল্য কম বা অপর্যাপ্ত বলে পরিলক্ষিত হয় তাহলে ব্যাঙ্ক কোনো কারণ না দেখিয়ে নিলাম বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে। অধিকন্তু, যদি প্রয়োজন হয়, ব্যাঙ্ক উপরোক্ত নির্ধারিত নিলামের তারিখ, সময় বা স্থান পরিবর্তন করার বা কোনো কারণ না দেখিয়ে তা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

অ্যাকাউন্ট নং. এবং শাখা	ঋণগ্রহীতার নাম	ঠিকানা	সোনার গ্রস ওজন
৪৩৬৯৭৭৬১০০০০৭৯২ এবং গোপালমাঠ শাখা	মহঃ নাসিম আনসারি	পিতা- মহঃ ইজরায়েল জামবাদ, নিউ কলোনি ধানদাদাহি, কেন্দা, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১৩৩৪৪	৫.৯০০ গ্রাম
৪৩৬৯৭৭৬১০০০০৭৬৮ এবং গোপালমাঠ শাখা	মহঃ নাসিম আনসারি	পিতা- মহঃ ইজরায়েল, জামবাদ, নিউ কলোনি ধানদাদাহি, কেন্দা, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১৩৩৪৪	২২.৬৫০ গ্রাম
৪২৩৮৭৭৬১০০০৪১০৪ এবং গ্রামকুলটি শাখা	সাগর কুমার মোদক	বাসস্থান- গ্রাম ও পোঃ- গ্রামকুলটি, জেলা- পূর্ব বর্ধমান	১০.৫০০ গ্রাম
৪২০০৭৭৬১০০০০৯২৭ এবং আসানসোল শাখা	নিশা রজক	স্বামী- রামচন্দ্র রজক, কোয়ার্টার নং কে- ৪১/৫, আপার রোড, বার্নপুর, আসানসোল, পিন- ৭১৩৩২৫	১৬.৬০০ গ্রাম
৩৯০৬৭৭৬১০০০২০৭০ এবং বড়পলাশন শাখা	সাইফার মন্ডল	পিতা- ইয়াদালি মন্ডল, বাসস্থান- গ্রাম- বাড়ারি, পোঃ- বিজুর, থানা- মেমরি, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১৩৪২৬, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত	৬.০০০ গ্রাম
৪৩৮১৭৭৬১০০০০১৫৭ এবং রঘুনাথপুর শাখা	বিক্রম গোস্বামী	পিতা- সুনীল গোস্বামী, ঠিকানা- টি ১৫৪/এ ৬৪ ইউনিট, আপার বেনিয়াসোল, আদ্রা, পুরুলিয়া- ৭২৩১২১	৫.৩০০ গ্রাম
৪২০৮৭৭৬১০০০১৩৩১ এবং সাহাপুর শাখা	শ্যামল ধারা	পিতা- নিমাই ধারা, বাসস্থান- গ্রাম ও পোঃ- পর্বতপুর, থানা- জামালপুর, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১৩৪০৮, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত	৯.৯০০ গ্রাম
৪২০১৭৭৬১০০০৪০০৫ এবং বর্ধমান শাখা	নীতিশ কুমার	প্রযত্নে- রামবালক শাহ, নতুনগ্রাম, বড়কাশিয়ারা, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ	৩৩.০০০ গ্রাম
৪২০১৭৭৬১০০০৩২৮৯ এবং বর্ধমান শাখা	গোপাল মাল্লা	অফ গুডশেড রোড, পোঃ - বর্ধমান, থানা- বর্ধমান সদর, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত	৯৫.০০০ গ্রাম

তারিখ: ৩০.০১.২০২৬ অনুমোদিত অফিসার
স্থান: দুর্গাপুর ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

DUKE COMMERCE LIMITED
CIN : L51909WB1982PLC035425
Regd. Office : Hongkong House, 1st Floor, 31 B. B. D Bagh (South), Kolkata - 700 001
Website : dukecommerce.org; **E-mail :** duke.commerce@yahoo.com

NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING, CLOSURE OF REGISTER OF MEMBERS AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the Extra-Ordinary General Meeting (EGM) of the Members of the Company will be held on Monday, 23rd February, 2026 at 11:00 AM. at the Registered Office of the Company at Hongkong House, 31 B.B.D Bagh(S), Kolkata - 700 001 to transact the business set out in the Notice.

The Notice along with the Proxy Forms and Attendance slips of the Meeting setting out the Special businesses to be transacted thereat have been sent to the members whose name appears on the Register of Members, electronically to those with registered email ID and physically to the rest on their registered addresses.

Members are hereby informed that the Notice of the Meeting and the aforesaid documents are available on the Company's website www.dukecommerce.org and copies of the said documents are also available for inspection at the Registered Office of the Company on all working days, except Saturdays and Sundays during business hours up to the date of meeting.

Pursuant to Section 91 of Companies Act, 2013, ('the Act") read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, **the Register of Members will remain closed from Tuesday, 17th February, 2026 to Monday, 23rd February, 2026 (both days inclusive)** for the purpose of EGM.

Pursuant to Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the Secretarial Standard on General Meeting ('SS-2') issued by the Institute of Company Secretaries of India, as amended from time to time, the Company is pleased to provide remote e-voting facility to all its Members to cast their vote on all resolutions set forth in the Notice of the EGM using electronic voting system from a place other than the venue of the EGM (remote e-voting) provided by NSDL and the business may be transacted through such remote e-voting. **The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date of Monday, 16th February, 2026**. Any person who is a Member of the Company as on the cut-off date, holding shares in either dematerialized or physical form, is eligible to cast their vote on all the resolutions set forth in the Notice of EGM, using remote e-voting.

The remote e-voting period commences on Friday, 20th February, 2026, 09.00 a.m. and ends on Sunday, 22nd February, 2026, 5.00 p.m. During this period, Members may cast their votes electronically. The remote e-voting module will be disabled by NDSL thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. Members who have cast their vote by remote e-voting may attend the EGM but shall not be entitled to cast their vote while members who have not cast their vote shall be able to exercise their voting rights at the EGM.

A person who has acquired shares and become a member of the Company after dispatch of Notice of EGM and holding shares as on cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request to NSDL. However if such person is already registered with NSDL for remote e-voting then the existing user ID and password may be used for casting votes. For any queries/grievances, in relation to remote e-voting etc. Members may contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent at the address / telephone Nos: MUFG Intime India Private Limited, Registrar and Share Transfer Agent, Rasoi Court, 5th Floor, 20, Sir R N Mukherjee Road, Kolkata - 700001, Contact No.-(033 40049728) E-mail : prasanta.sen@linkintime.co.in with a copy to duke.commerce@yahoo.com .

A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a Proxy to attend and vote on a poll instead of himself/herself and the Proxy need not be a member of the Company. The Instrument appointing Proxy to be valid should be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the commencement of the meeting.

For **Duke Commerce Limited**
Sd/-
Manisha Chandalia
Company Secretary
M. No. A36375

Date : **30.01.2026**
Place : **Kolkata**

বেহাল রাস্তায় দুর্ঘটনা, রণক্ষেত্র গঙ্গারামপুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: দীর্ঘদিনের বেহাল রাস্তা আর তার জেরে ঘটে যাওয়া পথ দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুক্রবার রণক্ষেত্রের চেহারা নিল দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর ব্লকের ঠ্যাঙাপাড়া এলাকা। প্রশাসনের উদাসীনতার অভিযোগে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে তীব্র রাজনৈতিক চাপানউতোর।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঠ্যাঙাপাড়া থেকে বিশরাইল পর্যন্ত প্রায় সাত কিলোমিটার রাস্তা দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে কঙ্কালসার অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বড় বড় গর্ত আর খানাখন্দে ভরা এই রাস্তায় যাতায়াত করা কার্যত প্রাণহাতে রাখার মতো। বাসিন্দাদের অভিযোগ, বৃহস্পতিবার ওই রাস্তায় একটি দুর্ঘটনা ঘটে, যার মূলে ছিল রাস্তার এই জরাজীর্ণ দশা। এরই প্রতিবাদে শুক্রবার বেলা ১১ টা নাগাদ ঠ্যাঙাপাড়ায় রাস্তা অবরোধ করেন ক্ষুব্ধ জনতা। এরফলে যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় এবং এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকেরা।

অন্যদিকে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শাসক ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে কাদা ছোড়াছুড়ি শুরু হয়েছে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বিজেপি সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী সরাসরি প্রশাসন ও তৃণমূলের দিকে আঙুল তুলেছেন। তিনি বলেন, 'তৃণমূল সরকার ও জেলা প্রশাসনের ব্যর্থতার কারণেই আজ সাধারণ মানুষকে ভুগতে হচ্ছে। এই রাজ্যে আন্দোলন না করলে কোনও কাজ হয় না। প্রশাসনের উদাসীনতার ফলেই বারবার দুর্ঘটনা ঘটছে।' যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তাঁদের দাবি, রাস্তাটি প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার অধীনে, যা একটি কেন্দ্রীয় প্রকল্প। কেন্দ্রীয় সরকার দীর্ঘদিন ধরে টাকা আটকে রাখায় মেরামতির কাজ থমকে আছে। এবিষয়ে জেলা পরিষদের সদস্য তথা তৃণমূলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি মৃণাল সরকার জানান, 'ঠ্যাঙাপাড়া-বিসরাইল পর্যন্ত রাস্তার অবস্থা সত্যিই খারাপ। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার টাকা না দিলে সংস্কার সম্ভব নয়। জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে একটি কালভার্ট মেরামতির আবেদন জানানো হয়েছে, যা দ্রুত শুরু হবে।' তিনি আরও যোগ করেন, রাজ্য সরকার 'পথশ্রী' প্রকল্পের মাধ্যমে অনেক কাজ করলেও কেন্দ্রীয় প্রকল্পের কাজগুলিই কেবল আটকে রয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলো একে অপরের ওপর দায় চাপালেও সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ কমছে না। বিক্ষোভকারীদের স্পষ্ট দাবি, রাজনৈতিক তরজা নয়, বরং দ্রুত রাস্তার সংস্কার চাই। প্রতিদিনের এই ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে গিয়ে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙেছে এলাকাবাসীর। দীর্ঘক্ষণ অবরোধ চলার পর প্রশাসনের আশ্বাসে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেও এলাকায় ক্ষোভ এখনো বজায় রয়েছে।

ভোট বয়কটের হুঁশিয়ারি আদিবাসী সংগঠনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ১০ দফা দাবি মানা না হলে ভোট বয়কটের হুঁশিয়ারি দিলেন আদিবাসী সংগঠনের পূর্ব বর্ধমানের ভারত জাকাত মাঝি পরগনার সদস্যরা। শুক্রবার গণডেপুটেশন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে। ব্যারিকেড করে মিছিল আটকানোর চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ তোলেন আদিবাসী সমাজের মানুষরা। ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটের আগে আদিবাসীদের ১০ দফা দাবি মানা না হলে, ভোট বয়কটের পথে হাঁটার হুঁশিয়ারি দেয় ভারত জাকাত মাঝি পরগনা। শুক্রবার পূর্ব বর্ধমানের জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দিতে এসে কড়া বার্তা দেন সংগঠনের নেতারা। সংগঠনের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে আদিবাসীদের ন্যায্য দাবিগুলি উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে। বিক্ষোভকারীদের প্রধান দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে, আদিবাসীদের ধর্মীয় পুজোর স্থানের জমি এখনও পর্যন্ত সরকারি নথিতে রেকর্ড হয়নি। পূর্ব বর্ধমান জেলায় প্রাথমিক স্তরের কোনও স্কুলে এখনও সাঁওতালি ভাষা চালু করা হয়নি। এসআইআর-এর নাম করে রাজনৈতিক দলগুলি আদিবাসীদের ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে। ডেপুটেশন দিতে গেলে ব্যারিকেড করে আটকানোর চেষ্টা করা হয়েছে বলে অভিযোগ। এছাড়াও তৃণমূল কংগ্রেসের আদিবাসী সেলের চেয়ারম্যান দেবু টুডুর অনশন কর্মসূচিকে কটাক্ষ করে ভারত জাকাত মাঝি পরগনার রাজ্য প্রেসিডেন্ট বিজয় চন্দ্র সরেন বলেন, 'এই অনশন পুরোপুরি রাজনৈতিক স্বার্থে করা হচ্ছে। পিছিয়ে পড়া আদিবাসীদের সঙ্গে কেউ কথা বলছে না।' সংগঠনের দাবি, অবিলম্বে আদিবাসীদের সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হলে আগামী দিনে আন্দোলন আরও তীব্র হবে।

রিলস বানাতে গিয়ে দুর্ঘটনার বলি শ্যালক ও জামাইবাবু

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: নতুন মোটর বাইক নিয়ে রাজ্য সড়কে শ্যালক ও জামাইবাবুর কেরামতি করছিল বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, বেপরোয়া গতিতে মোটরবাইক চালানোর সময় মোবাইলে রিলস বানাচ্ছিল ওই দু'জন। কিন্তু বেপরোয়া বলির গতি হওয়ার কারণেই মোটরবাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল শ্যালক ও জামাইবাবুর। বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে চাঁচল মহকুমার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার ফতেপুর এলাকার রাজ্য সড়কে। আর এই ঘটনার পর দুমড়ে মুচড়ে যায় মোটরবাইকটি। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানিয়েছে, ওই দু'জনের মাথায় কোনও হেলমেট ছিল না। পাশাপাশি ওরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিল। রাজ্য সড়কের ধারে একটি লোহার বিদ্যুতের খুঁটিতেই সজোরে মোটরবাইকটি ধাক্কা মারে চালক। মাথায় জোর চোট পায় দুজনই। বিকট আওয়াজ শুনে আশেপাশের লোকজন এসে আহতদের উদ্ধার করেই হরিশ্চন্দ্রপুর সরকারি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা ওই দুজনকে মৃত বলে ঘোষণা করে। মৃত শ্যালক ও জামাইয়ের পরিবারের স্ত্রী ও কোলের দুই কন্যা সন্তান রয়েছে। ঘটনাটি জানার পর শোকে ভেঙে পড়েছে গোটা পরিবার। ভাঙাচোরা ওই মোটরবাইকটি রাতেই রাজ্য সড়ক থেকে উদ্ধার করে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় নিয়ে গিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত শ্যালকের নাম পরীক্ষিত মণ্ডল (২৪)। তাঁর বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুরের খিদিরপুর এলাকায়। মৃত জামাইয়ের নাম কুশ মণ্ডল (২৯)। তাঁর বাড়ি বৈষ্ণবনগর থানার মির্জাচক এলাকায়। দু'জনেই পেশায় দিনমজুর। কিছুদিন আগে কিস্তির মাধ্যমে পরীক্ষিত প্রায় সাড়ে তিন লাখ টাকা দামের একটি মোটর বাইক কিনেছিল। পরীক্ষিতের সেই মোটর বাইকে চেপে ঘোরার শখ জেগেছিল তার জামাই কুশ মণ্ডলের। গত বুধবার রাতে বাইরে থেকে বাড়ি ফিরে বৃহস্পতিবার জামাইবাবুকে ডেকে পাঠায় শ্যালক পরীক্ষিত। এদিন রাতে পরীক্ষিত মোটরবাইক চালাচ্ছিল এবং জামাই কুশ মোবাইল রিলস্ করছিল। আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে ওই মোটর বাইকটি। চাঁচলের এসডপিও সোমনাথ সাহা জানিয়েছেন, পথদুর্ঘটনায় দুইজনের মৃত্যু হয়েছে। রাতে মৃতদেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। মোটরবাইকটি উদ্ধার করে সংশ্লিষ্ট থানায় নিয়ে গিয়েছে পুলিশ।

জিটি রোডে টোটোর ধাক্কায় মৃত্যু বৃদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: উওরপাড়ার শখের বাজারে জি টি রোডে টোটোর ধাক্কায় মৃত্যু বৃদ্ধার। আটক টোটো চালক। মৃতার নাম রেবা বন্দ্যোপাধ্যায় (৭১), বাড়ি উত্তরপাড়ার ১১ নম্বর ওয়ার্ড, ৬৫ শান্তিনগর স্ট্রিট। স্বামী সুখদেব ব্যানার্জী মহামায়াতে ভর্তি, তাঁকে দেখ তে আসছিলেন। জি টি রোড পার হচ্ছিলেন, ঠিক তখন শ্রীরামপুরের দিক থেকে একটি পণ্যবাহী টোটো বেপরোয়া গতিতে আসছিল। সজোরে ধাক্কা মারে বৃদ্ধাকে। এরপর রাস্তার পাশেই ছিটকে পরে রক্তপাত হতে থাকে কান দিয়ে। পাশেই মহামায়া শিশু ও মাতৃ মঙ্গল কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক মৃত বলে জানান।

অসম-কাণ্ডের প্রতিবাদে বিক্ষোভ আদিবাসীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: প্রতিবেশী রাজ্য অসমে আদিবাসী ও ভূমিপুত্রদের ওপর হামলা এবং ঘর বাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনার প্রতিবাদে সরব ভারত জাকাত মাঝি পারগনা মহল। শুক্রবার বালুরঘাটে বিশাল প্রতিবাদ মিছিল ও বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দেয় এই আদিবাসী সংগঠন। এদিন বিক্ষোভকারীরা জেলাশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী ও অসমের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, গত কয়েকদিন ধরে অসমে নিরীহ জনজাতি পরিবারগুলোর ওপর অমানবিক অত্যাচার চালানো হচ্ছে। বহু আদিবাসীর ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। যদিও এই হিংসার সঠিক কারণ এখনও স্পষ্ট নয়, তবে জনজাতি সম্প্রদায়ের ওপর এই ধরণের পরিকল্পিত হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে আক্রান্ত এলাকায় শান্তি ফিরিয়ে আনতে হবে এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

এদিন দুপুরে বালুরঘাট হাই স্কুল ময়দান থেকে একটি বিশাল প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান রাস্তা পরিক্রমা করে জেলা প্রশাসনিক ভবনের সামনে এসে শেষ হয়। মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা অসম সরকারের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন। অন্যদিকে, প্রতিবাদ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে কোনো রকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। কড়া নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয় গোটা চত্বর। তবে বিক্ষোভ কর্মসূচি সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন হয়। এ বিষয়ে সংগঠনের জেলা কমিটির তরফে লাল মার্ডি জানান, 'মোট ১১ দফা দাবিতে আমরা জেলাশাসকের কাছে লিখিত আকারে ডেপুটেশন জমা দিয়েছি। জেলাশাসক দাবিগুলো খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।'

ভাগীরথীর তীরে ভেসে উঠল গাঙ্গেয় ডলফিনের ক্ষতবিক্ষত দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাটোয়া: ফের পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ায় ভাগীরথী নদী থেকে উদ্ধার হল গাঙ্গেয় ডলফিনের দেহ। চরবিষ্ণুপুরের ঘাটে পূর্ণবয়স্ক ডলফিনের (ফিমেল) দেহ দেখতে পাওয়া যায়। দেহে মাছ ধরার লোহার শলাকা (কাঁটা) বিদ্ধ অবস্থায় ছিল। অনুমান এই লোহার শলাকার গোছা দিয়েই খুঁচিয়ে ডলফিনটিকে মারা হয়েছে। জল থেকে কোনও কারণে আর তুলতে পারেনি। বনদপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে ডলফিনটিকে উদ্ধার করেন। ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট এলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে বলে মত বন আধিকারিকদের। তবে কাটোয়ায় বারবার মৃত ডলফিন উদ্ধারের ঘটনায় উদ্বেগ বাড়ছে বনবিভাগের। ফিমেল ডলফিনটি অন্তঃসত্ত্বা ছিল কি-না তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। খতিয়ে দেখা হচ্ছে সামগ্রিক বিষয়।পরিবেশকর্মীরাও এই ঘটনায় যথেষ্ট চিন্তিত। এই বিষয়ে পরিবেশ কর্মী অর্ণব দাস জানিয়েছেন, 'দেখে মনে হচ্ছে ডলফিনটি ফিমেল ছিল। এবং সেটি অন্তঃসত্ত্বা ছিল। তবে পরীক্ষার পরেই বিষয়টি পরিষ্কারভাবে জানা যাবে। চোরা শিকারীরাই এই কাজ করছে বলে অনুমান। তেল বার করার জন্য। চড়া দামে তেল বিক্রি হয় গাঙ্গেয় ডলফিনের। তার জন্যই চোরা শিকারিরা ২০২৫ সালে ৯টি ডলফিনকে হত্যা করেছে। এবছর এখনও পর্যন্ত দুটি ডলফিনের দেহ পাওয়া গেছে। মোট ১১টি ডলফিন মারা গিয়েছে। ডলফিন পরিবেশের একটা বিরাট অঙ্গ। যেভাবে তাদের হত্যা করা হচ্ছে তাতে পরিবেশের উপর একটা ক্ষতি হতে পারে।'

DUKE COMMERCE LIMITED
CIN : L51909WB1982PC035425
Registered Office : Hongkong House, 1St Floor, 31 B. B. D. Bagh (S), Kolkata - 700001
Phone : (033) 22488891/92, E-mail : duke.commerce@yahoo.com
Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter ended 31st December 2025 (Rs. In lakhs)

Sl No.	Particulars	Quarter ended 31-12-2025 (Unaudited)	Quarter ended 30-09-2025 (Unaudited)	Quarter ended 31-12-2024 (Unaudited)	Nine Month Ended 31-12-2025 (Unaudited)	Nine Month Ended 31-12-2024 (Unaudited)	Year Ended 31-03-2025 (Audited)
1	**Income**						
	(a) Revenue from Operations						
	Interest Income	7.56	7.55	16.17	31.39	42.65	60.90
	Dividend Income	98.56	39.66	79.79	138.22	108.82	108.82
	Net gain on fair value changes	8.67	3.65	4.39	18.19	19.51	26.46
	Total Revenue from Operation	**114.78**	**50.86**	**100.35**	**187.79**	**170.98**	**196.18**
	(b) Other Income	0.40	-	-	0.40	-	-
	Total Income (a+b)	**115.18**	**50.86**	**100.35**	**188.19**	**170.98**	**196.18**
2	**Expenses**						
	a) Finance Costs	-	-	-	-	-	-
	b) Impairment on Financial Instruments	-	-	0.19	(1.00)	1.35	1.35
	c) Employees benefit expenses	3.31	4.12	4.43	11.15	5.40	8.33
	d) Depreciation and amortisation expense	0.33	0.31	0.40	0.96	1.05	1.45
	e) Other expenditure	6.15	5.06	0.56	13.71	2.36	3.56
	Total Expenses	**9.78**	**9.49**	**5.58**	**24.81**	**10.16**	**14.70**
3	**Profit / (Loss) before tax (1-2)**	**105.40**	**41.37**	**94.77**	**163.38**	**160.82**	**181.47**
4	**Tax Expenses**	**1.72**	**0.89**	**-**	**1.06**	**-**	**48.57**
5	**Profit / (Loss) for the period (3-4)**	**103.67**	**40.48**	**94.77**	**162.31**	**160.82**	**132.91**
6	**Other comprehensive income**						
	(i) Items that may be reclassified to profit or loss (net of tax)	-	-	-	-	-	-
	(ii) Items that will not be reclassified to profit or loss (net of tax)	181.21	(3,069.69)	(1,142.63)	(271.84)	5,772.12	4,760.16
	Total comprehensive income/ (loss) for the period (net of tax)	**181.21**	**(3,069.69)**	**(1,142.63)**	**(271.84)**	**5,772.12**	**4,760.16**
7	**Total comprehensive income/ (loss) for the period (5+6)**	**284.89**	**(3,029.21)**	**(1,047.86)**	**(109.52)**	**5,932.94**	**4,893.07**
8	**Paid-up equity share capital (Face value per share : Rs. 10/-)**	**95.66**	**95.66**	**95.66**	**95.66**	**95.66**	**95.66**
9	**Other Equity**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**32,272.17**
10	**Earnings/ (loss) per Equity Share of face value of Rs. 1o/- each (Not Annualised)**						
	(a) Basic	**10.84**	**4.23**	**9.91**	**16.97**	**16.81**	**13.89**
	(b) Diluted	**10.84**	**4.23**	**9.91**	**16.97**	**16.81**	**13.89**
		(Not Annualised)	(Not Annualised)	(Not Annualised)	(Not Annualised)	(Not Annualised)	(Annualised)

NOTES :
1) The above results has been reviewed and recommended by Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on 30th of January, 2026.
2) The Company is engaged primarily in the business of Investing and accordingly there are no separate reportable segments as per Ind AS 108 dealing with Operating Segments.
3) Provision for current tax and statutory reserves, expected credit loss, gratuity & leave if any, is provided at the year end.
4) The financial results of the company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ("Ind AS") as prescribed under section 133 of Companies Act, 2013 read with companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 and relevant amendment rules there after.
5) The Limited Review for the quarter ended 31st December 2025 has been carried out by the Statutory Auditors, as required under Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulation 2015.
6) The figure of the previous periods has been regrouped / reclassified, wherever necessary, to conform to the classification for the quarter ended 31st December 2025.

For and on behalf of the Board of Directors
DUKE COMMERCE LIMITED
PIYUSH KHAITAN
DIRECTOR
DIN : 00348151

Place : Kolkata
Date : 30th January, 2026.

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060, 9831919791

WEBSOL

ওয়েবসোল এনার্জি সিস্টেম লিমিটেড
সিআইএন - L29307WB1990PLC048350
রেজিঃ অফিস : ৫২/১, শেক্সপিয়র সরণি, ইউনিমার্ক এশিয়ান, ৮ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০১৭টেলি: ০৩৩ ৪০০৯ ২১০০
ওয়েবসাইট: www.websolenergy.com, ইমেল: info@websolenergy.com

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের সারাংশ (কোটিতে)

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৫ অনিরীক্ষিত	স্ট্যান্ডঅ্যালোন ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৫ অনিরীক্ষিত	স্ট্যান্ডঅ্যালোন ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৪ অনিরীক্ষিত	স্ট্যান্ডঅ্যালোন নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৫ অনিরীক্ষিত	স্ট্যান্ডঅ্যালোন নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৪ অনিরীক্ষিত	স্ট্যান্ডঅ্যালোন বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ নিরীক্ষিত	কনসোলিডেটেড ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৫ অনিরীক্ষিত	কনসোলিডেটেড ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৫ অনিরীক্ষিত	কনসোলিডেটেড ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৪ অনিরীক্ষিত	কনসোলিডেটেড নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৫ অনিরীক্ষিত	কনসোলিডেটেড নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৪ অনিরীক্ষিত	কনসোলিডেটেড বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ নিরীক্ষিত
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	২৬১.০২	১৬৮.২২	১৪৭.৩১	৬৪৭.৯৯	৪০২.৪৭	৫৭৫.৪৬	২৬১.০২	১৬৮.২২	১৪৭.৩১	৬৪৭.৯৯	৪০২.৪৭	৫৭৫.৪৬
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ (কর এবং ব্যতিক্রমী দফা পূর্ব)	৮৮.১১	৫৯.৮৫	৪৮.১২	২৩৮.৯৪	১২৮.৫৭	১৯৪.৪৭	৮৮.১১	৫৯.৮৫	৪৮.১২	২৩৮.৫৭	১২৮.৫৭	১৯৪.৪৭
৩	কর পূর্ব সময়কালের জন্য নিট লাভ (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	৮৪.০০	৫৯.৮৫	৪৮.১২	২৩৪.৮৩	১২৮.৫৭	১৯৪.৪৭	৮৪.০০	৫৯.৮৫	৪৮.১২	২৩৪.৮৩	১২৮.৫৭	১৯৪.৪৭
৪	কর পরবর্তী সময়কালের জন্য নিট লাভ (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	৬৪.৯৮	৪৬.৩২	৪১.৫৬	১৭৮.৫০	১০৬.৪৬	১৫৪.৭৪	৬৪.৯৮	৪৬.৩২	৪১.৫৬	১৭৮.৫০	১০৬.৪৬	১৫৪.৭৪
৫	এই সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় (সময়কালের জন্য মুনাফা এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় নিয়ে গঠিত)	৬৫.২৩	৪৬.২৪	৪১.৫০	১৭৮.৫৯	১০৬.২৭	১৫৪.৪১	৬৫.২৩	৪৬.২৪	৪১.৫০	১৭৮.৫৯	১০৬.২৭	১৫৪.৭৪
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০/-)	৪২.২১	৪২.২১	৪২.২১	৪২.২১	৪২.২১	৪২.২১	৪২.২১	৪২.২১	৪২.২১	৪২.২১	৪২.২১	৪২.২১
৭	অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	-	-	২৩৫.৮৪	-	-	-	-	-	২৩৫.৮৪
৮	শেয়ার প্রতি আয় (ফেস ভ্যালু প্রতি শেয়ার ১/-) (৩১ মার্চ, ২০২৫ সমাপ্ত বর্ষ ব্যতীত বার্ষিকীকৃত নয়)												
	(ক) মৌলিক ( )	১.৫৪	১.১০	০.৯৯	৪.২৩	২.৫২	৩.৬৭	১.৫৪	১.১০	০.৯৯	৪.২৩	২.৫২	৩.৬৭
	(খ) মিশ্রিত ( )	১.৫২	১.০৮	০.৯৭	৪.১৬	২.৪৯	৩.৬২	১.৫২	১.০৮	০.৯৭	৪.১৬	২.৪৯	৩.৬২

দ্রষ্টব্য :
১. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীন স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ।
২. আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যথা বিএসই ওয়েবসাইট (www.bseindia.com), এনএসই ওয়েবসাইট (www.nseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েসাইটে (www.websolenergy.com)।
৩. উপরোক্ত আর্থিক ফলাফল বিবরণীটি নিরীক্ষা কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ২৯ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
স্বা/-
সোহন লাল আগরওয়াল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

স্বাক্ষরের স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৯ জানুয়ারি, ২০২৬

SBI

এসবিআই, হোম লোন সেন্টার রাজারহাট (১৬৮২২)
বেঞ্চমার্ক, সিটি সেন্টার - ২-এর নিকট, সন্তোষ চেম্বার, ব্লক -এ,
৩য় তল, রাজারহাট, নিউটাউন, বাইপাস রোড, নোয়াপাড়া, পো - হাতিয়ারা,
কলকাতা - ৭০০১৬১ ইমেল : sbi.16822@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা এবং শাখার নাম	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ	এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ (নোটিশের তারিখ অনুযায়ী)
১	**প্রয়াত অনুসূয়া চৌধুরী সেনগুপ্ত এর এস্টেট, ঠিকানা :** ফ্ল্যাট -ডি-৪০১, ৫মতল, বিকাশ ভবন, এইচবি টাউন, রোড নং ৫, সোদপুর , থানা খড়দহ, কলকাতা -৭০০১১০ , **আরও ঠিকানা :** ৩৯/৩ ব্লক -বিসি, সেক্টর -১, সল্টলেক, কলকাতা -৭০০০৬৪। **হোম লোন এ/সি নং ৩৬২৭৩৫৭২৬৯৫। শাখার নাম : সল্ট লেক এ ই মার্কেট (৬৭৯৪) শাখা।**	**অংশ -১ দায়বদ্ধতার ধরন - নেই, অংশ -২, স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং অবাধ, উত্তর-পূর্ব-দক্ষিণ দিকে বসবাসের ফ্ল্যাট নং ডি-৪০১, পাঁচতলায় পরিমাপ কমবেশি ১৩০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া তদস্থিত বহুতল ভবন পরিচিত বিকাশ ভবন নামে, টাইলস মেঝে, তিন বেড রুম, এক কিচেন, এক ড্রইং তথা ডাইনিং, দুই টয়লেট, ব্যালকনি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ , পানিহাটি পুরসভা অধিক্ষেত্রে ওয়ার্ড নং ৩১, হোল্ডিং নং ২৯, এইচ বি টাউন, রোড নং ৫, থানা খড়দহ, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা,। উক্ত ফ্ল্যাট অবস্থিত বাস্তু জমির পরিমাপ ৫ কাঠা, স্কিম প্লট নং ৩০১, তদস্থিত বহুতল ভবন নাম বিকাশ ভবন, অবস্থিত মৌজা - সোদপুর, জেএল নং ৮, আরএস নং ৪৫, আরএস দাগ নং ৮৭৫, আরএস খতিয়ান নং ৯৪১, পানিহাটি পুরসভা অধিক্ষেত্রে ওয়ার্ড নং ৩১। হোল্ডিং নং ২৯, এইচ বি টাউন, রোডন নং ৫, থানা খড়দহ, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা। স্বত্ব দলিল রেজিস্ট্রিকৃত বুক নং ১, ভলুম নং ১৫২৪-২০১৬, পৃষ্ঠা ১৮৬৫২৮ থেকে ১৮৬৫৬৪, দলিল নং ১৫২৪০৬৩৭৭-২০১৬ সালের। **সম্পত্তি শ্রীমতি অনুসূয়া চৌধুরী (সেনগুপ্ত) এর নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে খোলা জায়গা। দক্ষিণে : খোলা জায়গা। পূর্বে : খোলা জায়গা। পশ্চিমে : সকলের ব্যবহারের সিঁড়ি, লিফট এবং অন্যান্যর ফ্ল্যাট।	০৭.০১.২০২৬	২৮.১২.২০২৫	**৪,৪২,৬৯১.০০ টাকা** (চার লাখ বিয়াল্লিশ হাজার ছশো একানব্বই টাকা) **০৭.০১.২০২৬** অনুযায়ী সুদ সহ। আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের জন্য সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

তারিখ : ৩১.০১.২০২৬
স্থান - কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রামীণ ব্যাংক
WEST BENGAL GRAMIN BANK

বর্ধমান শাখা
বাদামতলা, কালনা রোড, বর্ধমান, পিন - ৭১৩১০৩
জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ

দখল নোটিশ [রুল ৮(১)] পরিশিষ্ট - IV (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
এতদ্বারা **ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, বর্ধমান শাখা** এর অনুমোদিত অফিসার ২০০২ (২০০২ এর নং ৫৪) সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন। সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে ২০০২ সালের উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তির প্রতীকী স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রামীণ ব্যাঙ্ক,-এর নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা, জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখল নোটিশ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দাবি নোটিশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টাকা)
১	**ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতি মৌসুমী সিনহা,** স্বামী অনিত কুমার সিনহা, **ঠিকানা :** ৩ নং শ্যামলাল কলোনি, পো রাজবাটী, থানা বর্ধমান, জেলা পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩১০৪ এবং **শ্রী অনিত কুমার সিনহা, (সহ ঋণগ্রহীতা),** পিতা অমরেন্দ্র নাথ সিনহা, **ঠিকানা :** ৩ নং শ্যামলাল কলোনি, পো রাজবাটী, থানা বর্ধমান, জেলা পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩১০৪ । **শাখা : বর্ধমান শাখা।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন, মৌজা -বর্ধমান, জেএল নং ৩০, খতিয়ান নং এলআর ২২৬০২ এবং ২২৫৯৯, দাগ /প্লট নং ৫২৭৬ এবং ৫২৭৮, পরিমাপ এরিয়া ৪.৯৫ ডেসিমেল, জমির শ্রেণি - বাস্তু, বর্ধমান পুরসভার ওয়ার্ড নং ২৭ অধীন, থানা বর্ধমান, এডিএসআর অফিস -বর্ধমান, জেলা পূর্ব বর্ধমান। **সম্পত্তি শ্রীমতি মৌসুমী সিনহা এবং শ্রী অনিত কুমার সিনহা এর নামে, বন্ধকদত্ত দলিল নং ১-৮৩০-২০২৩ সালের। চৌহদ্দি :** উত্তরে ৮ ফুট চওড়া কংক্রিট রোড, । দক্ষিণে : অন্যান্যর জমি এবং ভবন। পূর্বে : অন্যান্যর জমি এবং ভবন। পশ্চিমে অন্যান্যর জমি এবং ভবন।	ক) ২৮.০১.২০২৬ খ) ১৪.১১.২০২৫ গ) (ক) ৪৫,৮৬,৮২৬.০০ টাকা (পঁয়তাল্লিশ লাখ ছিয়াশি হাজার আটশ ছাব্বিশ টাকা) ১৪.০৮.২০২৫ অনুযায়ী (৩১.০৫.২০২৫ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ) এবং এ/সি নং ১০৬৪০৬১০০২১৭৭৫ (খ) ১৪,৪৪,২৯৬.০০ টাকা চোদ্দ লাখ চুয়াল্লিশ হাজার দুশো ছিয়ানব্বই টাকা) ৩১.০৭.২০২৫ অনুযায়ী (৩১.০৭.২০২৫ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ) এবং এ/সি নং ১০৬৪০৬১০০২১৮২৭ এবং প্রযোজ্য সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ সহ

তারিখ : ২৮.০১.২০২৬
স্থান : বর্ধমান

স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, বর্ধমান রিজিওনাল অফিস

punjab national bank
Together for the better

সার্কেল অফিস মুম্বই সিটি
ইউ বি আই টাওয়ার, ৭ম তল, ২৫, স্যার পি এম রোড
ফোর্ট, মুম্বই - ৪০০ ০০১
ইমেল : cs6041@pnb.bank.in

সারফেসি আইন অধীনে জামিনদত্ত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

জামিনদত্ত সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি কার্যকরভাবে/স্বত্ব দখল/ প্রতীকী দখল নিয়েছেন জামিন অধীনে ঋণদাতা ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার এবং তা 'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে উল্লিখিত তারিখে নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্ক/জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া সমুদয় সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা নিম্নোক্ত টেবিলে উল্লিখিত হবে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির অধীন অনুযায়ী।

জামিন অধীনে সম্পদের সিডিউল

ক্রম নং	শাখার নাম/ অ্যাকাউন্ট নাম/ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা	বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত/মালিকের নাম [সম্পত্তি(সমূহ) এর বন্ধকদাতা]	ক) ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে দাবি নোটিশের তারিখ খ) ১৩(২) ধারা অধীনে বকেয়া পরিমাণ, সুদ এবং চার্জ সহ গ) ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে দখলের তারিখ ঘ) দখলের প্রকৃতি প্রতীকী/স্বত্ব/কার্যকরী	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি (ইএমডি জমা দেবার শেষ তারিখ) গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ	ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	জামিনদত্ত বিনিয়োগকারীগণের জ্ঞানমতে দায়বদ্ধতার বিস্তারিত
১.	এআরএমবি মুম্বই সিটি শ্রী রাজেশ চক্রবর্তী।	বসবাসের ফ্ল্যাট দোতলায় সম্পত্তি অবস্থিত পুরসভা প্রেমিসেস নং এ/পি-১৪৭/বি, মেট্রোপলিটান কোঅপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি লি., ক্যানাল সাউথ রোড, কলকাতা -৭০০১০৫, থানা প্রগতি ময়দান, ওয়ার্ড নং ৫৭, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, -৭০০১০৫।	ক) ০১.০৭.২০২৫ খ) ৮৯,৪৪,২২৪.৪৫ টাকা ৩১.১০.২০২৫ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ গ) তারিখ : ২১.১১.২০২৫ ঘ) প্রতীকী	ক) ১,১২,৫৪,০০০ টাকা খ) ১১,২৫,৪০০ টাকা (১৮.০২.২০২৬ সকাল ১১টা পর্যন্ত) গ) ২৫,০০০ টাকা	১৮.০২.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত	জানা নেই

নিয়ম এবং শর্তাবলী
১. বিক্রয়টি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এ নির্ধারিত শর্তাবলী এবং নিম্নলিখিত আরও শর্তাবলী সাপেক্ষে হবে
২. সম্পত্তিগুলি ''যেখানে যেমন আছে'', ''যেখানে যা আছে'' এবং ''যেমন অবস্থায় আছে'' ভিত্তিতে বিক্রি করা হচ্ছে।
৩. উপরে তফসিলে উল্লেখিত সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ অনুমোদিত কর্মকর্তার সর্বোত্তম তথ্য অনুসারে বলা হয়েছে, তবে অনুমোদিত কর্মকর্তা এই ঘোষণায় কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা বাদ পড়ার জন্য দায়ী থাকবেন না।
৪. বিক্রয়টি https://baanknet.com ওয়েবসাইটে প্রদত্ত ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা করা হবে।
৫. বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে www.baanknet.com এবং www.pnbindia.in দেখুন।
৬. যোগাযোগকারী ব্যক্তি শ্রী সুশীল কুমার - ৮৪২০১৯৪৬৭৪, শ্রী রিজবানআলি এস সৈয়দ - ৭৭৬৮৯৪১২৫৬।
৭. উপরোক্ত যেকোনো আইপির জন্য দরদাতাকে নির্ধারিত রিজার্ভ মূল্যের অতিরিক্ত উল্লেখিত ন্যূনতম বর্ধিত পরিমাণ যোগ করে দরপত্র জমা দিতে হবে।
দ্রষ্টব্য কেন্দ্রীয় সরকার/রাজ্য সরকার/যেকোনো আইপির যেকোনো আইনগত বকেয়া আইপির ক্রেতা কর্তৃক পরিশোধ করা হবে, ব্যাংক কোনও ধরণের বকেয়া বহন করবে না। অতীত/বর্তমান/ভবিষ্যৎ।

২০০২ সালের সারফেসি আইনের রুল ৮(৬) অধীনে ১৫ দিনের বিধিবদ্ধ বিক্রয় নোটিশ

তারিখ : ৩১.০১.২০২৬
স্থান : কলকাতা

স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

হিমাচলে আগামী চার দিন বৃষ্টি ও তুষারপাতের সতর্কতা

শিমলা, ৩০ জানুয়ারি: হিমাচল প্রদেশে আবার সক্রিয় হচ্ছে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। এর জেরে আগামী চার দিন রাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকায় বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। শুক্রবার আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়তে পারে রবিবার।

সিমলা আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, শুক্রবার রাত থেকে ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রাজ্যের পাহাড়ি ও সমতল, দু'ধরনের এলাকাতেই আবহাওয়া প্রতিকূল থাকতে পারে। উঁচু অঞ্চল যেমন কুল্লু, চাম্বা, লাহৌল-স্পিতি ও কিন্নৌরে তুষারপাতের সম্ভবনা রয়েছে। অন্যদিকে মাঝারি ও নিম্নাঞ্চলে বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রবল।

১ ফেব্রুয়ারি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝোড়ো হাওয়ার (৪০,৬০ কিমি প্রতি ঘণ্টা) সতর্কতা জারি করেছেন আবহবিদরা। হলুদ সতর্কতা জারি হয়েছে রাজ্যের একাধিক জেলায়। এদিন এক আবহবিদ জানান, টানা মেঘলা আকাশের জেরে তাপমাত্রা আরও নামতে পারে। জানুয়ারি মাসে ইতিমধ্যেই স্বাভাবিকের তুলনায় ২৯ শতাংশ বেশি বৃষ্টিপাত রেকর্ড হয়েছে।

এদিকে, আগের দফার বৃষ্টি ও তুষারপাতের প্রভাব এখনও কাটেনি। রাজ্য জরুরি পরিষেবা বিভাগ জানিয়েছে, এখনও ৬৫২টি রাস্তা বন্ধ রয়েছে, যার মধ্যে তিনটি জাতীয় সড়ক। বিদ্যুৎ ও জল সরবরাহ ব্যবস্থাও বিপর্যস্ত, ৬৬৯টি বিদ্যুতের ট্রান্সফরমার এবং ১৪৭টি পানীয় জল প্রকল্প ব্যাহত হয়েছে। সিমলা অঞ্চলের ওপরের অংশে যাওয়ার সঙ্গে সংযোগকারী জাতীয় সড়ক তিন দিন পর চালু হলেও রোহরু, চৌপাল এবং রামপুরের বহু সংযোগ সড়ক এখনও বন্ধ। ঠান্ডার দাপটও বাড়ছে, লাহৌল-স্পিতির তাবোতে তাপমাত্রা নেমেছে মাইনাস ১০ ডিগ্রির নীচে।

দুই মহিলা-সহ চার মাওবাদীর আত্মসমর্পণ

সুকমা, ৩০ জানুয়ারি: ছত্তিশগড়ের সুকমা জেলায় শুক্রবার দুই মহিলা-সহ চার জন মাওবাদী অস্ত্র-সহ আত্মসমর্পণ করেছেন। এঁদের খোঁজ দিলে মোট ৮ লক্ষ টাকা পুরস্কারের কথা ঘোষণা করা হয়েছিল পুলিশের তরফে। আত্মসমর্পণ করা মাওবাদীরা দক্ষিণ বস্তারের কিস্তরাম কমিটির সদস্য। এ দিন তাঁরা রাজ্যের পুনা মার্গেম (সমাজের মূল স্রোতে ফিরে আসা) উদ্যোগের অধীনে আত্মসমর্পণ করেছেন বলে জানান বস্তার রেঞ্জের আইজিপি সুন্দররাজ পি।

ছত্তীসগঢ় পুলিশ সূত্রে খবর, ওই চার জনের মাথার দাম রাখা হয়েছিল ৮ লক্ষ টাকা। শুক্রবার সুকমা জেলায় অস্ত্র-সহ সকলে আত্মসমর্পণ করেছেন। পুলিশের দাবি, ধরা দেওয়া মাওবাদীরা জানিয়েছেন, সম্প্রতি ছত্তিশগড় সরকার তাঁদের জন্য যে আত্মসমর্পণ এবং পুনর্বাসন 'নীতি' তৈরি করেছে, তাতে তাঁরা খুশি হয়েছেন। এ ছাড়াও আত্মসমর্পণকারী মাওবাদীদের মধ্যে রয়েছেন মদকাম গঙ্গা ওরফে দাদর গঙ্গা, মাধবী বুধারি এবং সোধি রাজে। এঁদের প্রত্যেকের খোঁজের জন্য ১ লক্ষ টাকা করে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল।

ছত্তিশগড় পুলিশ জানিয়েছে, আত্মসমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের কাছে থাকা অস্ত্র পুলিশের হাতে দিয়েছেন চার জন। তাঁদের কাছে ছিল একটি ইনসাস রাইফেল, সিঙ্গল লোডিং রাইফেল (এসএলআর), পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি রাইফেল, পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফাইভ রাইফেল এবং বিস্ফোরক। পুলিশ-প্রশাসনের দাবি, ছত্তিশগড়ে মাওবাদী প্রভাবিত অঞ্চলগুলিতে নিরাপত্তাব্যবস্থা বৃদ্ধির সঙ্গে এলাকার সার্বিক উন্নয়নের ফল মিলছে। সুকমার কিস্তারাম ও গোলাপল্লি এলাকায় নতুন নিরাপত্তা শিবির স্থাপিত হয়েছে। উন্নত সড়ক যোগাযোগ এবং ধারাবাহিক ও কার্যকর মাওবাদী-বিরোধী অভিযানের সাফল্য মিলছে। মাওবাদী কার্যকলাপ উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পাওয়ার মূল কারণ এগুলোই। নতুন চার আত্মসমর্পণকারী মাওবাদী সরকারি নীতি অনুযায়ী পুনর্বাসন, আর্থিক সহায়তা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

ভারত থেকে নিপা ভাইরাস ছড়ানোর ঝুঁকি কম, বার্তা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি: সারা বিশ্বের কাছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) স্পষ্ট করে দিয়েছে, ভারত থেকে মারণ নিপা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি কমই। তাই এই মুহূর্তে অন্য কোনও দেশ থেকে ভারতে ভ্রমণ বা বাণিজ্য বিধিনিষেধের প্রয়োজন নেই। এখনও পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে সংক্রমণের ঘটনা দু'টি। এই প্রসঙ্গে হু জানিয়েছে, ভারতের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে। এখন যা পরিস্থিতি, তাতে মানুষ থেকে মানুষে নিপা সংক্রমণ বৃদ্ধির কোনও প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি। তাই এই পরিস্থিতিতে ভারতে এখনই ভ্রমণ বা বাণিজ্যে বিধিনিষেধ জারি করা হচ্ছে না বলে জানাল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

নিপা ভাইরাস ছড়ায় মূলত বাদুড়ের মাধ্যমে। তাই মানুষ থেকে মানুষের মধ্যে নিপা সংক্রমণের সম্ভাবনা খুবই কম, এমনটাই জানিয়েছে হু। সংস্থার তরফ থেকে বিবৃতি দিয়ে বলা হয়, নিপা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়লেও সেই পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে ভারতের। যেভাবে আমজনতার জন্য স্বাস্থ্য নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে, জনস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য কেন্দ্র এবং রাজ্য একযোগে কাজ করেছে, তাতে প্রমাণিত হয়েছে যে নিপা ভাইরাস নিয়ে ভারতের আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। এখনও পর্যন্ত ভারতে মানুষের মাধ্যমে নিপা সংক্রমণ বৃদ্ধির প্রমাণও মেলেনি।হু-র তরফে আরও জানানো হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে নিপা আক্রান্তদের সংস্পর্শে আসা ১৯৬ জনকে পরীক্ষা করা হয়েছে। তাঁদের দেহে ভাইরাস মেলেনি। তাই পশ্চিমবঙ্গে নিপা সংক্রমণের হার একেবারেই আশঙ্কাজনক নয়।

কাশ্মীরে রাতের তাপমাত্রা বৃদ্ধি, শৈত্যপ্রবাহ থেকে স্বস্তি

শ্রীনগর, ৩০ জানুয়ারি: প্রচণ্ড শীতের জন্য পরিচিত ৪০ দিনের 'চিল্লাই কালান' পর্ব শেষ হতেই কাশ্মীর উপত্যকার অধিকাংশ এলাকায় রাতের তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করেছে। শুক্রবার থেকে শ্রীনগর-সহ বহু অঞ্চলে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের ওপরে উঠে যাওয়ায় তীব্র ঠান্ডা থেকে কিছুটা স্বস্তি মিলেছে।

শুক্রবার আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, শ্রীনগরে রাতের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসে, যা আগের রাতের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। এই তাপমাত্রা গড় তাপমাত্রার চেয়েও ২ ডিগ্রির বেশি। কোনিবল, পুলওয়ামা ও কুলগাম-সহ একাধিক এলাকায়ও তাপমাত্রা হিমাঙ্কের ওপরে উঠেছে।

তবে উপত্যকার উচ্চ পার্বত্য অঞ্চল এখনও কনকনে ঠান্ডার কবলে। গ্যান্ডেরবাল জেলার সোনমার্গে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেমেছে মাইনাস ১০.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে, যা রাজ্যের সবচেয়ে ঠান্ডা এলাকা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। বারামুলার গুলমার্গে তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ৯ ডিগ্রি, পহেলগামে মাইনাস ৫.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কাজিগুন্ড, কোকেরনাগ এবং কুপওয়ারায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা শূন্যের নিচে রয়েছে।

প্রসঙ্গত, চিল্লাই কালান শুরু হয়েছিল ২১ ডিসেম্বর। এই সময় উপত্যকার উঁচু এলাকায় একাধিকবার ভারী তুষারপাত হয়েছে, পাশাপাশি শ্রীনগর ও সমতল অঞ্চলেও হালকা থেকে মাঝারি তুষারপাত দেখা গেছে। চিল্লাই কালান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছে ২০ দিনের 'চিল্লাই খুর্দ' (ছোট শীত), যার পর ১০ দিনের 'চিল্লাই বাচ্চা' পর্ব চলবে।

এদিন আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আগামী রবিবার কাশ্মীর উপত্যকায় একটি নতুন পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাব পড়তে পারে, যার ফলে ফের আবহাওয়ার পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে।

ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন দিল্লি ও আশপাশ অঞ্চল

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি: ঘন কুয়াশায় শুক্রবার সকালে ঘুম ভাঙল দিল্লিবাসীর। শুক্রবার বেশ বেলা পর্যন্ত চারিদিকে ঘন কুয়াশা, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। তার সঙ্গেই খারাপ হচ্ছে বাতাসের গুণগত মান। আবহাওয়ার বদলের মাঝেই চিন্তা বাড়াচ্ছে বাতাসের 'খারাপ' মান। শুক্রবার সকালের তথ্য অনুযায়ী, কয়েকটি মনিটরিং স্টেশন ছাড়া দিল্লির বেশিরভাগ জায়গায় বাতাসের গুণগত মান 'অতি খারাপ' অবস্থায় রয়েছে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের হিসেব অনুযায়ী, শুক্রবার সকালে দিল্লির গড় বায়ুর গুণমান ২৩১। দিল্লিতে গত কয়েকদিন ধরেই বৃষ্টি চলছে। তাঁর সঙ্গে ঠান্ডা উত্তুরে হাওয়ার দাপটও। বৃষ্টির কারণে কিছুটা কম হয়েছে দিল্লির দূষণের মাত্রা। তবে, ঘন কুয়াশায় তা বোঝার উপায় নেই। দিল্লির মোট ৩৯টি মনিটরিং স্টেশনের মধ্যে ১৩টিতে দূষণের মাত্রা 'মডারেট'। ২২টি স্টেশনের দূষণের মাত্রা রয়েছে খারাপ পর্যায়ে। আর চারটি স্টেশনের অবস্থা 'অতি খারাপ' অবস্থায় রয়েছে। আনন্দ বিহার - ২৯১, অশোক বিহার - ২৭১, বাওয়ানা - ২৪১, বুরারি ক্রসিং - ২১৪, দ্বারকা সেক্টর ৮ - ২৯০, জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়াম - ২৮২, রোহিণী - ২৭৬ বায়ুর গুণমানের মাত্রা। এ ছাড়াও আরকে পুরম, নেহরু নগর এবং সিটি ফোর্ট এলাকায় বাতাসের গুণগত মান ছাড়িয়েছে ৩০০-র গণ্ডি। খারাপ অবস্থা নয়ডাতেও। সেখানেও বেশ কিছু জায়গায় বায়ুর গুণমানের গণ্ডি ছাড়িয়েছে ২৫০-এর মাত্রা।

রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মাঝে আপাত স্বস্তি, শাটডাউন এড়াল আমেরিকা

ওয়াশিংটন, ৩০ জানুয়ারি: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সরকারি কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আপাতত কাটল। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ডেমোক্র্যাট সেনেট সদস্যদের মধ্যে একটি সমঝোতা হওয়ায় ফেডারেল সরকারের বেশিরভাগ বিভাগ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অর্থ বরাদ্দ পেতে চলেছে। হোয়াইট হাউস ও সেনেট সূত্রে এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

সমঝোতা অনুযায়ী, হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ ছাড়া বাকি সব দফতরের জন্য নিয়মিত তহবিল চালু থাকবে। এই বিভাগটির ক্ষেত্রে আপাতত দু'সপ্তাহের একটি অস্থায়ী অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে মিনিয়াপোলিসে দুই মার্কিন নাগরিকের হত্যাকাণ্ড ঘিরে যে রাজনৈতিক চাপ তৈরি হয়েছে, সেই বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য সময় বের করতেই এই সিদ্ধান্ত বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা।

সেনেট সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতেই (ভারতীয় সময় অনুযায়ী শুক্রবার) এই অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাবের ওপর ভোট হতে পারে। যদি সমঝোতা ভেস্তে যেত, তাহলে শনিবার মধ্যরাতের পর থেকেই একাধিক ফেডারেল সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প উভয় দলের সেনেট সদস্যদের এই চুক্তির পক্ষে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, দীর্ঘ শাটডাউন দেশ পরিচালনার গতিকে ব্যাহত করবে। কংগ্রেসে রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটদের একসঙ্গে এগিয়ে আসাকে তিনি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার বার্তা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এই সমঝোতা আসে সেনেটে ১.২ ট্রিলিয়ন ডলারের বৃহৎ ফান্ডিং প্যাকেজ খারিজ হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই। এর আগে সেনেটের ডেমোক্র্যাট নেতা চাক শুমার মিনিয়াপোলিসের ঘটনার প্রসঙ্গ তুলে মার্কিন কংগ্রেসের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। অন্যদিকে হাউস স্পিকার মাইক জনসন জানান, বুধবার এই বিষয় নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে, যেখানে হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে একাধিক বৈঠকও হয়।

ময়দান

সঞ্জুর শহরে গিয়েই ভারতীয় অধিনায়ক হয়ে গেলেন বডিগার্ড!

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের শেষ ম্যাচ খেলতে তিরুঅনন্তপুরমে পৌঁছেছে ভারতীয় দল। কেরালায় পা রেখেই দলের অন্দরে তৈরি হল এক মজার মুহূর্ত। সঞ্জু স্যামসনের নিজের রাজ্যে ফেরাকে স্মরণীয় করে তুললেন অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব, মজা করে সঞ্জুর 'ব্যক্তিগত দেহরক্ষী' সেজে।

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড সমাজমাধ্যমে যে ভিডিয়োটি প্রকাশ করেছে, তাতে দেখা যায় বিমানবন্দরে নামার পর টিম বাসের দিকে এগোনোর সময় সূর্য সঞ্জুর সামনে দাঁড়িয়ে ভিড় সরিয়ে দিচ্ছেন। হাসিমুখে তিনি বলছেন, 'রাস্তা ছাড়ুন, পাশে সরে যান, দয়া করে পথ দিন। কেউ ছবি তুলবেন না, চেট্টাকে কেউ বিরক্ত করবেন না।' সূর্যের এই কাণ্ডে হেসে ফেলেন সঞ্জু। মজার ছলে লজ্জাও পেয়ে যান তিনি। পুরো মুহূর্তটাই ছিল হালকা, বন্ধুত্বপূর্ণ এবং টিমের ভিতরের সৌহার্দ্যের প্রতিচ্ছবি। বিমানবন্দরের চলমান সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় সূর্যকে সঞ্জু বলেন, 'খুব ভালো লাগছে। সব সময়ই ভালো লাগে। কিন্তু নিজের রাজ্যে এসে আরও ভাল লাগছে।' কেরালার মাঠে, ঘরের সমর্থকদের সামনে খেলার সুযোগ; সঞ্জুর কাছে নিঃসন্দেহে বিশেষ অনুভূতির।

শনিবার তিরুঅনন্তপুরমের গ্রিনফিল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে হবে ভারত বনাম নিউজিল্যান্ডের পঞ্চম ও শেষ টি-টোয়েন্টি ম্যাচ। যদিও হাসি-আনন্দে ভরা এই মুহূর্তগুলো মাঠের বাইরের, মাঠের ভেতরে সঞ্জুর জন্য ছবিটা খুব একটা স্বস্তির নয়। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে তিনি একেবারেই রানের মধ্যে নেই। সিরিজের প্রথম চার ম্যাচে তাঁর রান যথাক্রমে ১০, ৬, ০ এবং ২৪। এই পারফরম্যান্সের ফলে বিশ্বকাপে প্রথম একাদশে তাঁর নিয়মিত জায়গা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

এই পরিস্থিতিতে বাড়তি চাপ তৈরি করেছেন ঈশান কিশন। দীর্ঘ দিন পর জাতীয় দলে ফিরে এই সিরিজে তিনি দুর্দান্ত ব্যাটিং করছেন। সঞ্জুর মতো তিনিও উইকেটরক্ষক, ফলে দলের কম্বিনেশন নিয়ে নতুন করে ভাবতে হচ্ছে টিম ম্যানেজমেন্টকে। অনেকেই ইতিমধ্যেই সঞ্জুর বদলে ঈশানকে খেলানোর দাবি তুলেছেন। শেষ ম্যাচ তাই সঞ্জুর কাছে শুধু 'ঘরের মাঠে খেলা' নয়, বরং নিজের জায়গা পাকা করার বড় সুযোগ। হাসি-ঠাট্টার আড়ালে লুকিয়ে আছে কঠিন লড়াই, রান আর পারফরম্যান্সের লড়াই।

ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের ভালোবাসা পেয়ে অভিভূত ব্যারেটো

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিভা অন্বেষণের উদ্দেশ্যে শুরু হয়েছিল বেঙ্গল সুপার লিগ। এবার এই লিগ চূড়ান্ত পর্যায়ে এসেছে। শুক্রবার দু'টি সেমিফাইনালের দ্বিতীয় লেগ অনুষ্ঠিত হল। ইস্টবেঙ্গল মাঠে এদিন হাওড়া-হুগলি ওয়ারিয়র্স ও সুন্দরবন অটো বেঙ্গল এফসির ম্যাচ ০-০ ড্রয়ে শেষ হয়। তবে প্রথম ম্যাচে এগিয়ে থাকার সুবাদে মেহতাব হোসেনের সুন্দরবন বেঙ্গল অটো এফসি পিছনে ফেলে ফাইনালে চলে গেল জোসে ব্যারেটোর হাওড়া-হুগলি ওয়ারিয়র্স।

অন্যদিকে কল্যাণী স্টেডিয়ামে নর্থ ২৪ পরগনাকে ৩-০ গোলে হারিয়ে ফাইনালের পৌঁছল শাহিদ রমনের জেএইচআর রয়্যাল সিটি এফসি। গোল করেন সৌরভ, জোটা এবং আমিল নঈম। বিএসএলের সেমির প্রথম লেগে হাওড়া-হুগলি ৪-৩ গোলে জিতেছিল। প্রথমবার কোচ হিসেবে ইস্টবেঙ্গল মাঠে প্রবেশ করলেন চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগানের কিংবদন্তি ব্যারেটোর। সেই মাঠ থেকে অপরাজিত হয়ে ফিরে অভিভূত ব্যারেটো। এদিন ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের থেকেও ভালোবাসা পেয়েছেন ব্যারেটো। ম্যাচ শেষে তিনি বলেন, ক্ষ্মইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান ছিল বলেই আমরা এই জায়গায় পৌঁছতে পেরেছি। ভালোবাসা পেয়ে অভিভূত।'

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

TENDER
E- Tenders invited by the Prodhan, Harekrishnapur Gram Panchayat (Under Karimpur-I Panchayat Samity), Joyrampur, Nadia. **NIET No.03/15thCFC/ Harekrishnapur /2025-26.** Last date of submission **30.01.2026 upto 6p.m.** For details contact to the office or visit www.wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan,
Harekrishnapur Gram Panchayat.

TENDER
E- Tenders are invited by the Prodhan, Karimpur-I Gram Panchayat (Under Karimpur-I Panchayat Samity), Karimpur, Nadia. **NIET No.E-19/15-th CFC/KGP-I/2025-26(2nd Call).** Last date of submission **06.02.2026 up to 2p.m.** For details please contact to the office or visit www.wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan,
Karimpur- I Gram Panchayat.

e-TENDER NOTICE
N.I.e-T. No. : 16/2025-26/15th F.C vide Memo No.: 34/Bh-I P.S, dated 29/01/2026 has been published. Details of N.I.e-T: https://wbtenders.gov.in.
Sd/- Executive Officer,
Bharatpur -I, Pan. Samiti
Murshidabad.

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-TENDER & TENDER
N.I.E. ET. No. 149/PW/Eng/APAS/26 Dt. 30-01-26
&
N.I.E. T. No. 150/PW/Eng/APAS/26 Dt. 30-01-26
Visit to website www.wbtenders.gov.in
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

NIT No. SFDC/MD/NIT -12(e)/2025-26
SFDC Ltd. Invites bid for the work "Construction of Stage, Pandel, Sitting arrangement, Stalls, Gates, Sweeping, Services & allied works in connection with Fish Fest, **2025-26** at Nalban Food Park" for 2 (two) days, of amounting to **Rs.47,94,912.00.** Last date of (online) bid submission on **13/02/2026 upto 2.00 p.m.** and date of opening technical bid on **16/02/2026 at 2.00 p.m.** respectively.
For details, please visit our website -www.wbsfdcltd.com or https://wbtenders.gov.in.

Notice Inviting Online/ e-Tender
The Block Development Officer, Bhatar Development Block & The Executive Officer, Bhatar Panchayat Samiti invites **Ref. e-NIT- BHATAR PS/28/2025-26, Dated- 30/01/2026.** Last Date of Bid Submission : **09/02/2026 & BHATAR BDO & PS/33/2025-26, Dated- 30/01/2026.** Last Date of Bid Submission : **16/02/2026.** Details of e-Tender Notice will be available in Website http://tenders.wb.gov.in/nicgep/app
Sd/-
Block Development Officer & Executive Officer
Bhatar Development Block & Bhatar Panchayat Samiti
Bhatar : Purba Bardhaman

Office of the Councillors of the
GHATAL MUNICIPALITY
Ghatal, Paschim Medinipur
ABRIDGED TENDER NOTICE
e-Tender is invited by the Chairman, Ghatal Municipality, Paschim Medinipur for the work :- Six (06) Nos. of Construction work in different places under 15th FC within Ghatal Municipality. **NIT no. WBMAD/GHATAL/NIT-17e/2025-26, Dated: 30/01/2026, Tender ID : 2026_MAD_996529_1 to 6.** Details of the tender may be seen from the website https://wbtenders.gov.in and www.ghatalmunicipality.com
Sd/-
Chairman
Ghatal Municipality

BONGAON MUNICIPALITY
1. Construction of Public Toilet at Debgar Narapukur. Beside of Baisakhi Sporting Club under the Scheme of Amader Para Amader Samadhan, Booth No-206 in ward no-11 under Bongaon Municipality.
Tender reference:
1. WBMAD/NIeT/293/BM/2025-26/APAS/A
Date: 30.01.2026
Tender ID: 2026 MAD_5010344_1
1. Bid Submission Start date- **30.01.2026 at 6.55 PM.** 2. Prebid meeting date- **03.02.2026 at 14.00 PM.** 3. End date- **07.02.2026 at 6.55 PM.** 4. Bid opening date- **09.02.2026 at 06.55 PM.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- Chairman
Bongaon Municipality.

BONGAON MUNICIPALITY
1. Internal Electrification of Toilet (P.T) at Debgar Narapukur beside of Baisakhi Sporting Club under scheme APAS BOOTH NO-206 in ward no-11 within Bongaon Municipality.
Tender reference:
NIT No-294/BM/2025-26/APAS
Date: 30.01.2026
1. Last date and time of receiving application for tender documents: **06.02.2026 at 4.00 PM.** 2. Last date and time of purchasing for tender documents: **09.02.2026 at 4.00 PM.** 3. Date Time and place for dropping of tender documents: **11.02.2026 at 2.00 PM.** 4. Date, Time and place for Opening of tender documents: **11.02.2026 at 3.00 PM.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- Chairman
Bongaon Municipality.

BONGAON MUNICIPALITY
1.Construction of Surface Drain and C.C Road in different booth at ward no-14 within Bongaon Municipality under the Scheme of AMADER PARA AMADER SAMADHAN (APAS).
Tender reference:
1. WBMAD/NIeT/177/BM/2025-26/APAS/C (2nd Call)
Date: 30.01.2026
2. WBMAD/NIeT/178/BM/2025-26/APAS/A (2nd Call)
Date: 30.01.2026
Tender ID:
1) 2026_MAD_5010399_1,
2) 2026_MAD_5010396_1
1. Bid Submission Start date **30.01.2026 at 6.55 PM.** 2. Prebid meeting date **03.02.2026 at 14.00 PM.** 3. End date **07.02.2026 at 18.55 PM.** 4. Bid opening date **09.02.2026 at 18.55 PM.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- Chairman
Bongaon Municipality.

BONGAON MUNICIPALITY
Construction of C.C Road, R.C.C Slab & Surface drain at different places in ward no- 16,18,19, 21 under APAS within Bongaon Municipality.
Tender reference:
NIT NO- 313/B.M./2025-2026/APAS Dt. 30-01-2026, 314/B.M./2025-2026/APAS Dt. 30-01-2026, 315/B.M./2025-2026/APAS Dt. 30-01-2026, 316/B.M./2025-2026/APAS Dt. 30-01-2026, 317/B.M./2025-2026/APAS Dt. 30-01-2026, 318/B.M./2025-2026/APAS Dt. 30-01-2026, 319/B.M./2025-2026/APAS Dt. 30-01-2026, 320/B.M./2025-2026/APAS Dt. 30-01-2026, 321/B.M./2025-2026/APAS Dt. 30-01-2026, 322/B.M./2025-2026/APAS Dt. 30-01-2026, 323/B.M./2025-2026/APAS Dt. 30-01-2026, 324/B.M./2025-2026/APAS Dt. 30-01-2026, 325/B.M./2025-2026/APAS Dt. 30-01-2026, 326/B.M./2025-2026/APAS Dt. 30-01-2026, 327/B.M./2025-2026/APAS Dt. 30-01-2026.
1. Last date and time of receiving application for tender documents.– **07.02.2026 at 12.00 PM.** 2. Last date and time of purchasing for tender documents.– **10.02.2026 at 02.00 PM.** 3. Date, time and place for dropping of tender documents– **12.02.2026 at 01.00 PM.** 4. Date, time and place for Opening of tender document.- **12.02.2026 at 04.00 PM.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- Chairman
Bongaon Municipality.

E-Tender Notice
Thiba Gram Panchayat
Thiba, Labpur, Birbhum
Reference No: WBBIR/LDB/TGP/E-NIT-16,17&18/2025-26
E-Tender are invited for 8 nos civil work.
Bid submission start on **30.01.2026** and ends on **06.02.2026.** For more details, please visit www.wbtenders.gov.in or office notice board.
Sd/- Prodhan
Thiba Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইপিডি/ডব্লু/কন/ট্যাপ চেঞ্জার/০৮/২৫-২৬, তারিখ ২৪.০১.২৬। ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (পি অ্যান্ড ডি), পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ-৭৪৩১৪৫, নিম্নলিখিত কাজের ই-টেন্ডারের জন্য প্রমাণিত অভিজ্ঞ কন্ট্রাক্টরদের থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **টেন্ডার নং :** ইপিডি/ডব্লু/কন/ট্যাপ চেঞ্জার/০৮/২৫-২৬। **কাজের নাম এবং স্থান :** বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভের বিটি প্রস্তুত ট্যাপ চেঞ্জারের রিহ্যাবিলিটেশন, পরিমাণ - ৩০টি। **কাজের আনুমানিক মূল্য:** ৮,৭৮,৭৪,৭৪১ টাকা। **নেট ব্যাঙ্কিং ও পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে বায়নামূল্য জমা করতে হবে :** ৫,৮৯,৪০০ টাকা। রেলওয়ে বোর্ডের এল নং ২০২২/সিই-I/সিটি/জিসিসি-২০২২/ পলিসি তারিখ ২৭.০৪.২০২২ (অগ্রিম সংশোধনী স্লিপ নং ৫, তারিখ ২০.১০.২০২৩) অনুসারে টেন্ডারদাতারা উল্লিখিত রাশির বিড সিকিউরিটি ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি বন্ড হিসেবেও জমা করতে পারবেন। বিড জমা করার অন্তিম তারিখের মধ্যে ডেপুটি সিইই/পি অ্যান্ড ডি/কেপিএ-র নিকট মূল ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি দিতে হবে (অর্থাৎ বিড জমার শেষ তারিখ ব্যতীত)। বিজি বন্ডের বয়ান জিসিসি-এপ্রিল'২০২২-তে উল্লিখিত আছে। এই বিষয়ে বিশদ তথ্যের জন্য টেন্ডারারদের জিসিসি-এপ্রিল'২০২২ (সংশোধন সহ) দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য :** শূন্য। জিসিসি-এপ্রিল'২০২২-এর পার্ট-১-এর ক্লজ নং ৩ অনুযায়ী ই-টেন্ডার ফর্ম সকল টেন্ডারদাতাকে বিনামূল্যে দেওয়া হবে। **কাজ শেষের মেয়াদ** ২৪ মাস। **দর জমা শুরুর তারিখ:** ০২.০২.২০২৬। **দর জমা শেষের তারিখ :** ১৬.০২.২০২৬ তারিখ দুপুর ২.৪৫ মিনিট। **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময় :** ১৬.০২.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে। **ওয়েবসাইট বিবরণ এবং নোটিস বোর্ডের স্থান যেখানে টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ দেখা যাবে :** www.ireps.gov.in (MISC-378/2025-26)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.hmcgov.in
WB-HMC/NIT/ED/14/EE-II/BEUP/25-26 তারিখ : ২৯.০১.২০২৬
ই-টেন্ডার নোটিশ
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (রোডস), এইচএমসি- বিইইউপি অধীন হাওড়া থানার বিভিন্ন স্থানে সিসিটিভি সংস্থাপন এর জন্য সঙ্গতিপন্ন, প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠিত সংশ্লিষ্ট একই ধরনের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যাদি ই-টেন্ডার নোটিশ এবং ইই-২ / বিভাগের https://wbtenders.gov.in থেকে পাওয়া যাবে (টেন্ডার আইডি :- 2026_MAD_995545)। **টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শেষ তারিখ : ০৭.০২.২০২৬ বেলা ২.৩০ টা পর্যন্ত।** এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও আবেদন গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন।
২৮০(২)/২৫-২৬
৩০.১.২৬
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (রোডস)
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া / सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया / Central Bank of India
রিজিওনাল অফিস : বাঁকুড়া
মাচানতলা, ফ্যান্সি মার্কেটের নিকট
বাঁকুড়া, পিন - ৭২২ ১০১, পব
সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিশ
এনআইটি নং : ৫৮৭০১ তারিখ : ২৯.০১.২০২৬
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, রিজিওনাল অফিস বাঁকুড়া অধীন **বিষ্ণুপুর শাখা** প্রেমিসেসে সংস্কার (ফার্নিচার, ইলেক্ট্রিক্যাল, ডেটা কেবলিং) কাজের জন্য উপযুক্ত ডাকদাতাদের কাছ থেকে অনলাইন টেন্ডার আহ্বান করছে। টেন্ডার আহ্বায়ক নোটিশের বিস্তারিতর জন্য অনুগ্রহ করে ওয়েবপেজ http://www.centralbankofindia.co.in/en/active-tender এবং/বা https://centralbank.abcprocure.com/EPROC/ দেখুন।
টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ১৮.০২.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩ টা পর্যন্ত।
রিজিওনাল হেড, রিজিওনাল অফিস, বাঁকুড়া

Kalikapur-II Gram Panchayat
Vill.-Sahebpur, P.O.-Champahati, P.S.-Sonarpur, South 24 PGS, Pin-743330
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from the experienced bidders for execution of different development works vide **NIT No.:- 17/KP-II/E-TENDER/APAS/2026, Date : 30.01.2026.** Date of Publish of Tender: **30.01.2026 from 06:30 PM.** Last Date of Submission: **10.02.2026 up to 12:00 Noon.** Date of Opening of Tender: **13.02.2026 at 12:30 PM.** For details visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Kalikapur-II Gram Panchayat

MAKARDAHA-II GRAM PANCHAYAT
JOTGIRI, LAKSHMANPUR, HOWRAH
e-Tender Inviting Notice
Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **Tender Reference no.:- (i) HOW/DOMJUR/MAK-II/NIT/39/2025-26, Dated 30.01.2026 Fund: 15TH FC.** Bid Submission Start Date: **31.01.2026 at 09.00 AM.** Last Date of Bid Submission: **07.02.2026 up to 02.00 PM.** Date of Opening: **09.02.2026 at 02.30 PM.** Details are available in https://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in and Office Notice Board.
Sd/-
Prodhan
Makardaha-II Gram Panchayat

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া / सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया / Central Bank of India
রিজিওনাল অফিস : বাঁকুড়া
মাচানতলা, ফ্যান্সি মার্কেটের নিকট
বাঁকুড়া, পিন - ৭২২ ১০১, পব
সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিশ
এনআইটি নং : ৫৮৭০২ তারিখ : ২৯.০১.২০২৬
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, রিজিওনাল অফিস বাঁকুড়া অধীন **ঝালদা শাখা** প্রেমিসেসে সংস্কার (ফার্নিচার, ইলেক্ট্রিক্যাল, ডেটা কেবলিং) কাজের জন্য উপযুক্ত ডাকদাতাদের কাছ থেকে অনলাইন টেন্ডার আহ্বান করছে। টেন্ডার আহ্বায়ক নোটিশের বিস্তারিতর জন্য অনুগ্রহ করে ওয়েবপেজ http://www.centralbankofindia.co.in/en/active-tender এবং/বা https://centralbank.abcprocure.com/EPROC/ দেখুন।
টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ১৮.০২.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩ টা পর্যন্ত।
রিজিওনাল হেড, রিজিওনাল অফিস, বাঁকুড়া

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস্
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ পিসিএমএম/সিএলডব্লু/এইচডব্লুএইচ/ই-প্রোকিওরমেন্ট/২৬/০৪, তারিখঃ ২২/০১/২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে পিসিএমএম/সিএলডব্লু/হাওড়া নিম্নলিখিত সামগ্রী সরবরাহের জন্য প্রতিষ্ঠিত বিশ্বস্ত নির্মাণকারীদের থেকে ইলেকট্রনিক বিড আহ্বান করছেন। নিম্নলিখিত ই-টেন্ডারগুলি হল ইলেক্ট্রিক লোকোমোটিভ নির্মাণের জন্য সামগ্রী সরবরাহের জন্য। বিস্তারিত নির্দেশাবলীর জন্য সম্ভাব্য সরবরাহকারীদের www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। এইগুলি হল ই-টেন্ডার, শুধুমাত্র ইলেক্ট্রনিক অফার বিড গৃহীত হবে। **ক্রমিক নং.; টেন্ডার নং.; স্টোর্সের বিবরণ; পরিমাণ; নির্ধারিত তারিখ; টেন্ডার মূল্য** নিম্নরূপঃ **[০০৬]; ১৪২৫২৭৪৯ডি;** স্পেসি./ড্রইং নং. সিএলডব্লু/ইএস/৩/০০৫০/সি অনুযায়ী অক্সিলিয়ারি কন্ট্যাক্ট (টাইপ-৮) ব্যতীত সিকেটি. ব্রেকার; **টেন্ডার/নথিপত্র অনুযায়ী;** ১১/০২/২০২৬; **০.০০ টাকা।** **[০০৭]; ২৫২৬৫০১৪;** (১) হাই রিচ ট্রাক ০২ এমটি ক্যাপাসিটি-র সরবরাহ, স্থাপন ও চালুকরণ। মাপঃ ২৫২৯ মিমি. দৈর্ঘ্য X ১২৯১ মিমি. প্রস্থ X লিফট্ উচ্চতা ৯৫০৯ মিমি.। সামগ্রিক মেশিন উচ্চতাঃ ৩৮৩৭ মিমি.। ইউএসপিঃ হাই, নর্মাল, ইকনমি মোড, লেড অ্যাসিড ও লিথিয়াম আয়নের মধ্যে ব্যাটারির বিনিময়যোগ্যতা। অ্যানেক্সার-এ অনুযায়ী বিস্তারিত টেক্নিক্যাল স্পেসিফিকেশন, (২) ৩ এমটি ক্যাপাসিটি-র ব্যাটারি অপারেটেড ফর্ক লিফট্ সরবরাহ, স্থাপন ও চালুকরণ। মাপঃ ৩৬০০ মিমি. দৈর্ঘ্য X ১২১৫ মিমি. X ২১৭৫ মিমি. উচ্চতা। সামগ্রিক মাস্ট উচ্চতাঃ ২৬০০ মিমি. এবং সামগ্রিক লিফট্ উচ্চতাঃ ৬০০৫ মিমি.। ইউএসপিঃ হাই, নর্মাল, ইকনমি মোড, লেড অ্যাসিড ও লিথিয়াম আয়নের মধ্যে ব্যাটারির বিনিময়যোগ্যতা। অ্যানেক্সার-বি অনুযায়ী বিস্তারিত টেক্নিক্যাল স্পেসিফিকেশন, (৩) ৩ এমটি ক্যাপাসিটি-র ব্যাটারি অপারেটেড ফর্ক লিফট্ সরবরাহ ও চালুকরণ। মাপঃ ৩৬০০ মিমি. দৈর্ঘ্য X ১২১৫ মিমি. X ২১৭৫ মিমি. উচ্চতা। সামগ্রিক মাস্ট উচ্চতাঃ ২৬০০ মিমি. এবং সামগ্রিক লিফট্ উচ্চতাঃ ৬০০৫ মিমি.। ইউএসপিঃ হাই, নর্মাল, ইকনমি মোড, লেড অ্যাসিড ও লিথিয়াম আয়নের মধ্যে ব্যাটারির বিনিময়যোগ্যতা। অ্যানেক্সার-বি অনুযায়ী বিস্তারিত টেক্নিক্যাল স্পেসিফিকেশন; **টেন্ডার/নথিপত্র অনুযায়ী;** ১২/০২/২০২৬; **০.০০ টাকা।**
PR3/291 পিসিএমএম/সিএলডব্লু/হাওড়া
আমাদের লাইক করুন: www.facebook.com/clwrailways

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

একদিন চিত্রাঙ্গদা

আমি চিত্রাঙ্গদা,
আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী...

সমসাময়িক চিন্তার প্রেক্ষাপটে নারীরা

শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়

সুমন দ্য বোভোরের একটি উক্তি 'দ্র:ত্রহ্ন :দ্রষ্ঠ তুন্দ্রন:, তুন্ড্ঠ ন্খন্ঠত্র তুত্রত্বদ্রদ্বত্রন্খ ন্দ্রদ্রদ্বখ:'. পত্র পত্রিকা, সিনেমায় প্রভৃতি গণমাধ্যমের মালিকানা পিতৃতান্ত্রিক এই সমাজ। ফলে নারীর অস্তিত্ব এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজে একটি সুন্দর পণ্য সামগ্রী। এক কথায় নারীর মূল্য পিতৃতান্ত্রিক সমাজের পণ্য বিক্রির উপর নির্ভরশীল। তাই বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে আমরা দেখি ওয়াশিংমেশিন, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার এই সমস্ত বিজ্ঞাপন দিচ্ছে মহিলারা। আর কোন মোটর বাইকের বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন কোন পুরুষ অভিনেতা বা খেলোয়াড়। অর্থাৎ পুরুষতান্ত্রিক সমাজে গৃহের কাজ নারীদের জন্যই সুনির্দিষ্ট। তাই গৃহের সামগ্রীর বিজ্ঞাপন নারীদের দিয়েই বিজ্ঞাপিত করা হয়। বিজ্ঞাপন যে রকমই হোক না কেন? যদি সেই বিজ্ঞাপন নারীদের দিয়ে করা হয় তা তাহলে নারীদের পোশাকের বিষয়েও সংকীর্ণ মনোভাব প্রদর্শন করা হয়।১৮২০ সালে আমেরিকার 'পেন্সিলভানিয়া গেজেটে' প্রথম বিজ্ঞাপন প্রচলন করা হয়। খবরের কাগজে কাপড়,জুতো, ঘরের বিভিন্ন সামগ্রী ছাড়াও দাসদের বিজ্ঞাপন দেওয়া হতো। ১৯৮০ সালে ফিনল্যান্ডের নারী পত্রিকা 'আমরা নারী' তাতে ঘোষণা করা হয়েছিল 'যখন আমরা একসঙ্গে কাজ করব তখন আমাদের স্বপ্ন সফল হবে। নারী এত দুর্বল নয় যে বিশ্বের পরিবর্তন আনতে পারবে না। আমাদের শুধু নিজেদের প্রতি আস্থা রাখতে শিখতে হবে। আমাদের জীবনে আমাদের দায়িত্ব আমাদেরকেই নিতে হবে। ফ্রান্স, জার্মানি, ইংল্যান্ড, ইতালিতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মহিলা পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। যেমন জার্মানির 'কারেজ পত্রিকা'র প্রচার সংখ্যা ১৯৭৮ সালে ছিল ৭০ হাজার। ১৯৭৭ সালে ইমা নামের একটি পত্রিকা ত্না ন্দ্রদ্রদ্বত্রত্রদ্রন্ন ন্দ্রদ্রদ্বত্র: প্রকাশনা সংস্থা প্রাথমিকভাবে ৩০ হাজার পত্রিকা ছেপেছিল। ১৯৭১ সালে ইংল্যান্ডের স্পেয়াররিব পত্রিকার জনপ্রিয়তা ছিল কল্পনাতীত। এই বাংলাতে ১৮৬৩ সালের 'বামাবোধিনী পত্রিকায়' নারী স্বাধীনতার বিষয়টি নিয়ে আলোচনার ঝড় উঠতো। স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলা দেবীর সম্পাদনায় প্রকাশিত ভারতী পত্রিকা, সেখানেও নারীজাতির স্বাধীনতার কথা প্রকাশিত হতো। আসামে 'বাহি'পত্রিকাটির জন্ম হয়েছিল কয়েকজন লেখিকার সমন্বয়ে। নারীদের কথা, নারীদের স্বাধীনতার বিষয় সেখানে আলোচিত হতো।

কিন্তু এই পত্রিকা বা গণমাধ্যম গুলিতে নারীদের যেভাবে ব্যবহার করা হয় বাজারের প্রয়োজনে তা খুবই বেদনাদায়ক। আবার গণমাধ্যমগুলো চেষ্টা করলে পবিত্র সংস্কৃতি প্রচার করতে পারে। কাতারের বিশিষ্ট লেখিকা রিলিজিয়াস কলেজের অধ্যাপিকা ড. হায়াস সেরের মতে 'পবিত্রতা ও সতীত্ব সমাজকে সুস্থ রাখে কিন্তু মানুষ এর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে পরিবারের প্রশিক্ষণ দিক নির্দেশ ভূমিকা ম্লান হবার পাশাপাশি প্রচারিত হচ্ছে চাকচিক্যময় পণ্যের প্রচার। গণমাধ্যম অশ্লীলতা বিস্তারে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। সমাজকে পুনরায় পবিত্র নৈতিক দিক থেকে কাঙ্ক্ষিত মানে ফিরিয়ে আনার জন্য গণমাধ্যমের এই অশুভ প্রচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে হবে। বাগদাদের

সাংবাদিক শাকিবের মতে গণমাধ্যম গুলি নারী স্বাধীনতার নামে নারীকে ভোগবাদী পুরুষের কাছে ভোগ্যপণ্যের মতো বিকিয়ে দিচ্ছে।

ফরাসি দার্শনিক ও ইউটোপীয় সমাজবাদী চার্লস ফুরিয়ে ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে নারীবাদ কথাটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম ব্যবহার করেছিলেন। ১৮৭২ নারীবাদ এবং নারীবাদী শব্দটি ফ্রান্সে প্রথম প্রকাশিত হয়। এরপর ইংল্যান্ডে ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে নারীবাদ ও নারীবাদী শব্দ দুটি প্রথম প্রকাশিত হয় ।মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নারীবাদ শব্দটির প্রচলন শুরু হয় ১৯১০ সালে। নারীবাদের প্রথম ঢেউ ওঠে উনবিংশ শতকের শেষ দিক ও বিংশ শতকের প্রথম ভাগে। দ্বিতীয় ঢেউ ওঠে ১৯৬০ এর দশকে নারী মুক্তি আন্দোলনের মাধ্যমে শুরু হওয়া মতাদর্শ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে। ১৮৯৩ সালে নিউজিল্যান্ডের স্বশাসিত উপনিবেশ গুলিতে নারীদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ায় ১৮৯৫ সালে নারীদের প্রশাসিকা এবং পার্লামেন্টের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার দেওয়া হয়। অস্ট্রেলিয়াতে ১৯০২ সালে নারীদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়। ১৯০২ সালে নেদারল্যান্ডে নারীদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়। ১৯১৮ সালে ব্রিটেনে ৩০ বছর বয়সী নারী, যাদের নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পত্তি আছে তাদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়। ১৯২১ সালে ২১ বছর বয়সী সকল নারীদের জন্য ভোটাধিকার প্রবর্তন করা হয়। ১৯১৯ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের ১৯ তম সংশোধনী সাথে সাথে নারীদের ভোটাধিকার প্রদান করা হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর ৭০ দশক থেকে বিশ্বব্যাপী যে নারী আন্দোলন শুরু হয়েছিল সেগুলিকে আবার তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় ১) র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ ২) সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ ৩) উদারনৈতিক নারীবাদ। ব্রাউমিলার, কেট মিলেট রাহুলের মেডিকেল নারীবাদীদের নেতৃত্ব স্থানীয়। মিলেটের মতে সমাজের নারী-পুরুষের সম্পর্কের ভিত্তি হচ্ছে ক্ষমতা। এই ক্ষমতার কারণেই এই সম্পর্ক রাজনৈতিক যা সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শৈশব অবস্থা থেকেই পরিবারের মধ্য দিয়ে বাহিত হয়। এই ক্ষমতার জন্যই নারীর উপর পুরুষের আধিপত্য গড়ে ওঠে। আধিপত্য প্রকাশ পায় পরিবারের চৌহদ্দিতে এবং জীবনের নানা ক্ষেত্রে। পরিবারের মত প্রাথমিক সামাজিক এককের ভিত্তি যে পিতৃতন্ত্র। তাই পিতৃতন্ত্র ও পিতৃতান্ত্রিক ধ্যান ধারণা প্রকাশ পায় অর্থনৈতিক , সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে। এই পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করে রাষ্ট্র। রাডিকাল নারীবাদী নেতৃত্ব সুলামিথের মতে-- নারীর উপর পুরুষের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার নিপীড়নের প্রধান কারণ হলো নারীর প্রজনন ক্ষমতা। নারী মুক্তি দিশা নির্ণয় করতে গিয়ে রাডিক্যাল নারীবাদী নেতৃত্ব ফায়ার স্টোন বলেছেন,-- গর্ভধারণ ও সন্তান জন্মদানের বোঝা থেকে নারীকে নিষ্কৃতি দিতে পারে আধুনিক উন্নত চিকিৎসা পদ্ধতি। সেক্ষেত্রে কৃত্রিম উপায়ে টেস্টটিউব এর মাধ্যমে সন্তান উৎপাদন সম্ভব। তাঁর মতে সন্তান জন্মদান ও লালন পালনের মতো দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেলে সমাজের সত্যিকারের লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীরা উল্লেখ করেন প্রাক কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় নারী পুরুষের মধ্যে সামাজিক অবস্থানগত কোন বৈষম্য ছিল না। কিন্তু যখন থেকেই শ্রেণীবিভক্ত, শ্রম বিভাজিত সমাজ ধীরে ধীরে মূল উৎপাদন থেকে একদল নারীকে সরিয়ে দিল শুধুমাত্র সন্তান উৎপাদনে, পালনে এবং গৃহশ্রমে।

তখন থেকেই এই শ্রেণীর নারীরা ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হল বর্হির্জগত থেকে, হয়ে পড়ল গৃহবন্দী ও পরাধীন আধুনিক বুর্জোয়া ব্যবস্থায় এই বিভাজন চূড়ান্ত রূপ নিল যেখানে কর্ম,ও গৃহকর্ম এবং কর্মক্ষেত্র ও গৃহ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়ে গেল। সমাজতন্ত্রী নারীবাদের অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন জুলিয়েট মিচেল, শিলা রোজেথাম, মিসেল ব্যারেট,প্রমুখ। সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ ও মার্কসীয় নারীবাদ একে অপরের পরিপূরক। সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীরা মার্কসের 'জার্মান আইডিওলজি'এবং এঙ্গেলসের 'অরিজিন অফ ফ্যামিলি প্রাইভেট প্রপার্টি এন্ড দি স্টেট'গ্রন্থ দুটির দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত ।সাম্প্রতিককালে সাইবেগ উত্তরাধুনিকতা ও জাতি প্রজাতি ভিত্তিক নারীবাদের মধ্যে পিতৃতন্ত্র পুঁজিবাদের যৌথ চাপে সংসারে ও অর্থনীতিতে মহিলারা যেভাবে শোষিত হয়, ফলে তারা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। উদারনৈতিক নারীবাদীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, মেরি উইলস্টোনক্রাফ্ট। সর্বপ্রথম ভোটাধিকারের বিষয়টি তিনি সর্বসমক্ষে তুলে ধরেন।

১৯৯৫ সালের তৎকালীন চীনের প্রেসিডেন্ট জিয়াণ জেমিন বলেন ক্ষ্মপরপর দুটি বিশ্বযুদ্ধ মানবজাতির পক্ষে অভিশাপ স্বরূপ, নারী ও শিশুকে এর জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে হয়েছেক্ষ্ম। চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে 'ন্ত্রঅন্ড্খত্বন্ত' মানবাধিকার রূপে গৃহীত হয়। বর্তমানে বলতে গেলে প্রায় সারা পৃথিবীতেই নারীদের যে সমস্যা তা হচ্ছে তাদের উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, দারিদ্রতা, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ইত্যাদি।

উত্তর আধুনিকতার যুগে নারীবাদী কথাটি বহুল প্রচারিত। পাশ্চাত্যে যেমন এর বিপুল বিস্তার, ভারতে তথা, বাংলা সাহিত্য নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লেখালেখি কম হয় না। স্বর্ণকুমারী দেবীর 'কাহাকে' উপন্যাসে নারীবাদের স্পষ্ট একটি ছবি আমরা দেখতে পাই। কৃষ্ণা বসু নারীবাদী কবিদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর উল্লেখযোগ্য কবিতা হল ' বোবাদের হয়ে আজ বলতে এসেছি/বোবারা অনেক কিছু বলতে পারে না/ইঙ্গিত ইশারায় কিছু কিছু বলে/তাদের অধিক কথা গুড়িয়ে,গুড়িয়ে/থাকে রক্তের ভিতর মজ্জার ভিতর/এই বাঘ পৃথিবীর শব্দ গন্ধ জল/কোনদিন জানবে না তারা সুনিশ্চিত!। বর্তমান সময়ে আর একজন উল্লেখযোগ্য নারীবাদী কবি হলেন কবিতা সিংহ। তাঁর প্রতিবাদের ভাষা হল কবিতা 'ক্রোধ তার জ্বলে ওঠে বুক থেকে অন্য বুকে যায়/উড়ন্ত সর্পের মতো ভয় হীন নায়ের তলায়/কিসে যায় লোক নয় পোক/ভাঙ্গি রমনীর সাপে খাক হোক/ব্রাহ্মণের দর্প খাক হোক/। আর একজন উল্লেখযোগ্য নারীবাদী কবি হলেন মল্লিকা সেনগুপ্ত। তাঁর কবিতায় সেগুলি পুরিস্ফুট ' আর তিনি হাত তুলে পৃথিবীর সমস্ত নারীকে/ঘাসের পাখনা দিয়ে বললেন উড়ে যা উড়ে যা/আজ ভরে নতুন যে নাম হবে মাস তারিখের/সে তো কুসুমের নাম, বিজ্ঞানের, অলীক গির্জার। সুতপা সেনগুপ্ত একজন উল্লেখযোগ্য নারীবাদী কবি তার বিন্দু মালিনী কবিতায় তিনি উল্লেখ করেছেন ' লজ্জাহীন হয়ে দ্বীপ জ্বেলেছি দু বুকে/পুরুষ সুন্দর আমি বন্দনা করেছি তোমার। কবি মন্দাকান্ত সেন সব ধরনের স্বাধীনতার পক্ষপাতী। তার নারীরা বেপরোয়া স্বীকার করে ' কথা বলো মা-বাবার সাথে/আমার আপত্তি নেই তাতে/আমাদের কথা পরে হবে। মা তোমাকে পছন্দই করে/বাবা ও ভাইয়ের মত ধরে/কিন্তু তুমি বন্ধু তো আমারই/কাকিমা এলো না কেন সোনা?/ওকে যেন কখনও বলোনা/আমি ভালো চুমি খেতে পারি/সদর দরজা খুলে দিতে/একসঙ্গে নামবো সিঁড়িতে/সে মুহূর্তে আমরা পাগল/কাল যাব তোমার অফিসে। কবি তিলোত্তমা মজুমদারও উল্লেখযোগ্য নারীবাদী কবি মাতৃকথা কবিতায় তিনি লিখেছেন ' ওগো ছেলে- বউ/তোমাদের সন্তানের দুই চোখে পান্না হিরা চুনি/আমার দুচোখ থেকে তুলে এনে পড়িয়ে দিলাম। আসরফী খাতুন নারীবাদী কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তার আমি নারী তাই কবিতার উল্লেখযোগ্য অংশ 'আমি নারী চাই সৃষ্টির বোঝা শরীরে ধরি/আমি নারী চাই গঙ্গার স্রোত ধারণ করি/আমি নারী চাই পাশা খেলায় রাজসভায় বিকোই/আমি নারী তাই পাঁচ পতিকে নিয়ে ঘর করি/।

আবার পুরুষ কবিদের মধ্যেও অনেকেই নারীদের নিয়ে কবিতা লিখেছেন যেমন কবি কৃষ্ণ ধর, কবি একরাম আলি, কবি জয়দেব বসু, কবি মণীন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ। কবি কৃষ্ণ ধর নারীদের সমান অধিকার নিয়ে সোচ্চার ছিলেন। পুতুলের কথা কবিতায় তিনি লিখেছেন গণ্ডি ভেঙে বাইরে যেদিন পা দিল/সেদিন নিজেদের অসামান্য মনে হতে থাকে/বাতাসে জলের গন্ধ সে এক অন্য ভোরবেলা/ওরা হেঁটে চলল মানুষজনের সঙ্গে গা ঘেঁষে/একদিন যারা পুতুলের নাচ দেখতে ভিড় করতো/পুতুলের কোনটি ভেঙে কাঠ পুতলিরা এখন/ওদের পায়ের সঙ্গেই পা মিলিয়ে হাঁটছে।

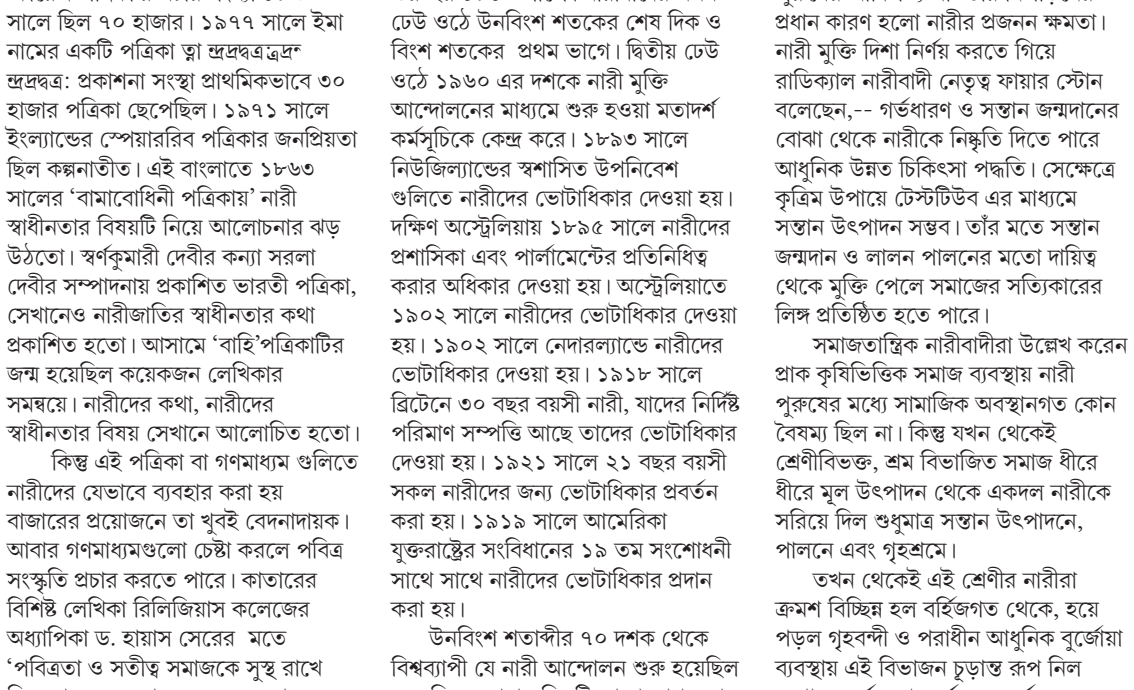

ব ই ক থা

বই মেলা বই মেলা

সুবল সরদার

সল্টলেকের বাঁশ বনে বই মেলা ! ৪৯ তম আন্তর্জাতিক বই মেলা সাড়ম্বরে চলছে অবিরল ধারায়। শুরু হয়েছে ২৩ শেষ জানুয়ারি থেকে। চলবে সপ্তহাধিক। মেলা পার্বণের মতো বই পার্বণ মেলা উৎসবের স্বাদ বহন করে। তাই পবিত্র তিথিতে ২৩ শে জানুয়ারী শুরু হয় পূণ্য লগ্নে বিকেল দুটো থেকে। কত পাবলিশার্স ,কত বই ! বইয়ের গন্ধে বুক ওঠে ভরে। এই দিনটির জন্য পুস্তক প্রেমিকদের কত দীর্ঘ অপেক্ষা। প্রতিটি স্টল কত সুন্দর করে সাজানো সৌন্দর্যমন্ডিত, শিল্পকলার কারুকার্য খচিত, আলোয় আলোয় আলোকিত। কখন হারিয়ে যাই বই অরণ্যে ! খুঁজি নিজেকে। খুঁজি মনের মতো বই। নতুন বই বেলফুলের মতো একরাশ গন্ধ ঢালা।

আমি তখন কলেজে পড়ি, ডায়মন্ডহারবার ফকির চাঁদ কলেজে। বই মেলা বসে ডায়মন্ড হারবার এসডির মাঠে । কত বই,কত স্টল, কত পুস্তক প্রেমিকদের ভীড়ে ! এ স্টল - ও স্টল করছি। বই ওলটপালট করছি। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'একেই বলে সভ্যতা' খুব ছোট, চটি বই। দামও খুব কম পাঁচ পাঁচ দশ টাকা । তখন পকেটে পয়সা ছিল না । দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বইদুটি পড়ে স্টল ছেড়েছিলাম । বই গন্ধের মেলা ঘোরার আনন্দ সব কিছুকে হার মানিয়ে আনন্দের সুখ স্মৃতি বয়ে আনে । যখন কলকাতার মেলা গড়ের মাঠ থেকে সল্ট লেকে স্থানান্তরিত হয় আমি আর কখনো বই মেলার মুখ দেখিনি। আমরা সঙ্গে আঁড়ি ছিল। কিন্তু সে অভিমান ভুলে গত ২৪শে জানুয়ারী কলকাতা বই মেলায় ঢুকে সেই কৈশোর আনন্দ খুঁজে পাই। মেলার প্রাঙ্গণে মাঝখানে গীতা প্রেস স্টল খুব সুন্দর করে সাজানো আছে। রামায়ণ , মহাভারতের স্টল বৈদিক যুগের আরণ্যকের ফ্লেভার নিয়ে দাঁড়িয়ে । আছে আইন সংক্রান্ত মিডিয়েশন এবং লিগ্যাল সেলের স্টল । বৈচিত্র্যর মাঝে বিচিত্র হয়ে আলো করে । মেলার মডেলটি গোলাকার যেন রূপসী বাংলা জেগে আছে রূপসী হয়ে মেলা প্রাঙ্গণ আলো করে । শিল্প সৌন্দর্যে, উৎকর্ষে নতুন করে ভাবায়। আমি স্থির হয়ে দু নয়নে দেখেছি মেলা উৎসব, নেশা ধরা মনে। আমি প্রিয় দুচারটে কিনেছি । ছন্দে ছড়ায় ছড়ায় অনন্য স্বাদে ভরা 'ছবি ঠাকুর -রবি ঠাকুর ' কবি হাননান অহসানের কলমে । সরল ভাষার মিষ্টি সুরে যেন মিঠেল হাওয়া । ছড়ায় ছড়ায় রবি ঠাকুরের ছবি। নিজের ছবি এঁকেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে । যামিনী রায়, রামকিঙ্কর বেইজ, উললিয়াম রোদেনস্টাইন আরো অনেক প্রথিতযশা শিল্পী এঁকেছেন রবিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি ছড়ায় ছড়ায় পাতায় পাতায়। একথায় অনবদ্য। সুরের মাঝে -

আমার আছে /একটা আকাশ/
বকুল -চাপা -হাসনুহানা/
আর কী আছে/
রামধনু রঙ/
মাথার উপর সামিয়ানা। কবির ক্যানভাসে ফুটে উঠেছে শিশিরসিক্ত ফুলের মতন ছড়াগুলি ।

সত্যি কথা বলতে কিশোর বয়সে যখন বইমেলায় গিয়েছি ,তখন আউট অফ পকেট কিন্তু অদম্য নেশা ছিল বই মেলা যাওয়ার জন্যে । স্টলে স্টলে ঘুরতাম, বইয়ের দাম দেখতাম । তখন রবি ঠাকুর, শরৎ চন্দ্র, সুকান্ত ভট্টাচার্য্য ,নজরুল ইসলাম অধরা ছিল । ক্লাসের সিলেবাস যা পড়া। আমি একবার বই চুরি করেছি বই মেলা থেকে। সে বই এখন সযত্নে লুকানো আছে আলমারিতে। কবি ব্যৎসায়ণের 'কামসূত্র '। এই বইটি পড়া দরকার উৎসাহী পাঠক সমাজের । অশ্লীলতাদায় অশ্লীলতা করে রাখা এখন নিস্প্রয়োজন বলে আমি মনে করি । কত যুগ আগে লেখা ! যা এখন আমরা দেখি পুরীর মন্দিরে কিংবা অজন্তা ,ইলোরা গুহা চিত্রে চিত্রিত হয়ে আছে যুগ যুগ ধরে। ভালোবাসার পবিত্র মন্ত্র কখনো অপবিত্র হয় ? তাই স্থান পেয়েছে দেবতার মন্দিরে । হাজার বছরের পরেও পুরনো জীব বিজ্ঞানের বিচিত্র ছবি চিত্রিত হয়েছে জীবন্ত ফসিল হয়ে যা চিরকাল মুগ্ধ করে রেখেছে আমাদেরকে। আজ বই মেলায় পাঠক,দর্শনার্থীদের ভিড়ে ঘুরতে ঘুরতে কত কথা মনে পড়ে। গল্প শেষ হলেও গল্প শেষ হয়না । তার রেশ থেকে যায় শেষের পরেও। তেমনি বই মেলা শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও শেষ হয় না , থেকে যায় তার রেশ । বই মেলার গল্প শুধু মেলার নয়। মেলা থেকে বইয়ের পাতায়-মনের খাঁচায় বন্দি থাকে চিরকাল ।

মীরাতুন নাহারের নতুন বই

'সাহিত্যের আঙিনায় এক-পা দু-পা'

সম্প্রতি আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় প্রকাশিত হল বাংলার বলিষ্ঠ প্রতিবাদী নারীকণ্ঠ ও শিক্ষাবিদ মীরাতুন নাহারের নতুন বই 'সাহিত্যের আঙিনায় এক-পা দু-পা'। প্রেস কর্ণারে ২৪ জানুয়ারি বেলা ২টায় 'সমকালের জিয়নকাঠি প্রকাশন' আয়োজিত 'গ্রন্থপ্রকাশ ও গুণীজন সমাবেশ' অনুষ্ঠানে বইটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন একালের বরেণ্য প্রাবন্ধিক তথা সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের স্বনামধন্য প্রফেসর স্বপনকুমার মণ্ডল । মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন কথাসাহিত্যিক তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাইমণ্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড সাইদুর রহমান, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর জ্যোৎস্না চট্টোপাধ্যায়, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর আব্দুর রহিম গাজী প্রমুখ গুণীজন। বর্তমানে মীরাতুন নাহার শারীরিক ভাবে অসুস্থ । প্রকাশক নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল জানান, বইটি এক বছর পরে অবশেষে প্রকাশ করা সম্ভব হল। দর্শনের অধ্যাপক হলেও মীরাতুন নাহারের যে সাহিত্যেও অবাধ বিচরণ করেছেন, প্রকাশিত বইটিই তার প্রমাণ বলে প্রফেসর স্বপনকুমার মণ্ডল স্মরণ করিয়ে দেন। শুধু তাই নয়, এ রকম একটি বই প্রকাশে গর্ববোধের কথাও তিনি গোপন রাখেননি।